GIFT

আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ-এর উপন্যাসে জীবনবোধ ও শিল্পরূপ

আরবী বিষয়ে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

Dhaka University Library
465034
465034

তত্ত্বাবধায়ক

প্রফেসর ড. এ.বি.এম. ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী

প্রফেসর ড. এ.টি.এম. ফাখরুদ্দিন (কো-তত্ত্বাবধায়ক)

আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

গবেষক

রইছ উজজামান খান
এম ফিল গবেষক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা - ১০০০, বাংলাদেশ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আরবী বিভাগের এম.ফিল গবেষক জনাব রইছ উজজামান খান কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত "আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ এর উপন্যাসে জীবনবোধ ও শিল্পরূপ" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমাদের জানামতে ইতোপূর্বে কোথাও এ শিরোনামে এম.ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমরা এ গবেষণা সন্দর্ভটির আদ্যন্ত পাঠ করেছি এবং এম.ফিল ডিগ্রীর উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।

465034

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

.... ২/৬/১১

(প্রফেসর ড. এ.বি.এম. ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী)

তত্ত্বাবধায়ক

.... ২/৬/১১

প্রফেসর ড. এ.টি.এম. ফখরুদ্দিন

কো-তত্ত্বাবধায়ক

আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা প্রদান করছি যে, "আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ-এর উপন্যাসে জীবনবোধ ও শিল্পরূপ" শীর্ষক আমার বর্তমান অভিসন্দর্ভটি পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে কোথাও প্রকাশ করিনি। এটি আমার মৌলিক ও একক গবেষণা কর্ম।

রইছ উজজামান খান

এম.ফিল গবেষক

আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

465034

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ-এর উপন্যাসে জীবনবোধ ও শিল্পরূপ" শীর্ষক আমার এম. ফিল থিসিসটি রচনার জন্য সর্বপ্রথম মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। অত:পর আমি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদ্বয় ও তত্ত্বাবধায়কদ্বয় জনাব এ.বি.এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী ও জনাব এ.টি.এম ফাখরুদ্দিন স্যারকে। তাঁরা অনেক মূল্যবান সময় ব্যয় করে গবেষণার সার্বিক বিষয়ে পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। যদিও মৌখিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে তাঁদের ঋণশোধ করা সম্ভব নয়। সেই ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁরা আমাকে পড়াশুনা ও গবেষণাকর্ম সম্পাদনের উৎসাহ ও উদ্বুদ্ধ করেছেন। আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি বিভাগীয় সকল শিক্ষক মহোদয়কে, সর্বজনাব প্রফেসর ড. আবু বকর সিদ্দিক, জনাব প্রফেসর ড. আব্দুল মাবুদ, জনাব প্রফেসর ড. ফজলুর রহমান, জনাব প্রফেসর ড. আবু সাঈদ মোঃ আব্দুল্লাহ, জনাব প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউসুফ, জনাব প্রফেসর ড. আ.জ.ম কুতুবুল ইসলাম, জনাব রুহুল আমীন, জনাব মিজানুর রহমান সহ বিভাগের সকল শিক্ষক ও কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দকে তাঁরা মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমার থিসিসটি সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন। আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি জনাব প্রফেসর ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান, জনাব বাহাউদ্দিন স্যারসহ বিভাগীয় শিক্ষকদের বাইরে এমন সকলকে যারা বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছেন। আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার শ্রদ্ধেয় আম্মা-আব্বা, ভাই-বোন এবং ভগ্নিপতিদ্বয়সহ সকলকে, যারা আজও আমাকে বিভিন্নভাবে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করছেন। আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি জামেয়া কাসিমূল উলূম দরগাহ হযরত শাহ্জালাল (র.) মাদ্রাসা-এর পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মরহুম মাওলানা শফিকুল হককে যিনি আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পরামর্শ দিয়ে ছিলেন। আমি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলী ও দোয়া প্রার্থনা করছি আমার আমার পরম শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মরহুম মাওলানা উবায়দুল হককে (র.), খতীব, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ ঢাকা, যিনি আমাকে আরবীতে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিয়ে ছিলেন। তিনি এর সমর্থনে হযরত আলী (র.) এর উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন," قيمة المرء ما يحسن " (ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি পায় কোন বিষয়ে পারদর্শিতায়)। আমি স্নেহভরে স্মরণ করছি জিয়াউল কবির সুমন এবং আমার ছাত্র মোঃ ইমরুজকে যারা আমাকে বাংলা কম্পোজে সহায়তা করে থিসিস সম্পাদনের কাজটি তরান্বিত করেছে। পরিশেষে যারা আমার থিসিসকর্মটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা ও শ্রম দিয়ে ধন্য করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

ডিসেম্বর ২০১০ খৃ.

বিনীত

রইছ উজজামান খান

এম ফিল গবেষক

আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা - ১০০০, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত পরিচয়

আ.ত.ম, আ.সা.ই	:	আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দিন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস।
ই.ফা.বা.	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
ই.বি.	:	ইসলামী বিশ্বকোষ।
আল-ফাখূরী, তারীখ	:	যাল্লা আল-ফাখূরী, তারীখ আল-আদব আল-'আরবী।
যায়দান, তারীখ	:	জুরজী যায়দান, তারীখু আদাব আল-লুগাহ আল-আরাবিয়্যাহ।
যায়্যাত, তারীখ	:	আহমদ হাসান যায়্যাত, তারীখ আল-আদাব আল-আরবী।
ব.	:	ইবন (পুত্র) শব্দের সংকেত।
খৃ.	:	খৃষ্টাব্দ।
তা.নে.	:	তারীখ নেই।
তু.	:	তুলনীয়।
পৃ	:	পৃষ্ঠা।

Dhaka University Institutional Repository

সূচী

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	০০১-০০৩
অধ্যায় : এক আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁ	০০৪-০২৫
অধ্যায় : দুই 'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ-এর জীবনকথা ও সাহিত্য কর্ম	০২৬-০৮৬
অধ্যায় : তিন আরবী উপন্যাসের ইতিহাস	০৮৭-১১০
অধ্যায় : চার আল-'আক্কাদ-এর উপন্যাসে জীবনবোধ ও শিল্পরূপ	১১১-১৪২
উপসংহার	১৪৩-১৪৪
গ্রন্থপঞ্জি	১৪৫-১৪৬

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ (খৃ. ১৮৮৯-১৯৬৪) বিংশ শতাব্দীর আরবী সাহিত্য ও মিশরীয় রাজনৈতিক অঙ্গনের উজ্জ্বল নক্ষত্র ও সৃজনশীল প্রতিভা। আধুনিক আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা যেমন, কবিতা, উপন্যাস, সাহিত্য-সমালোচনা, সাংবাদিকতা, বিশেষতঃ "সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদন" (আল-তাওক্কীর), প্রক্রিয়ায় উপস্থাপিত আরবী জীবনী সাহিত্য (সীরাহ ও তরজমাহর), "প্রতিভা" (আল-আবকরিয়্যাহ), 'বীর/সাহসী/নায়ক (আল-বতূলাহ) দৃষ্টিভঙ্গীর অগ্রদূত হিসেবে গণ্য। মিশরের আসওয়ান প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন। পড়াশুনা ছিল মাত্র প্রাইমারী পর্যন্ত। প্রাতিষ্ঠানিক লেখা পড়ার চেয়ে আল-'আক্কাদ বেশী শিখেছেন প্রকৃতি ও জীবন থেকে। স্বল্প শিক্ষিত হলেও মিশরের বিভিন্ন প্রদেশে সরকারী চাকুরী (খৃ. ১৯০৪-১৪) করেছেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন, সাংবাদিক রাজনীতিবিদ, সাংসদ, আরবী ভাষা একাডেমীর সদস্য। শতাধিক মৌলিক গ্রন্থের লেখকরূপে কর্মবহুল দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করেছেন। আধুনিক আরবী সাহিত্যে এ সব্যসাচী লেখককে "আল 'আবকারী', ('আবকরিয়্যাত সিরিজ লেখক), 'ইমলাক আল-আদব আল-'আরাবী" ('আরবী সাহিত্যের দৈত্য/অসূর), "আল কাতিব আল জাব্বার" (মহা শক্তিধর লেখক) ইত্যাদি খেতাবে ভূষিত করা হয়। ইব্রাহীম আবদ আল-কাদির আল মাজিনি (খৃ. ১৮৮৯-১৯৪৯) স্বীয় বন্ধু আল-'আক্কাদকে "আল বাহরু বেলা ইন্তিহা" (অসীম সাগর) উপাধি দিয়েছেন। আল-'আক্কাদের জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে মিশরে নিজ বাড়ীতে। স্ত্রী-সন্তানহীন এক বৈরাগ্য জীবন। গ্রন্থই তার অন্তরঙ্গ, কলম ছিল তার বন্ধু।[১]

'আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ মিশরের মুহাম্মদ তাওফীক পাশা, (খৃ. ১৮৭৯-৯২) থেকে জামাল 'আবদ আল-নাসের (খৃ. ১৯১৮-৭০)-এর সময়কাল পর্যন্ত আমৃত্যু সাহিত্য সাধনায় লিপ্ত ছিলেন। আধুনিক আরবী কথা সাহিত্যে যে ক'জন ক্ষণজন্মা প্রথিতজশা ও প্রতিভাবান লেখক, সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব হয়েছে তাদের মধ্যে 'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ অন্যতম। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে আধুনিক আরবী উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান সুদৃঢ়। তাঁর উপন্যাসে নারী এসেছে চরিত্র, উপাদান ও প্রেমাস্পদ হিসেবে। প্রেমের রমনীকে

---

১. তু-ড. বদভী আহমদ তবানাহ, সাওয়ানিহ ওয়া আয়া' ফি আল-আদব ওয়া আল উলাবা' (কায়রো : আল-শিরকাহ আল-মিশরিয়্যাহ আল-আলামিয়্যাহ লি আল-নাশরি, ১৯৯৭), পৃ. ৩৫-৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন অকৃপণ ভাবে। তিনি প্রেমিকা নারীকে অন্ধকারের আলো, বাগানের গন্ধ ছড়ানো ফুল, এমনকি পৃথিবী হিসেবে কল্পনা করেছেন। তাঁর সাহিত্যে নারী এসেছে চরিত্র ও উপাদান হিসেবে। তেমনি তাঁর জীবনে নারী এসেছে প্রেমাস্পদ হিসেবে। প্রেমের রমনীকে আল-'আক্কাদ সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন অকৃপণভাবে। তিনি তাঁর একমাত্র উপন্যাসের নামকরণ করেছেন "সারা" নামে।

তিনি উপন্যাসে সংস্কার ও পরিশোধনকারী বৈজ্ঞানিক শৈলির অনুসরণ করেছেন। তাঁর রচনাশৈলীর মূল বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে স্বীয় এ মন্তব্যে ঃ "আমি পাঠকের নিকট নেমে যেতে পারবনা, পাঠকই আমার নিকট উঠে আসতে হবে।" তিনি আরো বলেন, "আমি অলস ও নিদ্রিত ব্যক্তির পাখা হতে পারবনা।" স্বীয় সত্ত্বাকে লিখন শিল্পের জন্য আর স্বয়ং লিখন শিল্প তার জন্য উৎসর্গ ছিল। সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায় কলম চালিয়েছেন তিনি যোগ্যতার সাথে। সফলও হয়েছেন নিষ্ঠা ও শৈল্পিক প্রক্রিয়ায়।

'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের অগ্রদূত ছিলেন। মনোজগতের আয়নায় চিত্রিত সকল কিছুকে সুনিপূণভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর উপন্যাসে। "সারা" উপন্যাস প্রকাশিত হলে অন্যান্য সমসাময়িক সাহিত্যিকগণ মন্তব্য করেন, "আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ সাহিত্যের সকল শাখায় পূর্ণতা লাভ করেছেন"। জীবনকে তিনি উপলব্ধি করেছেন বাস্তবতার নিরিখে। তাঁর জীবনে নারী এসেছিল প্রেমাস্পদ হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে নয়। তিনি প্রেমিক-প্রেমিকার বিরহ-বিচ্ছেদ ও মিলনের কাহিনীকে বর্ণনা করেছেন সাহিত্যের তুলিতে।

১৭৯৮ খৃ. ফরাসী নৃপতি নেপোলিয়নের মিশর জয়ের সাল হতে আধুনিক আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁ যুগ শুরু হয়। এ যুগে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন পুস্তক ও সাহিত্য আরবীতে অনুবাদ করা হয়। এসবের মধ্যে ফরাসী ও ইংরেজী গল্প, উপন্যাস, নাটকের বইও ছিল। এভাবে অনুবাদের মধ্যদিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে অতিক্রম করে পাশ্চাত্যের প্রভাবে আধুনিক আরবী উপন্যাসের সূচনা হয়।

তৎকালীন সিরিয়ার লেবানন ছিল আধুনিক আরবী উপন্যাসের সূতিকাগার। আধুনিক আরবী উপন্যাস ও নাটকের কার্যক্রম শুরু হয় এখানেই। তবে আরবী উপন্যাসের ক্রমবিকাশের ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করে মিশর। মিশরের জাতীয় জাগরণ এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের গর্ববোধ

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাস রচনায় তাদের উৎসাহিত করেছে। ধনী ও অভিজাত শ্রেণীর চেয়ে সাধারণ ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের চরিত্র ও সমাজে তাদের অবস্থান নিয়ে অংকন করা হয়েছে উপন্যাসের চরিত্র। রাজনৈতিক কারণেও রচিত হয়েছে উপন্যাস। এককথায় আধুনিক আরবী উপন্যাসে আরবদের ব্যবহারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনসহ প্রেম-বিরহের চিত্র চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। এভাবে শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর মিশরীয় উপন্যাসিকদের হাতেই আরবী-উপন্যাস রচিত উন্নত ও পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় 'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ-এর উপন্যাসে জীবনবোধ ও শিল্পরূপ শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমরা বর্তমান ভূমিকা ছাড়াও ৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি।

প্রথম অধ্যায় ঃ আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁ, দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ 'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ এর জীবন কথা ও কর্ম জীবন, তৃতীয় অধ্যায় ঃ আরবী উপন্যাসের ইতিহাস, চতুর্থ অধ্যায় ঃ 'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ এর উপন্যাসে জীবনবোধ শিল্পরূপ। উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভটি শেষ পর্যায়ে উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি শিরোনামে আরবী, ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় বিরচিত মৌলিক তথ্যসূত্র গ্রন্থ ও সাময়িকীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : এক

আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁ

০১.

খৃ. ১৭৯৮ সালে ফরাসী সমর নেতা নেপোলিয়ন বোনাপার্ট[২] মিসর ও নিকট প্রাচ্য আক্রমনের সময়কাল হতে বর্তমান পর্যন্ত এ দীর্ঘকালকে 'আরবী সাহিত্যের আধুনিক যুগ' বলা হয়। সাহিত্যের ইতিহাসবেত্তাদের মতে ফরাসী আক্রমনই হলো "আরবী সাহিত্য রেনেসাঁর"[৩] সূচক। কারণ নেপোলিয়ন তার মিশর অভিযানের সু-সজ্জিত নৌবহরে কেবলমাত্র আগ্নেয়াস্ত্র ও সৈনিক নিয়ে আসেননি, বরং তার সহচর ছিলেন ফ্রান্সের উদীয়মান শিল্পী, সাহিত্যিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, পুস্তক ও মুদ্রণযন্ত্র। নেপোলিয়নের মিশর বিজয় মাত্র তিন বছর তিন মাস স্থায়ী ছিল। এত স্বল্প সময় অবস্থান সত্ত্বেও সমগ্র 'আরব জগতে এক নবচেতনার সঞ্চারিত হয়েছিল। ফরাসী আক্রমনের পূর্ব হ'তেই 'আরব বিশ্ব বিশেষতঃ লেবাননের সাথে পাশ্চাত্যের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যা সেখানে আল-নাহদাহ বা নব-উত্থানের পটভূমি সূচিত করে। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা পাশ্চাত্যের সাথে নিবিড় সম্পর্কের কারনে লেবানন এবং ফরাসী

---

২. নেপোলিয়ন বোনাপার্টী (খৃ. ১৭৬৯-১৮২১): দিগ্বিজয়ী সেনা নায়ক করসিকার এজাকসিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ফ্রান্সে লেখাপড়া শেষ করে সেনা বাহিনীর অফিসার পদে খৃ. ১৭৮৫ সালে যোগদান করেন। ১৭৯৩ সালে তাকে ব্রিগেডিয়ার পদে উন্নীত করা হয়। তিনি ১৭৯৫ সালে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করেন। এবং ইতালীর বিভিন্ন সামরিক অভিযানে নেতৃত্ব দেন। ফরাসী বিপ্লব ও ফ্রান্সের রাজনৈতিক অঙ্গনে তাঁর বিরাট ভূমিকা ছিল। তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো খৃ. ১৭৯৮ থেকে ১৭৯৯ সালে মিশর জয়; ১৮০৫ সালে অস্ট্রিয়ার যুদ্ধ হয়েছিল তাঁর জীবনের সেরা বিজয়ের ঘটনা। ১৮১২ সালে রুশ অভিযান ছিল তাঁর জীবনের দূর্ভাগ্যজনক ঘটনা। এ যুদ্ধে তাঁর বাহিনী পরাজিত হয়। তাকে হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়। এখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

৩. রেনেসাঁ অর্থ পূণর্জাগরণ। আরবীতে বলা হয় النهضة (আল-নাহদাহ)। এর অর্থ, ক. জাগ্রত হওয়া, সজাগ থাকা, সতর্ক থাকা, মনোযোগী হওয়া, খ. নাশীত, প্রাণবন্ত, প্রফুল্ল, খুশি, তৎপর, কর্মঠ, সক্রিয়, চঞ্চল, উৎসাহী, যেমন বলা হয়ঃ نهض الشيب في الشباب : أسرع إليه نهض له : قام وتحرك إليه مسرعا ، النهضة : القوة والطاقة (আল-মু'জাম আল-ওয়াসীত, মাতাবি' দার আল-মা'আরিফ, ৩খ. পৃ. ৩০৮), النهضة আল-ফারাঈদ আল-দুরিয়্যাহ, পৃ. ৮০৪। এছাড়াও " النهضة " এর সংজ্ঞা এভাবে দেয়া যায়ঃ النهضة هي تغيرات تنقلها من حال إلي حال وتطرأ علي حياة الأمم فإذا كان التغير من سيء إلي حسن ومن ضعف إلي قوة سمي ذلك نهضة وعكسه الانحطاط والنهضة الأدبية هي ارتقاء فنون الأدب فنا ومضمونا، তু.ড. মুহম্মদ ব. সা'দ ব. হুসায়ন, আল-আদব আল-'আরাবী ওয়া তারিখুহু, ৫ম মুদ্রণ, ১৪১২ হি. ২য় খণ্ড, পৃ.৭।

Dhaka University Institutional Repository

আক্রমনের ফলে মিশরে সৃষ্ট আল-নাহদাহ বা রেনেসাঁর পটভূমি বিষয়ে কিঞ্চিত আলোচনার প্রয়াস পাব।

০২.

পাশ্চাত্যের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে লেবাননকে যারা রেনেসাঁর জন্য প্রস্তুত করতে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, নিম্নে সেসকল বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলঃ

ক. জিবরাঈল আল-সাহইউনী আল-আহদনী (খৃ. ১৫৭৭-১৬৪৮) : রোম বিদ্যালয় হতে সনদপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি রোমের বিখ্যাত "আল-হিকমত" বিদ্যালয়ের 'আরবী ও সুরইয়ানী ভাষার শিক্ষক ছিলেন। এছাড়া প্যারিসের জাতীয় বিদ্যালয়ে 'আরবী ও সুরইয়ানীকে অপ্রধান ভাষা হিসেবে পাঠদানরত ছিলেন। বহু গ্রন্থের প্রণেতা এবং আল-শরীফ আল-ইদ্রীস (খৃ. ১১০০-৬৫)-এর "নুযহাত আল-মুশতাক্ব ফী যিক্বরি আল-আমসার ওয়া আল-আফাক" গ্রন্থের ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদক ছিলেন।[৪]

খ. ইব্রাহীম আল-হাকিলানীও (মৃ. ১৬৬৪ খৃ.) : রোমের বিদ্যালয় হতে সনদপ্রাপ্ত। তিনি রোম শহরে 'আরবী ও সুরইয়ানী ভাষার এবং College De France এর শিক্ষক ছিলেন। 'আরবের ইতিহাস ও প্রাচ্য দর্শন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। অনেক 'আরবী গ্রন্থের অনুবাদ করেন। তার প্রণীত 'আরবী-ল্যাটিন অভিধানের পাণ্ডুলিপি প্যারিস লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।[৫]

গ. আল-মুতরান জার্মানূস ফরহাত (খৃ. ১৬৭০-১৭৩২): প্রাচ্যে যাঁরা রেনেসাঁর ভিত্তি স্থাপন করেন তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। 'আরবী, ইতালী, ল্যাটিন ও সুরইয়ানী ভাষায় দক্ষতার পাশাপাশি তর্কশাস্ত্র, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে

---

৪. তু. আল-ফাখুরী, তারীখ, পৃ. ৮৮৮; বুতরুস আল-বুস্তানী, উদবা আল-'আরব (বৈরূত: দায়-আল-জয়ল, তা-বি) পৃ. ২২৯-২৩৩।

৫. আল-ফাখুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

সমান পারদর্শী ছিলেন। চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোর্তিবিজ্ঞান ও প্রকৃতিবিজ্ঞানেও তিনি দক্ষ ছিলেন। আলেপ্পো নগরীর বিশপ থাকাকালে সেখানে তিনি প্রচুর মূল্যবান 'আরবী পাণ্ডুলিপি সমৃদ্ধ "আল-মারুনীয়্যাহ" লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়াও উক্ত লাইব্রেরীতে তিনি দর্শন, তর্কশাস্ত্র, সাহিত্য, ছন্দবিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব এবং 'আরবী ব্যাকরণ বিষয়ে শতাধিক 'আরবী পুস্তক সংগ্রহ করেছিলেন। মোটকথা এ মহান জ্ঞান-সাধক মূল্যবান পুস্তক সংগ্রহ, শিক্ষা বিস্তার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমৃদ্ধশালীকরণ, প্রচুর গ্রন্থের টীকা সংযোজন, ভাষান্তর ও পুস্তক রচনার মাধ্যমে জ্ঞানের রাজ্যে এক অনুপম খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।[৬]

ঘ. বুতরুস মুবারক (খৃ. ১৬৬০-১৭৪৭): রোমের বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট ছাত্র বুতরুস ফরাসী, ইতালী, ঈব্‌রানী, গ্রীক, ল্যাটিন, সুরইয়ানী এবং 'আরবী ভাষার পণ্ডিত ছিলেন। ল্যাটিন ভাষায় অনেক গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন। তিনিই ('আইন তূরাহ) বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা।[৭]

ঙ. আল-খুরী বুতরুস আল-তুলুভিয়্যু (খৃ. ১৬৫৭-১৭৪৭): প্রকৃতিবিজ্ঞান, দর্শন ও ফিক্‌হশাস্ত্রে সু-পন্ডিত ছিলেন। আলেপ্পো নগরীতে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে অবস্থিত "আল-মারুনীয়্যাহ" বিদ্যালয়ে ল্যাটিন ও ইটালী ভাষার শিক্ষক ছিলেন।[৮]

চ. ইউসুফ সাম'আন আল-সিম-'আনী (খৃ. ১৬৮৭-১৭৬৮): প্রাচ্যে রেনেসাঁ সূচনায় ইউরোপে বসবাসকারী বিখ্যাত আল-সামা'ইনাহ পরিবারের কার্যকরী ভূমিকা সর্বজনবিদিত। এ পরিবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব রোমের "আল-মু'আরনাহ" বিদ্যালয়ের স্নাতক ইউসুফ সাম'আন আল-সিম-'আনী (খৃ. ১৬৮৭-১৭৬৮) ইসলামী আইন, ইতিহাস ছাড়াও অংকশাস্ত্র ও প্রকৃতিবিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। তিনি ইটালি, ফরাসী, ল্যাটিন, গ্রীক, সুরইয়ানী ও 'আরবী ভাষায় সু-পন্ডিত ছিলেন। ভ্যাটিকান লাইব্রেরীতে রচিত প্রাচ্য গ্রন্থাবলীর

---

৬. প্রাগুক্ত, ৮৮৯-৯০।
৭. প্রাগুক্ত।
৮. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পাণ্ডুলিপিসমূহের সূচি প্রস্তুত এবং প্রয়োজনীয় টীকা তিনিই সংযোজন করেছিলেন। তৎকালীন পোপ ভ্যাটিকান লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত সুরইয়ানী ও আরবী পুস্তক অনুবাদের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন তাঁকে। খৃ. ১৭১৫ সালে ইউসুফ সাম'আন প্রাচ্য গ্রন্থাবলীর পাণ্ডুলিপি বিষয়ে "আল-মাকতাবাহ আল-শারকিয়্যাহ" শিরোনামে বিখ্যাত এক সংকলন প্রস্তুত করেছিলেন। ফলে তিনি ইউরোপ ও প্রাচ্যে যুগপৎ বিপুল মর্যাদা লাভে সমর্থ হন। তার প্রণীত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা শতাধিক।[৯]

ছ. 'আওয়াদ আল সাম'আনী ও আল-খূরী মীখাঈল আল-গাযীরী (মৃ. ১৭৯৪ খৃ.):-এর নামও প্রাচ্যে রেনেসাঁর পটভূমি রচনার ক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য। মীখাঈল আল-গাযীরী "আল-ইসকোরিয়াল" লাইব্রেরীর প্রধান সম্পাদক ছিলেন। এ ছাড়াও তার 'Biblio Theca arabico-hispana' শীর্ষক পুস্তকটির দু'খন্ড খৃ. ১৭৬০ ও ১৭৭০ সালে প্রকাশিত হয়।

লেবানন-পাশ্চাত্যের নিবিড় সম্পর্কের ফলে পাশ্চাত্যের শিক্ষা সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত প্রাচ্যের শিক্ষিত সমাজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় জ্ঞান আহরণে ব্রতী হয়। তাঁরা রোম সহ পাশ্চাত্যের রাজধানীর বিদ্যালয়গুলোর অনুসরণে লেবাননের পাহাড়ের পাদদেশে বিদ্যালয় গড়ে তোলেন। এর ফলে "আইন ওয়ারাকাহ" বিদ্যালয় (যা এ অঞ্চলের প্রথম মানসম্পন্ন বিদ্যালয় বলে বিবেচিত) প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেনঃ আল-মু'আল্লিম বুতরুস আল-বুস্তানী (খৃ. ১৮১৯-১৮৮৩), সুলায়মান আল-বুস্তানী (খৃ. ১৮৫৬-১৯২৫) এবং আহমদ ফারিস আল-সিদইয়াক (খৃ. ১৮০৫-১৮৮৭)।[১০]

---

৯. প্রাগুক্ত।
১০. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

০৩.

খৃ. ১৭৯৮ সালে নেপোলিয়নের মিশর বিজয় সামরিক ইতিহাসে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী। মিশরের ইতিহাসে; বিশেষতঃ 'আরবী সাহিত্যের পূর্ণজাগরণের ক্ষেত্রে এ গুরুত্ব অপরিসীম। নেপোলিয়নের এই বিজয়ের প্রাক্কালে মিশরের মোট জনসংখ্যা (প্রায় পঁচিশ লাখ) দু'ভাগে বিভক্ত ছিল : ক. শাসক ও খ. শাসিত। শাসক শ্রেণী অভিজাত মামলূক ও তাদের অধিনস্ত সেনাবাহিনী যা ১৫ হাজার সৈনিক কর্মচারী নিয়ে গঠিত।[১০] শাসিত শ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠিকে চারটি সামাজিক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। 'আলিম, দরবেশ, বিচারক ও শিক্ষকমন্ডলী নিয়ে গঠিত সামাজিক শ্রেণী। দ্বিতীয়তঃ শহরের অভিজাত শ্রেণী। বাগ-বাগিছা ও স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা ছিল এঁদের দখলে। তৃতীয়তঃ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত কারিগর শ্রেণী। চতুর্থতঃ দারিদ্রের প্রান্তসীমায় অবস্থানকারী চিরবঞ্চিত কৃষক শ্রেণী।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নেপোলিয়ন তার সু-সজ্জিত নৌবহরে শুধু আগ্নেয়াস্ত্র আর সৈনিকই আনেন নি। এনেছিলেন ফ্রান্সের উদীয়মান শিল্পী-সাহিত্যিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক। যাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৪৬ জন।[১১]

দেশের সংহতি সাধন, বিদ্রোহ দমন ও নতুন প্রশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পাশা-পাশি চলতে থাকে মিশরে আবিস্কারের কাজ। খৃ. ১৭৯৮ সালের ২২ অগাষ্ট এক বিশেষ সরকারী ফরমান বলে গঠন করা হয় "আল মাজমা' 'আল-ইলমী" বা বিজ্ঞান-একাডেমী।[১২] জারীকৃত ফরমানে বিজ্ঞান-একাডেমীর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গঠন পদ্ধতি বিবৃত করা হয়। প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র নিষ্ক্রিয় মানসিকতার অনুশীলন বা পরিশীলন কেন্দ্র ছিলনা। বরং মিশরের বৈষয়িক, আত্মিক সম্পদের আবিষ্কার ও উন্নয়ন গবেষণাগার হিসেবে গড়ে উঠে।

---

১১. আল-ফাখুরী, তারীখ, পৃঃ ৮৯৫।

১২. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠানের তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল:

১. মিশরের সভ্যতা-সংস্কৃতি সর্ম্পকে সম্যক জ্ঞানার্জন এবং মিশরে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সাধন;

২. মিশরের শিল্প, প্রাকৃতিক সম্পদ, ঐতিহাসিক বিজ্ঞানসমূহের অধ্যয়ন ও অনুশীলন এবং

৩. বিভিন্ন সরকারী নীতি সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন সরকারের সাথে আলোচনা ও উপদেশ দান। এ সকল উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং প্রতিষ্ঠানকে আরো বাস্তবমুখী করার জন্য চারটি অনুষদ ও ৪৮ টি বিভাগে বিভক্ত করা হয়।[১৩]

ক. অংক শাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নিয়ে বিজ্ঞান অনুষদ। এর অধীনে ছিল বারটি বিভাগ।

খ. রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অনুষদ। এর অধীনে ছিল বারটি বিভাগ।

গ. ভাষা ও সাহিত্য অনুষদ। এ অনুষদের অধীনে ছিল বারটি বিভাগ।

ঘ. শিল্পকলা অনুষদ। এর অধীনে ছিল বারটি বিভাগ।

প্রতি তিনমাসে এই প্রতিষ্ঠানের গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ প্রকাশ করা ছিল এর বড় দায়িত্ব।

---

[১৩]. উমর আল-দাসূক্বী, ফী আদ্য-আদাব আল-হাদীস (মিশর: দায় আল-ফিকর, ১৯৭৩), ১ম খন্ড, ৮ম সংস্করণ, পৃ.২২।

Dhaka University Institutional Repository

০৪.

'আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁ প্রতিষ্ঠায় পাশ্চাত্য প্রাচ্যবিদদের ভূমিকা সর্বজন বিদিত। প্রাচ্যবিদগণ শুধু পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রাচ্যে স্থানান্তরে ব্যস্ত ছিলেন না; বরং 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নেও তাঁরা ব্যাপক অবদান রেখেছেন। খৃ.১০ম শতাব্দী থেকে পশ্চিমারা 'আরবী ভাষা ও সাহিত্য পঠন-পাঠনে ব্যাপৃত ছিল। মুসলিম স্পেনের বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ব্যাপক হারে পশ্চিমারা জ্ঞানার্জনের নিমিত্তে সেখানে জড়ো হতো। ঐ সময় ছিল 'আরবদের থেকে ইউরোপীয়দের উপকৃত হবার যুগ। অনুরূপ উপকৃত প্রাচ্যবিদদের অন্যতম হলেন-بابا سلفستروس (পোপ দ্বিতীয় সিলপ্সাতরূস খৃ. ৯৯৯-১০০৩)। খৃ. ১২শ শতাব্দীতে ইউরোপীয়দের মুসলিম স্পেনে আগমনে 'আরবী ভাষা-সাহিত্যের পঠন-পাঠন এবং অনুবাদ কর্ম কয়েকগুন বৃদ্ধি পায়। এসব কার্যক্রমে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন ইতালীর ক্রীমূনাহ শহরে জন্ম গ্রহণকারী প্রাচ্যবিদ "জীরার আল-ক্রীমূনী" (খৃ. ১১১৪-৮৭)। তিনি ইব্‌ন সিনাহ (হি. ৯৮০-১০৩৭), আল-রাযী (হি, ৮৬৫-৯২৫) এবং আল-ফারাবী (হি. ৮৭০-৯৫০) প্রমূখ দার্শনিকের প্রায় ৬০ টি গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।[১৪]

ক্রুসেড যুদ্ধসমূহের পরবর্তীকালে সরাসরি রোমের তত্ত্বাবধানে প্রাচ্যে ধর্ম-প্রচারক প্রেরিত হন। ফলে প্রাচ্যবিদগণ পুরোপুরি ধর্মীয় রঙ ধারণ করেন। যদ্দরুন বড় বড় পাদ্রীরা কলেজ ও বিদ্যালয়গুলোতে 'আরবী ভাষা পঠন-পাঠনের জন্য উৎসাহিত করতেন। পোপ أونوريوس (আওনূরিয়ূস) (খৃ. ১২৮৫-৮৭) প্যারিসে 'আরবী ভাষা শিক্ষাদানের জন্য একটি বিদ্যালয় খুলেন। বাইশতম পোপ ইউহান্না (খৃ.১৩১৬-৩৪) প্যারিসে তাঁর দূতকে সেখানকার কলেজে 'আরবী ভাষা শিক্ষাদানে যত্নবান হতে নির্দেশ দেন। এ ছাড়াও পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াস (খৃ. ১৫০৩-১৩) প্রথম 'আরবী পুস্তক মুদ্রণ করেন। খৃষ্টীয় ১৬'শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মহান বিশপ সন্ন্যাসীদেরকে রোমে 'আরবী ও হিব্রু বিদ্যালয় ও মুদ্রণালয় প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন। ফলে সেখানে "আল-মারূনিয়্যাহ বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠিত হয়।

---

[১৪]. আল-যু'স্মানী, উদবা" আল-'আরব, পৃ. ২৪০-১, যায়দান তারীখ, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

খৃষ্টীয় ১৭' শতাব্দীর সূচনালগ্নে প্রাচ্যবিশারদগণ উপকৃত স্তর থেকে জ্ঞান ও তথ্যের স্তরে উন্নীত হন। কিন্তু তারা ধর্মীয় আবেগ ও রাজনৈতিক কামনা হতে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেননি। এ স্তরের প্রাগ্রসর ইংরেজ প্রাচ্যবিদ হলেনঃ

(ক) অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভকারী আলেপ্পো ও সিরিয়ায় বসবাসকারী ''Pocock'' (খৃ.১৬০৪-৯১)। খৃ.১৬৬৩ সালে তিনি ইব্ন-আল-'ইবরী (খৃ.১২২৬-৮৬) কৃত "মুখতাসার আল দুওয়াল" গ্রন্থটি ল্যাটিন অনুবাদ সহ প্রকাশ করেন। এ ছাড়াও তিনি ইব্ন তুফায়ল (খৃ.১১০০-৮৫) প্রণীত হাইয়্য ব. ইয়াকযান নামক "রিসালাহ" এবং "সা'ঈদ ব. আল-বিতরীক্ব (খৃ.৮৭৭–৯৪০) এর "কিতাব নায্ম- আল জাওহার " এর অনুবাদ করেন।[১৫]

(খ.) ''D'' ''Herbelot'' ১৭শ শতকের ফরাসী প্রাচ্যবিদ। তিনি প্রাচ্যের শিক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ধর্ম-সমাজ ইত্যাদি সম্পর্কে ফরাসী ভাষায় বিশ্বকোষ সদৃশ "আল-মাকতাবাত আল-শারকিয়্যাহ" নামক ৬ খণ্ডে বিভক্ত একটি গ্রন্থ রচনা করেন।[১৬]

(গ) ''Reiske'' (খৃ. ১৭১৬-৭৪) জার্মান প্রাচ্যবিদ। অনেক 'আরবী গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ ও টীকা সহ প্রকাশ করেন। যেমন, হারীরীর "মাকামাত", তারাফাহ (মৃ. ৫৬৪)-এর মু'আল্লাকাহ"[১৭] ইত্যাদি[১৮]।

---

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২-২৪৬।

১৬. প্রাগুক্ত।

১৭. 'আরবী মু'আল্লাকাহ শব্দটি 'ইলক' ধাতু থেকে নির্গত । 'ইলক' অর্থ মূল্যবান বস্তু, প্রতিটি বস্তুতে যা সুন্দর তা; ক্রিয়াপদে-এর অর্থ টাঙ্গানো, ঝোলানো; রূপক অর্থে সেই দামী বস্তু যা পাওয়ার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা হয়। কেননা সেগুলো বিশিষ্ট স্থানে টাঙ্গানো আছে। এ কবিতাগুলো সকলের নিকট সমাদৃত এবং পবিত্র কা'বা গৃহে টাঙ্গানো হয়েছিল বলে এগুলোর নাম মু'আল্লাকা। কথিত আছে যে, এগুলোকে দামী মিশরীয় বস্ত্রে সোনালী অক্ষরে লিখে কা'বা ঘরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। (আ.ত.ম, আ.সা.ই. ৪৮)।

১৮. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

০৫.

আল-নাহদাহ'র কার্যকারণ ('আওয়ামিল আল-নাহাদহ):

পাশ্চাত্যের সাথে নিবিড় সম্পর্কের ফলে লেবানন, নেপোলিয়নের মিশর জয়, সর্বোপরি পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদগণ 'আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁর যে ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠা করেন, পরবর্তীকালে তারই বিকাশ ঘটে বিভিন্ন প্রক্রিয়া, পদ্ধতি ও বিবিধ কার্যকারণের মাধ্যমে। এ পর্যায়ে আমরা 'আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁর বাহ্যিক উপাদানগুলো আলোচনার প্রয়াস পাব।

০৫. ১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

যে কোন দেশের শিক্ষান্নোয়নে সেখানকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। 'আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁ প্রতিষ্ঠায় 'আরব বিশ্বের আনাচে-কানাচে গড়ে উঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অদ্যাবধি শিক্ষিত জাতি-গোষ্ঠী তৈরীতে অনবদ্য অবদান রেখে চলেছে।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, পাশ্চাত্যের সাথে একান্ত সম্পর্কের কারণে লেবাননে ইতোমধ্যেই রেনেসাঁর ভিত্তি রচিত হয়েছিল। নেপোলিয়নের নিকট-প্রাচ্য আক্রমণের পরবর্তী কালেও সেখানে দু'ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু ছিলঃ

(ক) বিদেশী বিদ্যালয় (মাদারিস আজনবিয়্যাহ) এবং

(খ) জাতীয় বা স্বদেশী বিদ্যালয় (মাদারিস ওয়াতানিয়্যাহ)।

বিদেশী বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে প্রাচীনতম হচ্ছে- 'আইন তুরাহ বিদ্যালয়। খৃ. ১৭৩৪ সালে লেবাননের পোপ বুতরুস মোবারক এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত বিদেশী স্কুল সমূহের মধ্যে রয়েছে খৃ. ১৮৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'অবীহ্ উচ্চ বিদ্যালয় এবং গাযীর বিদ্যালয়। খৃ. ১৮৬০ সালে বিদেশী বিদ্যালয়ের পরিধি বাড়তে থাকে। ফলে খৃ. ১৮৬৬ সালে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় বৈরুতে স্থাপিত হয়। প্রথমোক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান, চিকিৎসা, সাহিত্য, বানিজ্য এবং শেষোক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসা, আইন,

Dhaka University Institutional Repository

দর্শন, কালাম শাস্ত্র, প্রাচ্য সাহিত্য ইত্যাদি বিভাগ খোলা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বৈরুতে ও লেবাননে বালক-বালিকাদের জন্য প্রচুর বিদ্যালয় গড়ে ওঠে।[১৯]

লেবাননে জাতীয় বা স্বদেশী বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব প্রাচীন কাল হতে থাকলেও সেগুলো সু-বিন্যস্ত ছিলনা। এ জাতীয় বিদ্যালয়ের মধ্যে সুবিখ্যাত হলো "আইন ওয়ারাকাহ্" এটি মূলত মঠ ছিল। খৃ. ১৭৮৯ সালে ইউসুফ আষ্টিফ্যান একে বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করেন। রোমের বিদ্যালয়ের ন্যায় এখানে সুরইয়ানী, ইটালি, ল্যাটিন, 'আরবী ও 'আরবী ব্যাকরণ, ছন্দবিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, আইন, পৌরনীতি ইত্যাদি ভাষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠদান করা হত। খৃ. ১৮৬৩ সালে বুতরুস আল-মাদ্রাসাহ আল-ওয়াতানিয়্যাহ" (জাতীয় বিদ্যালয়) নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। পরবর্তীতে খৃ. ১৮৬৫ সালে রোমান ক্যাথলিকদের জন্য "আল-মাদ্রাসাহ আল-বিতরীরকিয়্যাহ", খৃ. ১৮৬৫ সালে মুতরান ইউসূফ এর "মাদ্রাসাহ আল-হিকমাহ", খৃ. ১৮৭৪ সালে আল-মাদ্রাসাহ আল-ইসরাঈলিয়্যাহ এবং খৃ. ১৯০৮ সালে "আল-কুল্লিয়্যাহ আল-'উসমানিয়্যাহ আল-ইসলামিয়্যাহ" প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লেবাননে ব্যাপকহারে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। গঠিত হয় শিক্ষামন্ত্রণালয়। ফলে লেবানন 'আরব বিশ্বের শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক থেকে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির দিকে এগিয়ে যায়।[২০]

খৃ. ৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত মিশরের "আল-আযহার"[২১] ছিল সর্ববৃহৎ মসজিদ। যেখানে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ছাত্ররা এসে উস্তাদদের নিকট থেকে ইসলামী বিধান, 'আরবী ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতো।

---

১৯. তু. আল-ফাখুরী, তারীখ, পৃ. ৯০৩-৯০৪ ; আল-বুস্তানী, উদবা' আল-আরব, পৃ.২৪৫-২৪৬।

২০. প্রাগুক্ত।

২১. জামি' আল-আয্হার: মিশরের ফাতেমী খিলাফত কালে ৩৬১-৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি প্রথমে একটি মসজিদ ছিল। শী'য়াদের ধর্মীয় বিষয় এখানে শিক্ষা দেয়া হত। সালাহ্ আল-দ্বীন ফাতেমীদের ওপর ৫৬৭-১১৬৯ সালে বিজয় লাভ করে সেখানে সুন্নী মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। আল-আয্হার পৃথিবীর ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলামী বিদ্যাপীঠ। কুর'আন, হাদিস, তাফসীর, তাওহীদ, ফিক্হ, আল-কালাম, উসূল আল-ফিক্হ, বালাগাত, মান্তিক, হিকমত, হায়্যাত, ইতিহাস, সরফ, নাহু, জ্যামিতি, গণিত, ইত্যাদি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেয়া হত। মুহাম্মদ 'আল পাশা ১৩৪৭-১৮২৮ সালে 'আযহার'কে আধুনিকিকরণের যে প্রচেষ্টা করেছিলেন তা সফল হয়নি। তবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মুসলিম মনীষীগণের অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার আন্দোলন সফল হয়। আহমদ হাসান আল-যায়্যাত,তারীখ আল-আদব আদাব আল-লুগাহ আল-

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ আলী (খৃ. ১৮০৫) মিশরের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠনের প্রেক্ষিতে বহু বিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন করেন। উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা সমাপনান্তে ছাত্ররা সৈনিকদের প্রশিক্ষণে সহায়তা প্রদান করবে। তাছাড়া, তিনি বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়, চিকিৎসা, প্রকৌশল, ভাষা ও কৃষি শিক্ষার জন্য উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

খৃ. ১৯৩৯ সালে কায়রোতে প্রতিষ্ঠিত এ ধরণের ষোলটি বিদ্যালয়ের নাম ও প্রতিষ্ঠাকাল নিম্নরূপ:

স্কুলের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল
১. সামরিক কুচকাওয়াজ স্কুল	১৮২৪ খৃষ্টাব্দ
২. যুদ্ধ প্রস্তুতি স্কুল	১৮২৫ ”
৩. চিকিৎসা বিষয়ক স্কুলও হাসপাতাল	১৮২৬ ”
৪. ফলিত রসায়ন স্কুল	১৮২৯ ”
৫. পদাতিক বাহিনী স্কুল	১৮৩১ ”
৬. ঘোড় সওয়ার বাহিনী স্কুল	১৮৩১ ”
৭. প্রতিবন্ধী স্কুল	১৮৩১ ”
৮. নৌবাহিনী স্কুল	১৮৩১ ”
৯. পশু চিকিৎসা স্কুল	১৮৩১ ”
১০.ভূমি সংস্কার বিষয়ক স্কুল	১৮৩৪ ”
১১.প্রকৌশল স্কুল	১৮৩৪ ”
১২.এগ্রিকালচারাল স্কুল	১৮৩৭ ”
১৩.মাতৃসদন স্কুল	১৮৩৭ ”
১৪.লোক প্রশাসন ও গণিত স্কুল	১৮৩৭ ”
১৫.ভাষা ও অনুবাদ স্কুল	১৮৩৭ ”
১৬.শিল্পকলা স্কুল	১৮৩৯ ”

আরাবিয়্যাহ, ৪র্থ খন্ড নূতন সংস্করণ, ভূমিকা, ড.শাওকী দায়ফ, (কায়রো: দায় আল-হিলাল, তা.নে.) পৃ.১৬-১৮; ইসলামী বিশ্বকোষ. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় খণ্ড, (১৩৯৪-১৯৮৬), পৃ.২৮১-২৮২।

Dhaka University Institutional Repository

শুরুতে এ সকল স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় ৯,০০০ (নয় হাজার)। অবৈতনিক শিক্ষাসহ ছাত্রদের বাসস্থান, আহার ও পোষাকের ব্যবস্থা করা হতো সরকারী অর্থে।[২২]

০৫.২ . অনুবাদ সাহিত্য (আল-তরজামাহ)

মিশরে ফরাসী আক্রমনের পর 'আরবদের পাশ্চাত্য জগতের সাথে নিবিড় যোগাযোগ ও সাংস্কৃতিক বিনিময় শুরু হয়। সিরিয়ায় আগত পশ্চিমা খৃষ্টান মিশনারীদের কল্যাণে, 'আরব বিশ্ব সর্বপ্রথম অনুবাদ সাহিত্যের সাথে ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করে। সূচনালগ্নে ফরাসীরা প্রশাসনিক প্রয়োজনে কিছু বুলেটিন প্রকাশ করত। মিশরীয়দের আনুগত্য আদায়ের মতলবে কেবল সেগুলোই আরবী ভাষায় আনুবাদ করা হত। মাঝে মাঝে সিরিয়ায় আগত খৃষ্টান মিশনারীরাও নিজেদের ধর্মীয় মতাদর্শ 'আরবী ভাষায় অনুবাদ করে প্রচার করত। মুহাম্মদ 'আলী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলোতে পাঠদানের জন্য যে সকল বিদেশী শিক্ষাবিদ এনেছিলেন তাঁদের অনেকেই ছিল 'আরবী ভাষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ফলে ছাত্র ও শিক্ষকদের অনুবাদক হিসেবে কাজ করার জন্য আর্মেনিয় ও সিরিয়া হ'তে দোভাষী আনা হত। তাঁরা নিজেদের পেশার প্রয়োজনে বিদেশী ভাষায় রচিত বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থবলী 'আরবী ভাষায় অনুবাদ করতেন। অবশ্য এ অনুবাদ কর্ম বিজ্ঞানের গণ্ডি অতিক্রম করে শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পর্যায়ে উপনীত হয়নি।

খেদীভ মুহাম্মদ 'আলী কর্তৃক "রিফা'আ-তাহ্‌তাভী" (খৃ. ১৮০০-৭৩)-এর নেতৃত্বে ইউরোপে প্রেরিত সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল শিল্প- সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অবদান রাখেন। খৃ. ১৮৩১ সালে প্রত্যাবর্তনের পর রিফা'আর পরামর্শে মুহাম্মদ 'আলী "মাদ্রাসাহ আল-আলসুন" নামক একটি ভাষা বিষয়ক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তার নেতৃত্বে এক হাজারেরও বেশী গ্রন্থ ইউরোপীয় ভাষা হতে 'আরবী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। ফ্রান্সের সংবিধান 'আরবীতে অনুদিত হয়। এছাড়া ও অনেক ফরাসী কবি-

[২২]. তু.যায়দান, তারীখ (৪র্থ খন্ড) পৃ. ১৭-২৫।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যিকের লেখাও 'আরবী 'ভাষায় অনুদিত হয়েছে বলে জানা যায়। এভাবে এযুগে অনুবাদের ক্ষেত্রে এক জাগরণ সৃষ্টি হয়।

ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তি 'আরব বিশ্বকে বিভক্ত করার পর সামরিক আগ্রাসনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আগ্রাসনও শুরু করে। তারা প্রভুত্ব বিস্তার ও স্থায়ী করার লক্ষ্যে নিজ নিজ ভাষা থেকে 'আরবী ভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থ অনুবাদ করতে থাকে। অনেক আরব দেশ পরাধীনতার শৃংখল-মুক্ত হবার পরও সেখানে এ ধারা অব্যাহত থাকে। পত্র পত্রিকা, সাময়িকী-ম্যাগাজিন এবং বেতার-টিভির যুগ শুরু হলে বিশ্বসংবাদ, ঘটনার সচিত্র বর্ণনা, সহজ-সরলভাষা এবং সুস্পষ্ট 'আরবী পদ্ধতি পাঠকবর্গের সামনে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে অনুবাদ সাহিত্য এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে।

'আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁ রচনায় অনুবাদ কর্মের যুগান্তকারী ভূমিকা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি সাহিত্যের আধুনিক ধারাগুলো বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদের মাধ্যমে ''আরবী সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করে। এ ছাড়াও নতুন নতুন শব্দ, বাক্য এবং সম্পূর্ণ অভিনব রচনা পদ্ধতি অনুবাদের মাধ্যমে 'আরবী সাহিত্য আত্মিকরণ করে।[২৩]

০৫.৩. বিদেশে প্রেরিত শিক্ষামিশন

খেদীভ মুহাম্মদ 'আলী মিশরের শাসন ক্ষমতায় এসে জামি' 'আল-আযহার'-এর বিশিষ্ট শিক্ষকদেরকে নির্বাচন করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পাশ্চাত্যের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা এবং উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্যে প্রেরণ করেন।

অতঃপর খৃ. ১৮৩২ সালে একটি মেডিক্যাল মিশন উচ্চতর ডিগ্রী গ্রহণের জন্য বিদেশে পাঠান। খৃ. ১৮৪৪ সালে আরো একটি মিশন বিদেশে প্রেরিত হয়। যাদের মধ্যে পাঁচ জন ছিলেন খেদীভ পরিবার ভূক্ত। স্বয়ং খেদীভ ইসমা'ঈল সে

---

[২৩]. তু. আহমদ আল-ইস্কান্দরী (সম্পা), আল-মুফাস্সাল ফী তারীখ আল-আদব আল-'আরব (বৈরুত: দারু ইয়াহইয়া-আল-উলূম, ১৯৯৪) পৃ. ৫২১-৫২৩।

Dhaka University Institutional Repository

দলে ছিলেন। এভাবে মুহাম্মদ 'আলীর'আমলে এগারটি মিশন ইউরোপে পাঠানো হয়, উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের নিমিত্তে। শিক্ষা সমাপনান্তে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁদের অনেককে এসব আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। সেনাবাহিনীর অফিসার, প্রকৌশলী, ডাক্তার ও অন্যান্য যে পেশার লোকের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হতো, তাদেরকে এসব প্রতিষ্ঠান থেকেই সরবরাহ করা হতো। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে দক্ষ শিক্ষক এনে উক্ত বিদ্যালয়গুলোর বিভিন্ন শাখায় যেমন নিয়োগ করা হতো, তেমনিভাবে এখান থেকে শিক্ষা সমাপনের পর বহু ছাত্রকে বিশেষ প্রশিক্ষণ ও উচ্চতর গবেষণার জন্য ইউরোপে পাঠানো হতো। অতঃপর খেদিভ ইসমা'ঈলের শাসনামলেও এ বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে।[২৪]

৫.৪. পশ্চিমা প্রাচ্যবিদ

'আরবী ভাষা, সাহিত্যসহ সামগ্রিক প্রাচ্যবিদ্যায় পশ্চিমা প্রাচ্যবিদগণ নিরন্তর অবদান রেখেছেন। আমরা নিম্নে প্রাচ্যবিদ্যায় বিশেষতঃ 'আরবী ভাষা-সাহিত্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছেন, এমন কতিপয় প্রাচ্যবিদের নাম উল্লেখ করছিঃ

ফরাসী বিখ্যাত প্রাচ্যবিদদের মধ্যে রয়েছেঃ Sylvestre de sacy (মৃ. ১৮৩৮), De slane (মৃ.১৮৭৯), L. Massignon, L. Provencal প্রমূখ। জার্মান প্রাচ্যবিদদের মধ্যে Freytag (মৃ. ১৮৬১), G. Flugel. (মৃ.১৮৭০), Von kremer (মৃ.১৮৮৯), Theodor Noeldeke (মৃ.১৯৩১), G. Brockelemann প্রমূখ উল্লেখযোগ্য।এছাড়াও হল্যান্ডের প্রাচ্যবিদদের মধ্যে Dozy (মৃ.১৮৮৩), De goje (মৃ.১৯০৯)-এর নাম প্রণিধানযোগ্য। ইংরেজদের মধ্যে রয়েছে- D.S Margoleouth (মৃ.১৯৩০),

[২৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৫; উমর আল-দাসূকী, ফী-আল-আদব-আল-হাদীস, পৃ. ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

R. Nicholson (মৃ.১৯৪৫), হ্যাঙ্গেরীর প্রাচ্যবিদদের মধ্যে J. Goldziher (মৃ.১৯২১) এবং ইতালিয়ানদের মধ্যে Lg. Guidi-এর নাম স্মরণযোগ্য।[২৫]

০৫.৫. মুদ্রণযন্ত্র / ছাপাখানা

আরবদের প্রতিষ্ঠিত প্রাচীনতম ছাপাখানা হচ্ছে "মাতবা'আতু কবহিয়া"। খৃ. ১৬১০ সালে লেবাননে প্রতিষ্ঠিত। সেখানে 'আরবী গ্রন্থাবলী সুরইয়ানী হরফে মুদ্রিত হত। অবশ্য 'আরবী হরফ সমৃদ্ধ প্রাচীনতম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় সিরিয়ায়। আলেপ্পোতে 'আরবী মুদ্রণযন্ত্র প্রকাশ পায় খৃ.১৬৯৮ সালে। লেবাননে মুদ্রণযন্ত্র সর্বপ্রথম (খৃ. ১৬১০) প্রতিষ্ঠিত হলেও 'আরবী হরফ সমৃদ্ধ ছাপাখানা "মাতবা'আ মারইউহান্না" প্রতিষ্ঠিত হয় খৃ. ১৭৩২ সালে। খৃ. ১৭৫৩ সালে বৈরূতে চালু হয়"মাতবা'আ আল-কদ্দীস"নামক ছাপাখানা। খৃ. ১৮৩৪ সালে বৈরুতে আমেরিকান মুদ্রণালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 'আরবী ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে লেবাননে প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানাগুলোর মধ্যে রয়েছে : খৃ ১৮৪৮ সালে " ক্যাথলিক মুদ্রণালয়" , খৃ. ১৮৬৩ সালে দাউদ পাশা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "লেবানন মুদ্রণালয়" খৃ. ১৮৬৮ সালে বুতরুস আল-বুস্তানী ও খলীল সার্কিস (খৃ. ১৮৪২-১৯১৫) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "আল –মা'আরিফ মুদ্রণালয়" এবং খৃ. ১৮৭৪ সালে "সাহিত্যিক মুদ্রণালয়"।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ফরাসী আগ্রাসী বাহিনীর সাথে নিয়ে আসা একটি আধুনিক মুদ্রণযন্ত্রের মাধ্যমে মিশর প্রথমবারের মত ছাপাখানার সাথে পরিচিত হয়। নেপোলিয়নের কিছু প্রশাসনিক ফরমান এবং 'আরবী, ফার্সী ও তুর্কী বর্ণমালার একখানা বইও এখান থেকে মুদ্রণ করে প্রকাশ করা হয়। ফরাসীদের মিশর ত্যাগের সাথে সাথে এ ছাপাখানার কর্মতৎপরতাও কিছুকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। খেদীভ মুহাম্মদ 'আলী ক্ষমতাসীন হয়ে ছাপাখানার গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করতঃ একটি সুবিশাল প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। এটিই বর্তমানে "মাকতাবা' বূলাক্ব "আল-মাকতাবা' আল-আহলিয়্যাহ," "আল-মাকতাবা' আল-

---

[২৫] . তু. আল-ফাখুরী, তারীখ, পৃ. ৯২০-৯২১; ড. মুহাম্মদ ব. সা'দ ব. হুসাইন, আল-আদব-আল-'আরাবী, পৃ. ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

আমীরিয়্যাহ" ইত্যাদি নামে পরিচিত। মুহাম্মদ 'আলী তাঁর শিক্ষা আন্দোলনকে ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে সমরবিদ্যা, চিকিৎসা, অংকশাস্ত্র ও প্রকৃতি-বিজ্ঞান-এর যে সকল গ্রন্থের প্রয়োজন অনুভব করেন, তার এক বিরাট অংশ এ প্রেস থেকেই ছাপা হত। পরবর্তীতে এর গণ্ডি আরো সম্প্রসারিত করে সাহিত্য, কবিতা, তাফসীর, হাদীস, তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অসংখ্য গ্রন্থ এখান থেকে প্রকাশিত হয়। অদ্যাবধি যাবতীয় রাষ্ট্রীয় প্রকাশনার কাজ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সেবার দায়িত্ব এ ছাপাখানাটি যথাযথ ভাবে পালন করে চলেছে।

খেদীভ ইসমা'ঈলের 'আমলে সংবাদপত্র প্রকাশের স্বার্থে ছাপাখানার ব্যাপক প্রসার ঘটে। এ সময়ে রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারী পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য ছাপাখানার মধ্যে "আল-মাতবা'আ আল- ক্বীব্‌তিয়্যাহ" (খৃ.১৮৬০), "মাতবা'আ ওয়াদী আল-নীল" (খৃ. ১৮৬৬) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বিংশ শতাব্দীতে বিশেষতঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (খৃ.১৯১৪-১৮) পর সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশের স্বার্থে সমগ্র 'আরববিশ্বে মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়ে যায়।

মুদণযন্ত্রের কল্যাণে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যের বহু প্রাচীন ও মূলগ্রন্থ ছেপে প্রকাশ করা হয়। প্রাচীন ও আধুনিক কবিতার বহু কাব্য সংকলন এবং কবিদের জীবনী মুদ্রিত হয়। ফলে এ যুগের কবিরা খুব সহজেই বিভিন্ন যুগের কবিদের কবিতা পাঠ করতে সক্ষম হন। এবং তাঁদের অনুকরণ ও ক্ষেত্র-বিশেষে নতুনত্ব সৃষ্টি তাদের পক্ষে সহজ হয়। এ ভাবে 'আরবী সাহিত্যের উন্নতি ও রেনেসাঁ সৃষ্টিতে মুদ্রণযন্ত্র বিশেষ অবদান রেখেছে।[২৬]

০৫.৬. সংবাদ পত্র

'আরবী সাহিত্যে পূর্ণজাগরণ সৃষ্টিতে সংবাদপত্র বা সাংবাদিকতার ভূমিকা অনন্য।আরবী ভাষায় সাংবাদিকতার সূচনা হয় খৃ. ১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ন

---

[২৬]. রিফা'আত আল-তাহতাভী : হযরত হুসাইন (রাঃ) বংশধর। ১৮০১ সালে মিশরে জন্মগ্রহণ করেন। জামে আল-আযহারে ভাষা, ফিক্‌হ ও আল-হা'দীসের উপর অধ্যয়ন শেষে ফ্রান্সে গমন করেন। সেখানে ইতিহাস ও ভূগোল শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেন। দেশে ফিরে এসে মুহাম্মদ আলী কতৃক অনুবাদকেন্দ্রের প্রধান পদে নিযুক্ত হয়ে প্রচুর বিজ্ঞান ও সমরাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ অনুবাদ করেন। ১৮৭৩ সালে মৃত্যু বরণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

বোনাপার্টীর মিশর আক্রমনের পর। ইতোপূর্বে মিশরবাসী তথা সমগ্র 'আরব বিশ্ব সাংবাদিকতা সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

ফরাসী আক্রমনের উত্তর কালে ফরাসীগণ কর্তৃক মিশরে ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত দু'টি পত্রিকার মাধ্যমে 'আরব বিশ্ব সাংবাদিকতার সাথে পরিচিত লাভ করলেও পত্রিকা দুটি 'আরব জনগণের উপর কাংখিত প্রভাব বিস্তার করতে ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে খেদীভ মুহাম্মদ 'আলী ক্ষমতাসীন হয়ে "জার্নাল আল-খিদয়ূভী" নামে 'আরবী পত্রিকা প্রকাশ করেন; যা খৃ. ১৮২৮ সালে শেখ 'আত্তার ও শেখ শিহাব আল-দীন এর সম্পাদনায় "আল-ওয়াকায়ি' আল-মিশরিয়্যাহ" নামে সরকারী পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়। প্রথমে পত্রিকাটি তুর্কী ও আরবী ভাষায় প্রকাশিত হতো। পরে "রিফা'আ' আল-তাহতাভী" এর সম্পাদক নিযুক্ত হলে পত্রিকাটি শুধু 'আরবী ভাষায় প্রকাশিত হতে থাকে। এতে সরকারী বিধি-নিষেধ, সরকারী সংবাদ ও ঘটনাবলী প্রকাশের প্রতি গুরুত্বারোপের পাশাপাশি সমাজ, শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক আলোচনাও স্থান পেতে থাকে। প্রায় সিকি শতাব্দী পর্যন্ত 'আরব বিশ্বে এটি ছাড়া আর কোন সংবাদ পত্রের অস্তিত্ব ছিল না। খৃ. ১৮৪৭ সালে ফরাসীরা আলজিরিয়ায় "আল-মুবাশ্‌শির" নামে 'আরবী-তুর্কী ভাষায় একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করে। খৃ. ১৮৫৫ সালে রিযকুল্লাহ হুসাইন আল-হালবী (খৃ. ১৮২৫-৮০) "মিরআত আল আহওয়াল" নামে অর্ধ সাপ্তাহিক একটি রাজনৈতিক পত্রিকা বের করেন। এ পত্রিকাটিতে রুশ-তুর্কি যুদ্ধের খবরাখবর প্রকাশ করা হতো। খৃ. ১৮৫৮ সালে খলীল আল-খুরী (খৃ. ১৮৩৬-১৯০৭)-এর সম্পাদনায় বৈরুতে "হাদীকাতু আল-আখবার" (পূর্ববর্তী নাম ছিল আল-ফজর আল-মুনীর) প্রকাশিত হয়। খৃ. ১৮৫৮ সালে উসমানিয়া সাম্রাজ্যের বাইরে দু'টো 'আরবী পত্রিক' বের হয়। একটির নাম 'আতারিদ' অপরটি লেবাননের অধিবাসী রুশয়দ দাহদাহ্ (খৃ. ১৮১৩-৮৯) সম্পাদিত প্যারিসে প্রকাশিত "বারজিসু বারীস"। খৃ. ১৮৬০ সালে আহমদ ফারিস আল-সিদইয়াক্ব (খৃ. ১৮০৪-৮৮) ইস্তাম্বুলে প্রকাশ করেন বিখ্যাত সাপ্তাহিক রাজনৈতিক পত্রিকা "আল-জাওয়ায়িব"। খৃ.-১৮৬০ সালে বুতরুস আল-বুস্তানী সম্পাদিত "নফীরু সূরীয়া" প্রকাশিত হয়। খৃ. ১৮৬১ সালে তিউনিসিয়ার সরকারী সংবাদপত্র হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

"আল-রায়িদ আল-তিউনিসী" প্রকাশিত হয়। অত:পর খৃ. ১৮৬৫ সালে দামিশকে "সূরিয়া" , খৃ. ১৮৬৭ সালে আলেপ্পোতে "আল-ফুরাত" , লেবাননে "লিবনান" এবং খৃ ১৮৬৮ সালে বাগদাদে মাদহাত পাশা (খৃ. ১৮২২-৮৪) কর্তৃক "আল-যাওরা" প্রকাশিত হয়।

মিশরে "আল-ওয়াকায়ি' আল-মিসরিয়্যাহ" এর দীর্ঘদিন পর খেদীভ ইসমা'ঈলের শাসনামলে খৃ. ১৮৬৫ সালে ইবরাহীম আল-দাসূকী (খৃ. ১৭৮৯-১৮৪৮) এর সম্পাদনায় মাসিক চিকিৎসা সাময়িকী "আল-ইয়া'সূব'প্রকাশিত হয়। খৃ. ১৮৬৬ সালে আবু আল-সা'উদ আল-মিশরী "ওয়াদী আল-নীল" নামে অর্ধ-সাপ্তাহিক একটি বেসরকারী রাজনৈতিক পত্রিকা বের করেন। এতে রাজনীতি, সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা থাকত। অতঃপর খৃ. ১৮৬৯ সালে ইবরাহীম আল-মুআইলিহী (খৃ. ১৮৪৬-১৯০৬) ও মুহাম্মদ উসমান জালাল (খৃ. ১৮২৮-৯৮) এর সম্পাদনায় কায়রোতে "নুযহাত আল-আফকার" প্রকাশিত হয়। এর প্রতিটি সংখ্যায় পাঠকবর্গের কঠোর সমালোচনা সন্নিবেশিত হতো। ফলে দু'সংখ্যা প্রকাশের পরই খেদীভ ইসমা'ঈল এর নির্দেশে তা বন্ধ হয়ে যায়। খৃ. ১৮৭০ সালে "রাওদাত আল-মাদারিস" নামক একটি গবেষণা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে বিদ্বান ব্যক্তিদের প্রবন্ধ ছাপা হতো এবং পরিভাষার গঠন প্রণালীর উপর আলোকপাত করা হত। 'আলী মুবারক (খৃ. ১৮২৩-৯৩), রিফা'আত আল-তাহতাবী, 'আবদ আল্লাহ পাশা ফিকরী (খৃ. ১৮৩৪-৯০)-এর ন্যায় বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ ছিলেন এর নিয়মিত লেখক। খৃ. ১৮৭৭ সালে মিখাঈল আফিন্দী 'আবদ আল-সায়্যিদ "আল-ওয়াতন" পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ ছাড়াও ১৮৯৫ সালে " মিশর" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

দেশের জনগণ এমন একটি সংবাদ পত্রের প্রকাশনা কামনা করছিল যার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের মুখোশ উন্মোচনের পাশাপাশি জাতীয় আশা আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয়। বলতে গেলে এ আবেদনের ফলশ্রুতিতেই 'আলী ইউসুফ (খৃ. ১৮৬৩-১৯১৩) ও শেখ আহমদ মাদী'র সম্পাদনায় "আল-মুয়াইয়িদ" প্রকাশিত হয় খৃ. ১৮৮৯ সালে। এটি ছিল সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি ও জাতীয়তাবাদী চেতনার

Dhaka University Institutional Repository

এক বিশাল প্লাটফরম। এর লেখকদের মধ্যে মুহাম্মদ 'আবদুহু (খৃ. ১৮৪৯-১৯০৫), সা'দ যগলুল (খৃ. ১৮৫৭/৬০-১৯২৭), কাশিম আমীন (খৃ. ১৮৬৫-১৯০৮), মুস্তফা কামিল (খৃ. ১৮৭৪-১৯০৮), প্রমূখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। খৃ. ১৯০০ সালে মুস্তফা কামীল "আল-লিওয়া" প্রকাশ করেন। মিশর জাতীয়তাবাদী দলের মুখপত্র হিসেবে। এটাই হচ্ছে একটি প্রথম দলীয় পত্রিকা যাতে থাকতো জাতীয় স্বাধীনতার অগ্নিময় আহবান ও ঔপনিবেশিক শক্তির উচ্ছেদ সাধনের জোরালো বক্তব্য। জাতীয়তাবাদী দলের (আল হিযব আল-ওয়াতনী) অনুসরণে অন্যান্য রাজনৈতিক দলও নিজ নিজ দলীয় মুখপত্র হিসেবে পত্রিকা প্রকাশ করে। যেমন, সংবিধানপন্থি মুক্তদল (হিযব আল-আহ্‌রার আল-দস্তুরিয়্যীন)"আল-সিয়াসাহ" এবং প্রতিনিধি দল (হিযব আল-ওয়াফদ) "আল-বালাগ" পত্রিকা প্রকাশ করে।

উপর্যুক্ত পত্র-পত্রিকার পাশাপাশি রাজনীতি ও সাহিত্য বিষয়ক বহু সাময়িকী প্রকাশ পায়। খৃ. ১৮৭০ সালে বুতরুস আল-বুস্তানী সম্পাদিত পাক্ষিক "আল-জিনান" খৃ. ১৮৭৬ সালে বৈরুতে ইয়া'কূব সর্রূফ ও ফারিস নমর সম্পাদিত "আল-মুকতাতাফ" খৃ. ১৮৭৭ সালে বৈরুতে "আল-তাবীব" প্রকাশিত হয়। কায়রোয় খৃ. ১৮৯২ সালে জুরযী যায়দান (খৃ. ১৮৬১-১৯১৪)-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত "আল-হিলাল" একটি শীর্ষস্থানীয় সাময়িকী হিসেবে বিবেচিত হয়।[২৭]

০৫.৭ পাঠাগার

'আরবী সাহিত্যের আধুনিক রেনেসাঁর পাঠাগারের অবদান অনস্বীকার্য। 'আরবরা পূর্বকাল থেকেই পাঠাগারের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে এবং তা প্রতিষ্ঠা করেছে। যা ছিল সর্বদাই 'আরবী সাহিত্যের উপর কার্যকরী প্রভাব বিস্তারকারী। 'আব্বাসীয় খিলাফতের (খৃ. ৭৫০-১২৫৮) প্রথম থেকেই খলীফারা পাঠাগারের সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা চালিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে প্রাচীন নগরী বাগদাদ ও বসরা অন্যান্য আরব শহরের চেয়ে অগ্রগামী। অবশ্য আধুনিক পাঠাগারের সাথে প্রাচীন ঐ সকল পাঠাগারের তুলনা করলে সেগুলোকে বড়জোর গ্রন্থ সংরক্ষণাগার বলা যেতে পারে। পরবর্তী কালে 'আব্বাসীয়দের পতনকালে হালাকু খান-এর নেতৃত্ব

---

[২৭]. তু. যায়দান তারীখ ,(৪র্থ খন্ড), পৃ. ৪৮-৬১;আল-ফাখূরী, তারীখ, পৃ. ৯০৯-৯১৪; ড. শাওকী দায়ফ,তারীখ, পৃ. ৩০-৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

তাতারীদের হামলা, অগ্নিসংযোগ ও নদীতে নিক্ষেপ করে গ্রন্থাগারগুলোর ধ্বংস সাধন করে। এসব দু:খজনক ঘটনাবলির নীরব সাক্ষী হয়ে আছে ইতিহাস। এ ছাড়াও মিশরের মসজিদগুলোর সংরক্ষণাগারে সংরক্ষিত ছিল পবিত্র আল-কুরআনের অসংখ্য কপি এবং ফিক্‌হ, হাদীস, তাফসীর, ইতিহাস, সাহিত্য ও অতীতের অসংখ্য সুন্দর সুন্দর মূল্যবান পাণ্ডুলিপি। মসজিদ কর্তৃপক্ষই এ সব সম্পদের সংরক্ষক ছিল। আরব বিশ্বে মুদ্রণযন্ত্রের প্রচলন হবার পর তাঁরা সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসে এবং খুবই দ্রুত এগুলো সারা 'আরব-বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

উনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয় তার মধ্যে "দার আল-কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ " সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। সুলতান 'আবদ আল-'আযীয (খৃ. ১৮৩০-৭৬) মিশর সফরের সময় একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন। খৃ. ১৮৭০ সালে ইসমা'ঈল পাশা তৎকালীন শিক্ষা সচিব 'আলী মুবারক (খৃ. ১৮২৪-৯৩)-এর সহযোগিতায় উক্ত পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন। এ পাঠাগারে অতীতের অসংখ্য পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। এ ছাড়াও আরও অনেক বিখ্যাত পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। খৃ. ১৮৭৮ সালে মূল্যবান পাণ্ডুলিপি সমৃদ্ধ "আল-মাকতাবা' আল-যাহিরিয়্যাহ" প্রতিষ্ঠিত হয়। মুহাম্মদ 'আলীর সময়কালে "আল-মাকতাবা' আল-খেদীভিয়্যাহ এবং খৃ.১৮৭৯ সালে "আল-মাকতাবা' আল-আয্‌হারিয়্যাহ" প্রতিষ্ঠিত হয়। খৃ. ১৮৮০ সালে "আল-মাকতাবাত আল-শারক্বিয়্যাহ" বৈরুতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়াও ইস্তাম্বুলে প্রতিষ্ঠিত প্রায় পঞ্চাশটি বিখ্যাত পাঠাগারের তালিকা জুরযী যায়দান তাঁর তারীখের (৪র্থ খন্ড) ৯৭-৯৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। জনগণের মধ্যে শিক্ষা সংস্কৃতির প্রসার ও তাদের পাঠাগার গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সরকারী উদ্যোগে প্রতিটি রাজধানী শহর, গ্রাম ও গোত্রে গণ-পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[২৮]

---

[২৮] . তু. যায়দান তারীখ, পৃ. ৯১-১৩১; আল-ফাখূরী, তারীখ, পৃ. ৯১৫-১৬।

Dhaka University Institutional Repository

০৬.৮ শিক্ষা ও সাহিত্য সংঘঃ

'আরবী সাহিত্যে পূর্ণজাগরণ ও রেনেসাঁ রচনায় শিক্ষা ও সাহিত্য সংগঠন-এর গৌরবোজ্জল ভূমিকা রয়েছে। আমরা এ পর্যায়ে ঐ সকল সঙ্ঘ বলতে বুঝছি- 'আরব বিশ্বের পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ ও সহিত্যিকদের সাহিত্যের প্রসার, তাঁদের মতাদর্শ ও চিন্তাধারার প্রচার এবং তাঁদের ভক্ত-অনুরক্তদের গণ্ডি সম্প্রসাণের উদ্দেশ্যে যেসব প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ফরাসী আক্রমণের পূর্ব হ'তে বিশেষতঃ নেপোলিয়নের আক্রমণের পর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যে যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল, এসব সংগঠন প্রকৃতার্থে তারই সুফল বলা চলে। এ ধরনের সংস্থা-সংগঠন গড়ে তোলা, পরিচালনা ও কর্মতৎপরতার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য প্রাচ্যের চেয়ে অধিক অগ্রগামী।

'আরব বিশ্বের মধ্যে সিরিয়া ছিল এ ধরনের সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ। কেননা ইউরোপীয় খৃষ্টান মিশনারীরা 'আরব বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের পূর্বেই সিরিয়ায় তাদের কার্যক্রম শুরু করেছিল। ফলে খৃ.১৮৪৭ সালে কতিপয় আমেরিকান মিশনারীর প্রচেষ্টায় বৈরুতে গড়ে উঠে"আল-জাম'ইয়্যাহ আল-সূরিয়্যাহ"। তখনও সিরিয়ায় বড় ধরনের কোন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত বা কোন পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। কয়েক বছর যেতে না যেতেই তৎকালীন সিরিয়ার বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণী কবি সাহিত্যিক ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ও সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। এরপর খৃ.১৮৬৮ সালে সরকারী স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয় "আল-জাম'ইয়্যাহ আল-'ইলমিয়্যাহ আল-সূরিয়্যাহ"। খৃ. ১৮৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটেনস্থ খৃষ্টান যুব-ঐক্যের শাখা হিসেবে "জাম'ইয়্যাহ শামস আল-বার" এবং খৃ.১৮৭৩ সালে "জাম'ইয়্যাত যাহরাত আল-আদাব" প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে খৃ.১৮৮০ সালে জাম'ইয়্যাত আল-মাকাসিদ আল-খায়রিয়্যাহ", "জাম'ইয়্যাত যাহরাত আল 'ইহসান", খৃ. ১৮৮২ সালে 'আল-মাজমা' 'আল-'ইলমী আল-শারক্বী", "জাম ইয়্যাত আল-সানা'আহ" ইত্যাদি সংগঠন গড়ে উঠে। মিশরে সংগঠন প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয় ফরাসী আগ্রাসনের সময় থেকে। শিক্ষার প্রসার, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহ এবং ধর্ম ও নৈতিকতা সম্পর্কে অধ্যয়নের

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দেশ্যে নেপোলিয়ন একটি ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। এর একটি ত্রৈমাসিক মুখপত্র ছিল এবং এর সদস্যরা তাদের গবেষণার সারকথা চার খন্ডে ছাপিয়ে প্রকাশ করেন। মিশরে মুহাম্মদ 'আলীর শাসনামলে একদল শিক্ষিত ব্যক্তির উদ্যোগ খৃ. ১৮৫৯ সালে আলেকজান্দ্রিয়ায় "মজলিস আল-মা'আরিফ আল-মিসরী" নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান এ সংগঠনের গবেষণার বিষয় বস্তু হলেও এর স্বীকৃত ভাষা ছিল ফরাসী। এর সদস্যরা ছিলেন' আরব ও ইউরোপের বিখ্যাত পণ্ডিৎবর্গ। গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত মিশরে কোন নির্ভেজাল 'আরবী সংগঠন গড়ে উঠেনি। ইসমা'ঈল পাশা মিশরে ক্ষমতাসীন হলে বিদেশের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি পায় এবং আধুনিক ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে মিশরের সংযোগ সাধিত হয়। এ সময়ে মিশরে একাধিক শিক্ষা ও সাহিত্য সংগঠন গড়ে উঠে। যথা, খৃ. ১৮৭১ সালে "জাম'ইয়্যাত আল-আদাব", খৃ. ১৮৭৭ সালে "জাম"ইয়্যাত আল-শারক্বিয়্যাহ", খৃ. ১৮৬৮ সালে "জাম'ইয়্যাত আল-মা'আরিফ", খৃ. ১৮৮৬ সালে"জাম'ইয়্যাত আল-ই'তিদাল " ইত্যাদি সংগঠন গড়ে উঠে। এসব সংগঠন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সেবা প্রসারের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছে।

এসব শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ক সংগঠনের পাশাপাশি মিশরে বহু রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক ক্লাব গড়ে উঠে। যেমন, খৃ. ১৮৯৮ সালে সিরীয় সাহিত্যিকদের প্রচেষ্টায় "আল-নাদী আল-শারক্বী", খৃ. ১৯০৫ সালে কিবতী সাহিত্যিকদের প্রচেষ্টায় "নাদী রা'মীস" খৃ. ১৯০৬ সালে উচ্চ শিক্ষিতদের বাগ্মীতা, বিশেষতঃ ইতিহাস ও সাহিত্য চর্চার উদ্দেশ্যে "নাদী আল-মাদারিস আল-'উলয়া", খৃ. ১৯০৭ সালে "নাদী দার আল-উলুম", খৃ. ১৯০৯ সালে "নাদী মুওয়াযযাফী আল-হুকুমাত বি আল-ইস্কান্দারিয়্যাহ" ইত্যাদি সংগঠন গড়ে উঠে। শেষোক্ত ক্লাবটি জনগনের মাঝে জ্ঞানের প্রসার এবং শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ক সংগঠনের মত। এখানে বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ইতিহাসের বিভিন্ন শাখার ওপর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দেয়া হতো। বিভিন্ন ধরনের নাটক মঞ্চস্থ হতো।[২৯]

---

[২৯] . ত্ব. যায়দান, তারীখ (৪র্থ খন্ড), পৃ. ৬৪-৯০।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : দুই

আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ-এর জীবনকথা ও সাহিত্য কর্ম

০১.

আজীবন সাহিত্য সাধনায় নিমগ্ন চিরকুমার আল-আক্কাদ এক বিস্ময়কর প্রতিভা। আধুনিক আরবী সাহিত্য-জগতে তাকে "আল-আবক্বরী–অনন্য প্রতিভাবান ব্যক্তি", "ইমলাক আল-আদব আল-'আরবী–'আরবী সাহিত্যের দেত্য, অসুর, অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি", ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করা হয়। নিম্নে আমরা তার জীবন ও কর্ম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করব।

০২.

ঔপনিবেশিক মিশরের প্রথম পর্যায়ে (খৃ.১৮৮২-১৯১৪) 'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ[৩০] ২৮ জুন শুক্রবার, খৃ. ১৮৮৯ সালে[৩১] মিশরের 'আসওয়ান' নগরীর এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।[৩২] তাঁর পিতা মাহমুদ ব. ইব্রাহীম ব.

---

৩০. আল-'আক্কাদ ঃ এর শব্দমূল 'আকদ' (عقد) অর্থ গিঁঠ দেয়া, আল-'আক্কাদ অর্থ, বেশি বেশি গিঁঠ দেয় এমন ব্যক্তি। তার বাবার দাদা ছিলেন 'দিময়াত' অঞ্চলের বাসিন্দা। তিনি রেশম শিল্পে কাজ করতেন। পরবর্তীকালে লোকে তাকে এ উপাধিতে অভিহিত করতে থাকে। সে থেকে তার নামের পাশে এটা উপাধি হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। 'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ, আনা (কায়রোঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৮২), পৃষ্ঠা-২৯।

৩১. জন্ম রেকর্ড অনুযায়ী আল-'আক্কাদের জন্ম তারিখ ১ জুলাই, খৃ.১৮৮৯ সাল। অবশ্য এ বিতর্কের অবসান ঘটিয়েছেন স্বয়ং আল-'আক্কাদ এই বলে যে, তাঁর জন্ম ২৮ জুন, খৃ. ১৮৮৯ সালে ঠিকই, তবে রেজিষ্ট্রেশন হয়েছে ১ জুলাই, খৃ.১৮৮৯ সালে। আহমদ 'আবদ্ আল-গফুর 'আত্তার, আল-আক্কাদ (জিদ্দাহঃ প্রথম সংস্করণ, খৃ. ১৯৮৫), পৃষ্ঠা-৮৩; ফাতহী রেদওয়ান, 'আসরুন ওয়া রিজাল, পৃষ্ঠা-২০০; 'আমির আল-'আক্কাদ, লামহাত, পৃষ্ঠা-৩৪। ইউসুফ খোকন, আ'লাম, পৃষ্ঠা-২৯৪; ড. শাওকী দায়ফ, মা'আল 'আক্কাদ (কায়রোঃ দার আল-মা'আরিফ, খৃ. ১৯৮৮), পঞ্চম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১১।

৩২. ড. শাওকী দায়ফ, তারিখ, পৃষ্ঠা-১৩৬; তাহির আল-জাবলাভী, যিক্‌রিয়াতী মা'আ 'আব্বাস আল-'আক্কাদ (কায়রোঃ আল-মাতবা'আতু আল-নমূযজিয়্যাহ, তা. নে), পৃষ্ঠা-১৭।

Dhaka University Institutional Repository

মুস্তফা আল-'আক্কাদ অত্যন্ত দীনদার ও ধর্মভীরু ব্যক্তি ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি আসওয়ানের সংরক্ষণ বিভাগের সচিব (আমীন আল-মাহফূ'যাত) পদে নিয়োজিত ছিলেন। পরবর্তী কালে মুদ্রা ব্যবসায়ের সাথে জড়িত ছিলেন বলেও জানা যায়।[৩৩] কর্মজীবনে তার বিশ্বস্ততা ছিল প্রশ্নাতীত। আসওয়ান প্রদেশের সংরক্ষণ বিভাগের সচিব থাকা কালে তার পরিদফতরে বাড়ী ও বিভিন্ন প্রকার ভূমির দলীল-পত্রাদী নথিভুক্ত ছাড়াই সামান্য কাঠের আলমারিতে রক্ষিত থাকলেও বরাবরই অক্ষত থাকত। এ দায়িত্ব থাকাকালে অবৈধ ভূমি দখলকারীরা মোটা অংকের ঘুষের বিনিময়ে নকল কাগজ পত্র তৈরীর মাধ্যমে মালিকানা সাব্যস্ত করার ব্যর্থ প্রয়াস চালায়। মাহমুদ আল-'আক্কাদ এর দৃঢ়তা ও সততার কারণে এ সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[৩৪] তিনি যথা সময়ে জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ের ব্যাপারে ছিলেন একনিষ্ঠ। ফযরের সালাত মাঝে মাঝে বাসগৃহে আদায় করলে ও স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে জামা'আতে নামাজ আদায় করতেন। সালাতের পর দীর্ঘ সময় জায়নামাযে বসে আল-কুরআন ও বিবিধ দু'আ পড়তেন। সময়মত ফযরের সালাত পড়ার নিমিত্তে শয্যা ত্যাগ করতে অস্বীকার করায় পিতার হাতে আল-'আক্কাদ প্রহৃত হয়েছিলেন। ইসলামের পঞ্চমস্থম্ভের অন্যতম প্রধান ফরয যাকাত আদায়ের ব্যাপারেও তিনি সদা সতর্ক ছিলেন।[৩৫]

শিশু আল-'আক্কাদকে পাঠাভ্যাসের সূচনায় তৎকালীন মিশরের সামাজিক প্রথানুযায়ী কুত্তাবে ভর্তি করে দেয়া হয়। এখানে প্রশাসনিক ভাবে সুনির্দিষ্ট নিয়োজিত শিক্ষকমন্ডলীর নিকট তিনি পাঠ গ্রহণ করেন। সাত বছর বয়সে আল-'আক্কাদকে আসওয়ানে অবস্থিত "আল-মাদরাসাহ্ আল-ইব্তিদায়িয়্যাহ আল্-

---

৩৩ . তাহির আল-জাবলাভী, 'আব্বাস আল-'আক্কাদ, পৃষ্ঠা-১৭; ফাতহী রিদওয়ান, 'আসরুন ওয়া রিজাল, পৃষ্ঠা-২০০; ইউসুফ কোকন, আ'লাম, পৃষ্ঠা-২৯৪।

৩৪ . আহমদ 'আবদ আল-গফুর 'আত্তার, আল-'আক্কাদ, পৃষ্ঠা-১৩-১৪। ফাতহী রিদওয়ান, 'আসরুন ওয়া রিজাল, পৃষ্ঠা-২০০।

৩৫ . আল-'আককাদ, আনা, পৃষ্ঠা-২৯-৩১; ফাতহী রিদওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২০১;

Dhaka University Institutional Repository

আমীরিয়্যাহ"[৩৬] নামক একমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। এই বয়সেই আল্-'আক্কাদ বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রদের ন্যায় হাফ প্যান্ট (আল্-বনতলূন আল-কাসীর) পরতে অস্বীকার করেন। তৎকালীন মিশরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরকে তাদের মূল নামে না ডেকে বিখ্যাত কতিপয় তুর্কী উপাধী ব্যবহার করা হতো। যেমন, হিলমী, সব্রী, হুসনী, শুকরী ইত্যাদি। উক্ত রেওয়াজ অনুযায়ী আল- 'আক্কাদকে তার জনৈক শিক্ষক "আব্বাস হিল্মী" নামে ডাকায় তিনি উত্তর দানে বিরত ছিলেন। শৈশবের এ সকল আত্মাভিমান পরবর্তী কালে তার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করে। এ অল্প বয়সেই আল-'আক্কাদ যে কোন বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা লাভের নিমিত্তে বিনিদ্র রজনী যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেন। পাঠ্য বই ছাড়াও অন্যান্য গ্রন্থ ও সাময়িকী তিনি গভীর রাত পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাঠরত থাকতেন বলেও জানা যায়।[৩৭] আল-'আক্কাদ শৈশবেই অসাধারণ মেধার অধিকারী ছিলেন। ফলে সারা বিদ্যালয় জুড়ে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রদের পাশাপাশি শিক্ষকরাও বিশেষতঃ 'আরবী ভাষার শিক্ষক শায়খ ফখর আল-দীন মুহাম্মদ আল-দশনাভী তার ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান হয়ে উঠেন।

আল-'আক্কাদের বিদ্যালয়ে পরিদর্শনে একবার এসেছিলেন ইমাম মুহাম্মদ 'আবদুহু (খৃ.১৮৪৯-১৯০৫)। তিনি আল-'আক্কাদের শ্রেণী পরিদর্শনে গিয়ে দেখেন সেখানে রচনার (ইনশাঃ)' ক্লাশে "যুদ্ধ ও শান্তি" (আল-হরবু ওয়া আল-সালাম) বিষয়ে বির্তক চলছে। আল-'আকক্কাদ এ বিতর্কে 'যুদ্ধ' (আল-হরব) শীর্ষক দুর্বল দিক গ্রহণ করে ইমামের উপস্থিতিতে শানিত যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন

---

৩৬. ঐ সময়ের মিসরের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে 'আল্-আমীরিয়্যাহ' অভিধায় অভিহিত করা হত। তাহির আল-জাবালাভী, যিকরিয়াতী মা'আ 'আক্কাস, পৃষ্ঠা-২২।

৩৭. ড. আহমদ মাহির আল-বক্বরী, আল-'আক্কাদ আল-রাজুল্ ওয়া আল-ক্বলম (কায়রোঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৮৪) ২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৩-১৫; ড. শাওকী দায়ফ,মা'আ আল-'আক্কাদ, পৃষ্ঠা-১১-১২; 'আমীর আল-'আক্কাদ, লামহাত, পৃষ্ঠা-৪১; ইউসুফ কোকন, আ'লাম, পৃষ্ঠা-২৯৪; ফাতহী রিদওয়ান, 'আসরুন ওয়া রিজাল, পৃষ্ঠা-২০২।

Dhaka University Institutional Repository

করে বিতর্কে জয়ী হন। ইমাম আল-'আক্কাদের মেধা, সাবলীল বাচনভঙ্গি, স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন এবং বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তিখণ্ডনে গভীর দক্ষতা দৃষ্টে অবিভূত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ[৩৮]

كيف تفضل الحرب و هى التي تدمر العمران و تزهق الأرواح باللجملة ولا تفرق بين البرىء والمذنب وتفتك بالنساء والعجزاء والأطفال الذين لا يشتركون في الحرب و تنشر الأمراض الاوبأه

"তুমি যুদ্ধকে কিভাবে প্রাধান্য দিচ্ছ ? অথচ যুদ্ধ সমুদয় সভ্যতা ধ্বংস ও প্রাণ সংহার করে। পাপী ও নিস্পাপ আলাদা করেনা, শিশু, দূর্বল ও নারী যারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে না তাদেরকেও ধ্বংস করে দেয়। এমনকি মহামারী ও রোগের বিস্তৃতি লাভ করে।"

কিশোর আল-'আক্কাদ অত্যন্ত আত্ম-প্রত্যয় নিয়ে উত্তরে বললেনঃ إن الذين يموتون على فراشهم في غير الحرب أكثر عددا من الذين يكتلون في الحرب وإن الموتي من الإطفال والنساء والعجزة في السلم أكثر والسلم يميت القلب ويقتل النخوة والحماسة أماالحرب فتجمع القلوب والصفوف المتفرقة. وتحي النخوة وتثير الحماسة

"যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে মৃত্যু বরণকারীর সংখ্যার চেয়ে; বিছানায় (স্বাভাবিক) মৃত্যু বরণকারীর সংখ্যা বেশী। শান্তি- বীরত্ব, আত্মমর্যাদাবোধ ও হৃদয়কে হত্যা করে, অথচ যুদ্ধ বিক্ষিপ্ত দল ও বিভিন্ন হৃদয়কে একত্রিত করে, বীরত্ব ও আত্মমর্যাদাবোধকে উজ্জীবিত করে।"

এতদশ্রবণে ইমাম মুহাম্মদ 'আবদুহু, আল-'আক্কাদ সম্পর্কে ভবিষ্য মন্তব্য করে বলেনঃ[৩৯] إذا لم تخني فراستى فسيكون هذا التلميذ كاتباعظيماونابغة عبقريا "আমার

---

৩৮ . 'আবদ আল-গফুর 'আত্তার, আল-'আক্কাদ, পৃষ্ঠা-২১; তাহির আল-জাবলাউী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৩-২৪; 'আমিল আল-'আক্কাদ, লামহাত, পৃষ্ঠ'-৪২।

Dhaka University Institutional Repository

অর্ন্তদৃষ্টি যদি আমার সাথে প্রতারণা না করে তাহলে আমি বলছি যে, এ ছেলে একদিন মহা শক্তিধর লেখক হবে।"

সফলতার সাথে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করলেও মাধ্যমিক স্কুলে গমনের সুযোগ আল-'আক্কাদের হয়নি। অবশ্য এর অন্যতম কারণ ছিল এই যে, তখন মিশর ছাড়া ধারে কাছে কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল না। J.Brugman এর বর্ণনায় এ প্রসঙ্গটি সুস্পষ্ট হয়েছে।

তিনি বলেন:[৪০]

"Al-'Aqqad did not attend a secondary school, probably because; there was no Secondary school at Aswan and his family never thought of sending him to Cairo for that purpose. This makes him the typical autodidact among the Egyptian writers in later a request for a scholarship to Europe was rejected because he had no school certificates. Many of his spasmodic displays of learning and his enormous production of what were actually popularization of facts of general knowledge should probably be seen as reactions to his incomplete Education."

---

৩৯. আবদ আল-গফুর 'আত্তার, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২১।

৪০. J. Brugman, An Introduction, p. 122.

Dhaka University Institutional Repository

০৩.

খৃ. ১৯০৩ সালে প্রাইমারী শিক্ষা সমাপ্ত করে 'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ তার পিতা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ইচ্ছানুযায়ী মানানসই একটি সরকারী চাকুরি লাভের প্রত্যাশায় প্রতীক্ষার প্রহর গুনছিলেন। আসওয়ান তখন الجمعية الإسلامية الخيرية - আল-জম'ইয়্যাহ আল-ইসলামিয়্যাহ আল-খায়রিয়্যাহ-(ইসলামী হিতৈষী সংঘ) স্থানীয় বিত্তহীন শিশুদের শিক্ষাদানের নিমিত্তে একটি বিদ্যালয় পরিচালনা করত। এ বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক আলী-ফাহমী ছিলেন আল-'আক্কাদের পিতার সুহৃদ। সেই সুবাদে তিনি আল-'আক্কাদকে সরকারী চাকুরী লাভ করা পর্যন্ত উক্ত বিদ্যালয়ে কাজ করার আহবান জানালে তিনি তখন অবসর কাটানোর লক্ষ্যে এ কাজে যোগ দেন।[৪১]

এ চাকুরী তাকে বেশী দিন করতে হয়নি। ইত্যবসরে সরকারী দফতরের বড় কর্তার সাথে আল-আককাদের পিতার সু-সম্পর্কজনিত কারণে খৃ.১৯০৪ সালে পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ 'কুনা'র অর্থ বিভাগে চার গীনী বেতনে শিক্ষানবিশ হিসেবে আল-'আক্কাদ সরকারী চাকুরী লাভ করেন। খৃ. ১৯০৫ সালে আল-'আক্কাদ চাকুরি স্থায়ীকরণের নিমিত্তে মেডিকেল চেকআপ করানোর জন্য মিশর গমন করেন। কায়রোয় অবস্থানকালে তিনি ইরাকি কবি ও গবেষক জামীল সিদ্‌কী আল-যাহাভী (খৃ.১৮৬৩-১৯৩৬)-এর প্রকৃতি দর্শন বিষয়ক মূল্যবান গ্রন্থ আল-কা'য়িনাত (সৃষ্টিজগৎ) সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেবার নিমিত্তে শারি' 'আবদ আল-'আযীয (আবদুল আযিয সড়ক)-এর প্রবেশ মুখে অবস্থিত আল-মুক্‌তাতাফ পত্রিকা অফিসে-এর সম্পাদক ইয়া'কূব সার্রূপ (খৃ.১৮৫২-১৯২৭)-এর কক্ষে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করেন। রুশ- জাপান যুদ্ধের (খৃ.১৯০৪-৫) দিনগুলোয় সাহিত্য ও চৈন্তিক একাধিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অন্যতম প্রধান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব

---

৪১. আমির আল-'আক্কাদ, লামহাত, পৃষ্ঠা-৫১-৫২; ড. শাওকী-দায়ফ, মা'আ আল-'আক্কাদ, পৃষ্ঠা-১৮; তাহির আল-জাবলাভী, যিকরিয়াতী, পৃষ্ঠা-৩১।

Dhaka University Institutional Repository

ইয়া'কুব সার্রূপকে স্বচক্ষে দেখার আগ্রহ থেকেই আপাতঃ দৃষ্টিতে এ অসৌজন্যমূলক আচারণ করেছিলেন বলে আল-'আক্কাদ পরবর্তীতে বিভিন্ন আলাপচারিতায় স্বীকার করেন। এ জন্য অবশ্য তাকে ইয়া'কুব সার্রূপ-এর মৃদু ভৎর্সনাও হযম করতে হয়। ড. সার্রূপ এ তরুন কর্তৃক আল-কায়িনাত গ্রন্থ ক্রয়ের আগ্রহ ও গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়, প্রকৃতি ও দর্শন বিষয়ে তার আলোচনার ঝোঁক প্রত্যক্ষ করে যুগপৎ বিস্ময়াবিভূত হন। তিনি তাকে গ্রন্থটির একটি সৌজন্য কপি প্রদান করলে আল-'আক্কাদ সানন্দচিত্তে কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রহণ করেন। সহসাই তিনি চাকুরি স্থায়ীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তার কর্মস্থল 'কুনা' ফিরে আসেন। এ শহরে চাকুরী কালে আল-'আক্কাদ ও তার স্থানীয় অন্যান্য চাকুরিজীবি সহকর্মীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সাহিত্য সভার আয়োজন করা হতো। এই সকল আসরে তারা 'যজল'[৪২], গীতি ও তাদের স্ব-রচিত কবিতা আবৃত্তি করত। মাঝে মাঝে স্থানীয় গীর্জার বিরাট মিলনায়তনে আয়োজিত এ জাতীয় অনুষ্ঠানের মধ্যমণি হতেন আল-'আক্কাদ ও তাঁর সহকর্মীরা। আল-'আক্কাদ পরবর্তীকালে তার লেখায় উক্ত তৎপরতাকে "المدرسة الكنانية" (আল-মাদরাসাহ আল-কুনাইয়্যাহ, আল-কুনা' মতাদর্শ বা বিদ্যালয়) নামে অভিহিত করেছেন। সে যাই হোক, অনতিবিলম্বেই আল-'আক্কাদ কুনা হতে যাকাযীক[৪৩]-এ বদলী হন।

আল-'আক্কাদ অফিস কর্তৃপক্ষের আদেশ-নিষেধের তেমন ধার ধারতেন না। আর কখনো কখনো কোন অফিসারের কোন আদেশ মনপুতঃ না হলে তাকে

---

৪২. "যজল"ঃ হলো স্পেন দেশীয় এক বিশেষ ধরণের গুচ্ছ কবিতা (মুওয়াশ্শাহ)- এর এক শাখা বিশেষ এবং "মুওয়াশ্শাহ' এর অনুকরণে নব উদ্ভাবিত এক বিশেষ কাব্যকলা। "যজল" রচয়িতাগণ তাদের গীতিকাব্যের আঙ্গিক, কাঠামো, ছন্দ ও মাত্রার ক্ষেত্রে "মুওয়াশ্শাহ" গীতিকে পুরোপুরি অনুসরণ করেছেন। উল্লেখ্য "মুওয়াশ্শাহ" কাব্য প্রধানতঃ দু'টো অংশে বিভক্ত। এক. আল্-কফল, দুই. আল্-দাওর। দ্র.ড. 'আবদ আল-'আযীয আল-আহ্ওয়ানী, আল-যজল ফী আল- আন্দালুস (কায়রো, ১৯৫৭), পৃষ্ঠা-৫২।

৪৩. যাকাযীকঃ মিশরের একটি শহরের নাম। আল 'শারকিয়্যাহ' প্রদেশের রাজধানী। প্রায় ২২৫০০০ জনসংখ্যা অধ্যুসিত এলাকা। কায়রোর সাথে এ শহরের যোগাযোগের মাধ্যম আল মনসুরঃ হয়ে রেলপথ। তুলা, খেজুর ও ধীজের জন্য বিখ্যাত। আল্-মুনজিদ, পৃষ্ঠা-২৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

গালি গালাজ এমনকি শারিরীকভাবে আক্রমন করতেও কুন্ঠিত হতেন না। 'যাকাযীক'-এ কর্মরত থাকাবস্থায় বিভিন্ন প্রয়োজনে তাঁকে নোট লিখতে হতো। যাকে তখনকার অফিসের পরিভাষায় "الإفادات" (আল-ইফাদাত-অবহিত করা/অবগত করা) বলা হত। এ সকল নোট লিখার জন্য সু-নির্দিষ্ট কিছু শব্দ ছিল। যেমন, 'حميتلو' (হামিয়্যাত্‌লু), 'رفعتلو' (রাফায়াত্‌লু), 'سعادتلو' (সা'আদাত্‌লু), 'عطوفتلو' (আতূফ্‌তলু), ইত্যাদি শব্দাবলী যথাক্রমে, 'صاحب الحمية' (অহমিকা পূর্ন ব্যক্তিত্ব), 'صاحب الرفعة' (উচ্চ মর্যাদাপূর্ন ব্যক্তিত্ব), 'صاحب السعادة' (সৌভাগ্যবান ব্যক্তিত্ব), 'صاحب العطوفة' (স্বহৃদয় ব্যক্তিত্ব), ইত্যাদি শব্দের অপভ্রংশ। এ সকল অপভ্রংশের পরিবর্তে মূল শব্দ সম্বলিত নোট লেখার কারণে একবার অফিসের কর্তা আল-'আক্কাদ কে উপস্থাপিত নোট শুদ্ধভাবে লিখে পূণর্বার উপস্থাপনের নির্দেশ দিলে তিনি বেজায় ক্ষেপে যান এবং তার মুখের উপর বলে বসেন:

" يا أيها الحمار الأزعر ٠٠ أمثلك يصحح الكتابة العربية وأنت لاتعرف منها غير الهجاء وكتابة العرضحالات"

"ওহে গাধা! তোমার মত ব্যক্তি শুদ্ধ করবে 'আরবী লেখা? যে কিনা বর্ণমালা আর তথাকথিত নোট লিখা ছাড়া আর কিছুই জানেনা।" কর্তা যেন তার দু কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তিনি চিৎকার দিয়ে কক্ষের বাইরে গিয়ে অন্যান্য কর্মচারী, পিয়ন ও চাপরাসিদের একত্রিত করেন এবং দফতরের প্রধান কর্তা জনৈক মুহাম্মদ মুহিব পাশার অনুপস্থিতি জনিত কারণে উপ-প্রধান কর্তা জনৈক মুহাম্মদ খলীল নায়িল বেক-এর নিকট পুরো বৃত্তান্ত বলে আল-'আক্কাদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভংগ ও অসাদাচরণের অভিযোগ উত্থাপন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর কর্তা "ব্যাপারটি আমি দেখছি" বলে আপাততঃ পরিস্থিতি সামাল দেন এবং আল-'আক্কাদকে লক্ষ্য করে বলেনঃ শোন হে বৎস! বিদ্যালয়ের খেয়াল খুশি এখানে চাকুরিতে অচল। তুমি বসের সান্নিধ্যে যা করেছ তা যদি প্রমাণিত হয় তাহলে তোমার শাস্তি হবে অনতিবিলম্বে চাকুরিচ্যুতি। দ্বিতীয়বার আর এমনটি করবেনা।[৪৪]

খৃ. ১৯০৭ সাল হতে খৃ. ১৯১১ সাল পর্যন্ত আল-'আক্কাদ বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে সাংবাদিকতা করে জীবন অতিবাহিত করেন। খৃ.১৯১২ সালে আল-বয়ান (বর্ণনা) পত্রিকায় আল-'আক্কাদ-এর একটি প্রবন্ধের উপর "হাদীসু ঈসা ব. হিশাম" গ্রন্থের লিখক মুহাম্মদ আল-মুওয়াইলিহী (খৃ.১৮৫৮-১৯৩০) এর নজর পড়ে। তিনি তখন "দীওয়ান আল-আওক্বাফ" (ওয়াকফ বিভাগ) এর পরিচালক। তার সহায়তায় আওক্বাফ বিভাগে আল-'আক্কাদের চাকুরি জুটে যায়। অত্র দফতরে তখন দশ জনেরও বেশী সমসাময়িক সাহিত্যিক[৪৫] কর্মরত ছিলেন, বিধায় এখানে আল-'আক্কাদ মনের মিল খুঁজে পেলেন। খৃ.১৯১৪ সাল পর্যন্ত তিনি এখানে কর্মরত ছিলেন। পরে আবার সাংবাদিকতায় যোগ দেন।[৪৬] এ পর্যায়ে সংবাদপত্রের সাথে আল-'আক্কাদ জড়িত ছিলেন প্রায় বছর খানেক। ইতোমধ্যে খৃ. ১৯১৫ সালে 'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ ও ইবরাহীম 'আবদ আল-কাদির আল-মাযিনী (খৃ. ১৮৮৯-১৯৪৯) এ দু'বন্ধু মিলে আল-যাহির অঞ্চলে অবস্থিত "মাদরাসাহ আল-ই'দাদিয়্যাহ আল-সানুভিয়্যাহ আল-আহলিয়্যাহ" (স্বদেশী প্রস্তুতিমূলক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে) নামক বেসরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকুরি গ্রহণ করেন। আল-

---

[৪৪]. প্রাগুক্ত।

[৪৫]. অত্র দপ্তরে কর্মরত সাহিত্যিকদের মধ্যে ছিলেনঃ 'আবদ আল-'আযিয আল-বশরী, 'আবদ আল-হালীম আল মিশরী, আহ্মদ আল-কাশিফ, হুসাইন আল-জমাল, হাসান আল-দুররী, মুহাম্মদ ফিক্‌রী, কবি 'আলী শাওকী, মাহমুদ 'ইমাদ প্রমুখ। ফাতহী রিদওয়ান, 'আসরুন ওয়া রিজালুন, পৃষ্ঠা-২০৪।

[৪৬]. তু.ড. শাওকী দায়ফ, মা'আ আল-'আক্কাদ, পৃষ্ঠা-২৯-৩২; আহ্মাদ মাহির আল-বাক্বরী, আল-'আক্কাদ আল-রাজুলু ওয়া আল-ক্বলম, পৃষ্ঠা-৩৩; 'আমির আল-'আক্কাদ, লামহাত, পৃষ্ঠা-৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

'আক্কাদ এখানকার ছাত্রদেরকে ইতিহাস ও অনুবাদ বিষয়ে পাঠদান করতেন। তার একাকিত্ব ও মৌনতা এ দু'চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে ছাত্ররা তাকে সু-প্রসিদ্ধ প্রাচীন মিশরীয় গণক এর নামানুসারে "حرحور" (হরহুর) অবিধায় অভিহিত করত।[৪৭] এ স্কুলটি স্থাপনের পিছনে প্রতিষ্ঠাতাদের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য ছিল। আল-'আক্কাদ ও আল-মাযিনী শিক্ষাদানের চেয়ে ব্যবসায়িক দিকের গুরুত্বদানের বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরে এ চাকরি থেকে ইস্তফা প্রদানেই শ্রেয় মনে করলেন।[৪৮]

সে সময় আল-'আক্কাদ বেকার হয়ে পড়েন। এ অবস্থা দৃষ্টে তার বন্ধু জনৈক জা'ফর ওয়ালীর মধ্যস্থতায় "ক্বলম আল মাতবূ'আত" (প্রকাশনা দফতর)-এর পরিচালক জনৈক ইউসুফ খাল্লাত-এর সহায়তায় উক্ত দপ্তরে 'আরবী পত্র-পত্রিকা পর্যালোচনা পূর্বক মিশরের ইতিহাস পর্যবেক্ষণের চাকুরি লাভ করেন। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই সংস্থার নতুন ইংরেজ পরিচালক প্রশাসন বিরোধী রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ করলে আল-'আক্কাদ চটপট পদত্যাগ করেন।

পরবর্তী পর্যায়ে আল-'আক্কাদ আর কখোনই সরকারী চাকুরি অর্জনের জন্য উৎসাহী হননি। ঔপনিবেশিক স্বৈরাচারী প্রাচ্যের সরকারী অফিসগুলো তখন ঘুষ-দুর্নীতি ও নকলবাজীতে ছেয়ে গিয়েছিল বলে তিনি অভিমত পোষণ করতেন। ফলে আমৃত্যু সরকারী চাকুরির বিভিন্ন প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেছেন। হিযব আল-ওয়াফ্দ (ডেলিগেশন পার্টি)-এর সভাপতি এবং সরকার প্রধান সা'দ যগলুল পাশা[৪৯] তাঁর মৃত্যুর মাত্র দুমাস পূর্বে আল-'আক্কাদকে লূৎফি আল-

---

৪৭. তু.ড. শাওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৪; তাহির আল জাবলাভী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৫-৩৬।

৪৮. তাহির আল জাবলাভী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৬; 'আমির আল-'আক্কাদ, লামহাত, পৃষ্ঠা-৮৪; 'আমির আল-'আক্কাদ-মা'আরিফুহু ফি-আল-সিয়াসাহ ওয়া আল-আদব, পৃষ্ঠা-৫২-৫৩।

৪৯. সা'দ যগলুল পাশাঃ উত্তর মিশরের ঘায়বিয়্যাহ প্রদেশে ইব্য়ান নামক গ্রামে উদিয়মান জমিদার পরিবারে খৃ. ১৮৫৭/১৮৬০ সালে সা'দ যগলুল জন্ম গ্রহণ করেন। গ্রাম্য মক্তবে বাল্য শিক্ষা সমাপ্ত করে খৃ. ১৮৭১ সালে যগলুল কায়রো-জামি' আল-

Dhaka University Institutional Repository

সাইয়্যিদ-এর স্থলে "দার আল-কুতুব" (জাতীয় গ্রন্থাগার)-এর পরিচালক পদ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালে বই প্রেমিক আল-'আক্কাদ শুধু সরকারী চাকুরির অজুহাতে এ লোভনীয় প্রস্তাব গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করেন। অনুরূপভাবে সরকার প্রধান থাকাকালে মুহাম্মদ মাহমুদ পাশা কর্তৃক সাহিত্য অনুষদের ডীন পদ গ্রহণের প্রস্তাব এবং খৃ. ১৯২৮ সালের ১৮ মার্চ সরকার গঠনকারী ওয়াফদ দলীয় নহ্যাস পাশা কর্তৃক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে শিল্পকলা বিষয়ক সংস্থার প্রধানের পদ গ্রহণের প্রস্তাব ও একই কারণে স্ব-সম্মানে পরিহার করেন। খৃ. ১৯২৯ সালে ইরাকী প্রশাসন কর্তৃক বাগদাদ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের আরবী সাহিত্যের অধ্যাপক পদ গ্রহণের প্রস্তাবের ব্যাপারেও তিনি অসম্মতি প্রকাশ করেন। পরে এ পদে আহমদ হাসান যায়্যাতকে নিয়োগ করা হয়েছিল।[৫০]

খৃ. ১৯০৭ সালে সরকারী চাকুরী হতে ইস্তফা দানের মাধ্যমে 'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদের জীবনের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা। এ পর্যায়ে দৃশ্যতঃ আল-'আক্কাদ সাংবাদিকতার সাথে জড়িত হলেও তিনি রাজনীতি বিমুক্ত ছিলেন একথা বলা যায়না। তখন সরাসরি কোন সংগঠনের সাথে জড়িত না হলেও রাজনৈতিক দলের মুখপত্র সমূহের গতিশীল ও লক্ষ্যভেদী করতে সমান্তরাল-ভাবে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। সুতারং তাঁর সাংবাদিকতা যেমন ছিল রাজনৈতিক আশ্রিত; ঠিক তেমনি তার রাজনীতিও ছিল অনেকাংশেই সাংবাদিকতা নির্ভর। খৃ.১৮৮৩ সাল হতে খৃ. ১৯১৪ সাল পর্যন্ত ক্রোমারযুগ[৫১]

আযহারে প্রবেশ করেন। এখানে জামাল আল-দীন আল-আফগানী এবং মুফতি মুহাম্মদ 'আবদুহু এর সাথে পরিচিত হন। খৃ. ১৮৮০ সালে 'আবদুহু সম্পাদিত সরকারি গেজেটের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। খৃ. ১৮৯২ সালে আপিল কোর্টের বিচারক নিযুক্ত হন। খৃ. ১৯০৬ সালে শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন। খৃ. ১৯১০ সালে আইনমন্ত্রী হয়ে খৃ.১৯১৩ সালে পদত্যাগ করেন। ১৩ নভেম্বর খৃ. ১৯১৮ সালে হিযব আল-ওয়াফদ গঠন করেন। খৃ. ১৯২৭ সালে এ দলের সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তু. মূসা আনসারী, আধুনিক মিশরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা, পৃষ্ঠা-১১০-১১৩,১২৬।

৫০. তু.ড. আহমদ মাহির আল-বকরী, আল-'আক্কাদ, পৃষ্ঠা-৩৫-৩৬, ৪৩।

৫১. ক্রোমার (১৮৪১-১৯১৭)ঃ খৃ. ১৮৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মিশরে নিযুক্ত বৃটিশ এজেন্ট এবং কনসাল জেনারেল স্যার ইভালিন ব্যারিংকে "লর্ড ক্রোমার" বলা হয়। তার নামানুসারে এই সময়কাল কে ক্রোমার যুগ বলা হয়। (Baring Evelyn, 1st Earl Cromer, The Encyclopaedia Britanica: Micropaedia, 1976 ed.)

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে চিহ্নিত সময়কাল মিশরের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ যুগে ইসমা'ঈল তনয় তাওফীক (খৃ.১৮৫২-৯২)-এর মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র 'আব্বাস হিলমী (খৃ. ১৮৯২ ডিসেম্বর-১৯১৪) খৃ.১৮৯২ সাল খেদীভ পদে অধিষ্ঠিত হলে মিশরে এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। ভিয়েনায় শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুন খেদীভ ১৮ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করে পিতার ন্যায় ইংরেজদের হাতের পুতুল হিসেবে ব্যবহৃত হতে সম্মত ছিলেন না। ইঙ্গ-মিশর সহযোগিতার অন্যতম প্রধান প্রবক্তা মুস্তফা ফাহ্মীর স্থলে তিনি স্বাধীনচেতা হুসাইন ফাখরী (খৃ.১৮৪৩-১৯২০) কে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করতে চাইলে ক্রোমারের সাথে তার প্রথম বিরোধের সূত্রপাত হয়। খেদীভ তার এই প্রথম রাজনৈতিক সংকটকালে মিশর সমাজের এক বড় অংশের সমর্থন লাভ করেন। 'আল-মুক্বাত্তম'[৫২] পত্রিকার ভূমিকার বিরোধিতার জন্য আইন স্কুলের ছাত্রগণ মুস্ত ফা কামিলের নেতৃত্বে খেদীভের সমর্থনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এরূপ অনুকুল পরিবেশে বৃটিশ বিরোধী গণআন্দোলন গড়ে তুলতে মুস্তফা কামিলের একক অবদান অনেক বেশী। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে খৃ. ১৯০০ সালে ২ জানুয়ারী, জনমত সংগঠনের জন্য মুস্তফা কামিল "আল-লিওয়া" নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। অক্টোবর মাস হতে এই পত্রিকায় সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য অত্যন্ত জোরালো ভাষায় প্রচার অভিযান চালানোর ফলে শেখ আলী ইউসুফ সম্পাদিত "আল-মুওয়ায়্যিদ" (সহযোগী) অনেকাংশে ম্লান হয়ে পড়ে এবং "আল-লিওয়াই" হয়ে ওঠে মিশরবাসীর কণ্ঠস্বর।[৫৩]

---

৫২. আল মুক্বাত্তমঃ খৃ. ১৮৮৯ সালের শুরুতে লর্ড ক্রোমারের সহায়তায় ইয়াকুব সার্রূফ ও ফারিস নামর নামক দু' সিরীয় যুবক জনৈক শাহিন মুকারিউস-এর সাথে যুক্ত হয়ে "আল মুক্বাত্তম" নামক পত্রিকা বের করেন। ড. 'আবদ আল-'আযিয শরফ, ফন্ন আল-মক্বাল, পৃষ্ঠা-২৩।

৫৩. এ সময় "আল লিওয়াহ" পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ছিল প্রায় ১৫ হাজার, পক্ষান্তরে "আল মুওয়ায়্যিদ" পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ছিল মাত্র ৭ হাজার। ড. 'আবদ 'আল-'আযিয শরফ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৪।

Dhaka University Institutional Repository

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্যান-ইসলাম আন্দোলনের পটভূমিতে উদীয়মান মিশরীয় অভিজাত শ্রেণী এবং বৃটিশ সরকার উভয়ই যে নতুন ভাবে চিন্তা করতে শুরু করে তারই ফলশ্রুতিতে খৃ. ১৯০৭ সালে মার্চ-এপ্রিল মাসে "হিযব আল-উম্মাহ" (জনদল) নামক একটি রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করে। এ দলের তাত্ত্বিক পরিচালক ও মুখপাত্র ছিল আহমদ লুৎফী আল-সায়্যিদ (মৃ.১৯৬০খৃ.) এবং "আল-জারীদাহ" (মার্চ ১৯০৭-১৫) পত্রিকা। এই দলের বড় অবদান মিশরীয় জাতীয় চেতনার উদ্বোধন। মিশরীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ এবং দেশপ্রেম উন্মেষের ক্ষেত্রে এই দল ছিল পথিকৃত। বিখ্যাত সাংবাদিক প্যান-ইসলামপন্থী শায়খ আলী ইউসুফ "হিযব আল-ইসলাহ 'আলা আল-মাবাদী আল-দস্তুরিয়্যাহ" নামক একটি রাজনৈতিক পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। খেদীভের পূর্ণ আর্শিবাদ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত এ দলটির নামের প্রথমাংশ "আল-ইসলাহ" (সংস্কার) শব্দ দ্বারা উদার মধ্যপন্থী "হিযব আল-উম্মাহ" (জনদল)-এর সংস্কারবাদী পথ অবলম্বনের গৌরব হরণ এবং "আল-দস্তুরিয়্যাহ" (সাংবিধানিক) শব্দ দ্বারা কামিলের চরম পন্থা পরিহার করার আকাংখার প্রতিফলন ঘটানো হয়। খেদীভের নেতৃত্বে সংস্কার সাধন এবং মিশর হতে ইংরেজ সৈন্য প্রত্যাহার এই পার্টির চরম লক্ষ্য বলে নির্দেশ করা হয়। "আল-মুওয়ায়্যিদ" নামক পত্রিকাটি এ দলের মুখপাত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। খৃ. ১৯০৭ সালের ২২ অক্টোবর আলেকজান্দ্রিয়ায় ছয় হাজার লোকের এক বিরাট জনসমাবেশে মুস্তফা কামিল "আল-হিযব আল-ওয়াতনী" নামক মিশরের দ্বিতীয়, কিন্তু সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দলের উদ্বোধন করেন। একই সালের ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নবগঠিত পার্টির একটি সভায় "আল-লিওয়া" নামক পত্রিকাটি দলীয় মুখপাত্র হিসেবে ঘোষিত হয়। ঔপনিবেশিক মিশরের সামাজিক ও রাজনৈতিক এহেন পরিস্থিতিতে 'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ প্রত্যক্ষভাবে সাংবাদিকতা এবং পরোক্ষ ভাবে রাজনীতিতে জড়িত হয়ে পড়েন। আল-'আক্কাদ মূলতঃ দলীয় রাজনীতিতে খুব

Dhaka University Institutional Repository

একটা আস্থাশীল ছিলেন না। প্রকৃত অর্থে কোন রাজনৈতিক দলের সদস্যও ছিলেন না। এ বিষয়ে তার একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।[৫৪] 'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ-এর প্রাতিষ্ঠানিক সাংবাদিকতা জীবনের সূচনা হয় খৃ. ১৯০৭ সালে মুহাম্মদ ফরীদ ওয়াজদী (খৃ. ১৮৭৮-১৯৫৪) সম্পাদিত "আল-দস্তুর" (সংবিধান) নামক পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক হিসেবে। সরকারী চাকুরী থেকে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি গ্রহণকারী এ প্রতিবাদী যুবক মিশরের দ্বন্দ্বমুখর রাজনৈতিক পরিবেশে একটি জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট হবার আকাংখা পোষণ করছিল। অনতিবিলম্বে তার এ সুযোগ এসে গেল। অবসর কাটানোর উপায় হিসেবে তিনি একদিন এক কফি হাউসে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন। এ সময় হকার থেকে একটি পত্রিকা ক্রয় করে চোখ বুলানোর সময় মুহাম্মদ ফরীদ ওয়াজদী কর্তৃক "আল-দস্তুর" পত্রিকার জন্য সহযোগী সম্পাদক চেয়ে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তির প্রতি তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। যথারীতি আবেদন করার দুদিনের মধ্যে "দর্ব আল-জমামীয" এলাকায় "আল-ওয়ায়িয" প্রকাশানালয়ের স্বত্বাধিকারী "মাহমুদ সালামাহ"-এর অফিসে (এটি "আল-দস্তুর"-এর ও অফিস ছিল) তাকে সন্ধ্যে ৬টায় সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হয়। যথাসময়ে উপস্থিত হলে স্বয়ং ফরীদ ওয়াজদী বিস্তারিত আলোচনান্তে "আল-দস্তুর"-এর সহযোগী সম্পাদক হিসেবে আল-'আক্কাদকে মাসিক ৬গিনী বেতনে নিয়োগ দেন। খৃ.১৯০৭ সালের নভেম্বর মাসে মাত্র ১৬ বছর বয়স্ক নবাগত সাংবাদিক আল-'আক্কাদের "আল-মারআহ আল-সাকিতাহ" (পতিত নারী) শীর্ষক উদ্বোধনী প্রবন্ধের মাধ্যমে "আল-দস্তুর" পত্রিকার সূচনা সংখ্যা প্রকাশিত হয়। অনুবাদ,

---

[৫৪]. ড. শাওকী দায়ফ, মা'আ আল-'আক্কাদ, পৃষ্ঠা-২১-২৪; মূসা আনসারী, আধুনিক মিশরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা, পৃষ্ঠা-৯২-১০৫; আল-'আক্কাদ স্বীয় রাজনৈতিক দল সংশ্লিষ্টতা বিষয়ক এক প্রশ্নোত্তরে বলেনঃ فأجاب أنه لم يكن عضوا في حزب من الأحزاب وكل ماهنالك أنه كان في وقت من الأوقات عضوا في الهيئة البرلمانية الوفدية بحكم أنه كان عضوا في مجلس النواب والمنتخب علي مبادئ سعد وأنه رغم عضو في البرلمان قد أبدى آراء كثيرة مخالفة لآراء حزب الوفد لا تزال تحفظها مضابط البرلمان ড.ল-ইউযী আল-ওয়াকীল, আল-'আক্কাদ ওয়া আল-তাজদীদ ফী আল-শী'র (কায়রো, ১৯৯৬), পৃষ্ঠা-৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

সংশোধন, পত্রাবলী ও সংবাদাদী মার্জিত করণসহ সম্পাদনার অর্ধেক দায়িত্ব আল-'আক্কাদ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আনজাম দিতে থাকেন। উদ্যোমী এ সাংবাদিককে সহযোগী হিসেবে পেয়ে, সম্পাদক ফরীদ ওয়াজদী অত্যাল্পই পত্রিকা অফিসের বাইরে যেতেন। আল-'আক্কাদই বাইরের সকল বিষয় সামাল দিতেন। "আল-দস্তুরই" প্রথম দৈনিক পত্রিকা, যেখানে আল-'আক্কাদ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আর এ'টিও তার জীবনে প্রথম যে, তিনি প্রথম সংখ্যা হতে শেষ সংখ্যা পর্যন্ত এ পত্রিকার সাথে সর্বোতভাবে সংশিষ্ট ছিলেন।[৫৫]

সম্পাদক ফরীদ ওয়াজদীর সাথে আল-'আক্কাদের ছোট খাটো মতপার্থক্য থাকলে ও সমভিব্যহারে কাজ করার ক্ষেত্রে এটি কখনো অন্তরায় হয়নি।[৫৬] 'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ বিদেশী পত্রিকার অনুকরণে তার নামের প্রথম দু-আদ্যাক্ষর ব্যবহার করে " 'আ.ম. আল-'আক্কাদ" নামে লিখতেন। এ জন্য তার সু-হৃদ সহকর্মীরা তাকে عم العقاد ("আম আল-'আক্কাদ" আল-'আক্কাদের চাচা) বলে ব্যঙ্গ করতো এবং "মা যা তাকূলূ য়া'আম্মুনা"-ওহে চাচা ! কি বলছ? বলে রসিকতা করত। "আল-দস্তুর" পত্রিকায় কর্মরত থাকাবস্থায় আল-'আক্কাদ উনিশ শতকের ইউরোপীয় বিশিষ্ট প্রবন্ধকার William Hizlitt (খৃ. ১৭৭৮-১৮৩০), লী হান্ট (খৃ. ১৭৮৪-১৮৫৯), Thomas Carlyle (খৃ. ১৭৯৫-১৮৮১), Metthew Arnold (খৃ. ১৮২২-১৮৮৮)

---

৫৫. তু. ফাতহী রিদওয়ান, 'আসরুন ওয়া রিজালুন, পৃষ্ঠা-২০৪; ড. শাওকী দায়ফ, মা'আ আল-'আক্কাদ, পৃষ্ঠা-২৪; 'আমির আল-'আক্কাদ, আল-'আক্কাদ, পৃষ্ঠা-২৯-৩১; 'আমির আল-'আক্কাদ, লামহাত, পৃষ্ঠা-৬৩-৬৫; আহমাদ মাহির আল-বাক্বূরী, আল-'আক্কাদ, পৃষ্ঠা-৩৬; ড. নি'মাত আহমাদ ফুয়াদ, কি আদব আল-'আক্কাদ, পৃষ্ঠা-১৯২-১৯৭।

৫৬. আল-'আক্কাদ ও ফরীদ ওয়াজদীর মাঝে আল-জামি'আ আল-ইসলামিয়্যাহ (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়) দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে সামান্য বিরোধ ছিল। এ ছাড়া 'আল-দস্তুর' আল-হিযব আল-ওয়াতনীর দ্বিতীয় মুখপত্র ছিল। আর সা'দ যগলুলের সাথে এ দলের সম্পর্ক সুবিদিত ছিল। আল-'আক্কাদ বরাবরই সা'দ এর সমর্থক ছিলেন এবং উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত সা'দ এর সমালোচনার যথোপযুক্ত উত্তর দিতেন। ফরীদ এটি পছন্দ না করলেও তাকে বারণ করতেন না। তু. 'আমির আল-'আক্কাদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩১-৩২। আল-'আক্কাদ ফরীদ সম্পর্কে অনেক উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। যেমন তিনি আত্মজীবনিতে বলেনঃ كان شديد الإيمان بالجامعة الإسلامية علي منهج قريب من مناهج الرسميين ولم يكن كغيره من طلاب الكسب والجاه من وراء هذه الدعوة . بل كان يخسر الكثير في اخرج أوقات الحاجة إلي المال. ومن ذلك أنه رفض الاتفاق مع حزب تركيا الفتاة علي اعتبار (الدستور) لسان حال الحزب في سياسته العثمانية بعد أن تكفل الحزب بالإنفاق علي الصحيفة وسداد ديونها. لأن الحزب كان يشترط أن ترفع من عنوان الصحيفة كلمة لسان حال الجامعة الإسلامية - আল-'আক্কাদ, আনা, পৃষ্ঠা-৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

এবং Thomas Baleington Macauly (খৃ. ১৮০০-১৮৫৯) প্রমুখ-এর বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত রচনা মনযোগ সহকারে পড়তেন এবং আল-দস্তুর পত্রিকায় প্রকাশের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় অংশ অনুবাদ করে নিতেন।[৫৭]

'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ সর্বপ্রথম ২২মে, ১৯০৮ সালে "আল-দস্তুর" পত্রিকার ১৫৯তম সংখ্যায় তৎকালীন মিশরের শিক্ষামন্ত্রী সা'দ যগলূলের "হাদীস মা'আ নাযির আল-মা'আরিফ রয়িসু সা'দ যগলূল ফী আল-তা'লীম বি আল-লূঘাহ আল-আরাবিয়্যাহ" (শিক্ষা বিষয়ক প্রধান ব্যক্তিত্বের সাথে আলোচনা 'আরবী ভাষায় শিক্ষাদান বিষয়ে সা'দ যগলূল অভিমত) শীর্ষক সাক্ষাৎকার ছেপে আরবী সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রে নতুন মাত্রা সংযোজন করেন। একই সনে আল-'আক্কাদ শায়খ মুহাম্মদ 'আবদুহু-এর ইন্তিকাল পরবর্তীকালে তার সূচিত আল-'আযহারের সংস্কার পুনর্জাগরণ প্রক্রিয়াকে মুলোৎপাটনের অভিযোগে খেদীভ 'আব্বাস-এর চরম সমালোচনা করে ছদ্মনামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করে বিখ্যাত সাংবাদিক "তাওফীক হাবীব" সম্পাদিত এবং শায়খ ইউসুফ আল-খাযিন কর্তৃক প্রকাশিত "আল-আখবার" (সংবাদ) নামক পত্রিকার প্রথম পাতা জুড়ে তা প্রকাশ করেন।[৫৮]

'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ খৃ. ১৯০৭-০৯ পর্যন্ত এ দু'বছর আল-দস্তুর পত্রিকায় কর্মরত থাকাকালে রাজনীতি, সমাজ-দর্শন ও সাহিত্য বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর সাহিত্য সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধাবলীর মধ্যে রয়েছে খৃ.১৯০৭ সালের ৪ ডিসেম্বর, তারিখের পত্রিকায় সপ্তদশ সংখ্যায় প্রকাশিত "ইবন আল-রুমী" বিষয়ক প্রবন্ধ; ১৯ জানুয়ারী ১৯০৮ সালে ৫৩তম সংখ্যায় প্রকাশিত "আবু তাম্মাম" বিষয়ক প্রবন্ধ, ২৯ জানুয়ারী ১৯০৮ সালে ৬২ তম সংখ্যায় প্রকাশিত "রুবা'ইয়াত আল-খয়্যাম" শীর্ষক প্রবন্ধ; ২৮ মার্চ, ১৯০৮

---

[৫৭]. তু. ড. শাওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৬-২৭; 'আমির আল-'আক্কাদ, লামহাত, পৃষ্ঠা-৬৫।

[৫৮]. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৭; প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

সালে ১১০তম সংখ্যায় প্রকাশিত ''হাফলু তাকরীমি হাফিয ইবরাহীম'' শীর্ষক প্রবন্ধ, একই সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত ''ফারিস ওয়া শু'আরাউহা'' শীর্ষক মোট ৭টি প্রবন্ধ।[৫৯]

উক্ত সময়ে প্রকাশিত তার গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলীর মধ্যে রয়েছে খৃ. ১৯০৭ সালের ২২ নভেম্বর প্রকাশিত পত্রিকার ষষ্ঠ সংখ্যায় ''লান নাসকুতা ওয়া ফী ফামিনা লিসানুন'' (আমাদের মুখে যবান থাকা পর্যন্ত আমরা থামব না) শীর্ষক প্রবন্ধ; ১৮, ২০, ২১, ও ২৫ ডিসেম্বর, ১৯০৮ সালে যথাক্রমে ২৯, ৩০, ৩১ ও ৩৪ তম সংখ্যায় প্রকাশিত আল-হুকুম আল-'উরফী (সামরিক শাসন) শীর্ষক ৫টি প্রবন্ধ; ৩ নভেম্বর, ১৯০৯ সালে ৬০৮ তম সংখ্যায় প্রকাশিত ''মাসআলাতু আল-ওয়াযারাত'' (মন্ত্রণালয়ের সমস্যা) শীর্ষক প্রবন্ধ এবং ১৭ নভেম্বর ১৯০৯ সালে ৬২০ তম সংখ্যায় প্রকাশিত ''আল-হুকুমাত ওয়া মজলিশ আল-শুরা'' (রাষ্ট্র ও পরামর্শ সভা) শীর্ষক প্রবন্ধ।[৬০]

খৃ. ১৯০৯ সালে ''আল-দস্তুর'' পত্রিকার উপর অত্যাচারী ''প্রকাশনা বিষয়ক বিধান''-এর মাধ্যমে সরকারী নিপীড়নের খড়গ নেমে আসে। সম্পাদক তাঁর রচনাবলী বিক্রয়সহ সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালিয়েও পত্রিকাটি চালু রাখতে সক্ষম হননি। ''আল-দস্তুর'' বন্ধ হয়ে গেলে আল-'আক্কাদ বেকার হয়ে পড়েন। ইত্যবসরে পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনে আল-'আক্কাদ আসওয়ান গমন করেন। পুনর্বার কায়রো ফিরে এসে চরম আর্থিক দুর্দশায় নিপতিত হয়ে দ্বিতীয় বারের মত তিল তিল করে সঞ্চিত গ্রন্থাবলী বিক্রয় করে আহার যোগাড় ও বাসা ভাড়া প্রদানের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হন। এ সময় তিনি বুকে ব্যথাজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বীয় শহর আসওয়ানে ফিরে যান। এখানে কিছুদিন অবস্থান-এর

---

৫৯. তু. আমির আল-'আক্কাদ, আল-'আক্কাদ, পৃষ্ঠা-৪০।
৬০. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পর আল-'আক্কাদ সাংবাদিক হিসেবে পূণরায় কর্মজীবন শুরু করার লক্ষ্যে আবারো কায়রো আসেন। রোগাক্রান্ত এ ব্যক্তিত্ব এখানে শীতের তীব্রতা সইতে না পেরে মাত্র তিন দিন অবস্থান করে আলেকজান্দ্রিয়ার উদ্দেশ্যে কায়রো ত্যাগ করেন। এখানে দু'মাস অবস্থান করে আবার কায়রো ফিরে এসে খৃ. ১৯১২ সালে আল-উসতায 'আবদ আল-রহমান আল-বারক্বূকী কর্তৃক প্রকাশিত "আল-বায়ান" (বর্ণনা) নামক সাময়িকীতে ম্যাকস নর্দ বিরচিত-"আল-মাদিনাহ্ আল-হাদিরাহ্" (আধুনিক সভ্যতা) শীর্ষক গ্রন্থের সারসংক্ষেপ প্রকাশ করতে থাকেন। আল-বায়ান কার্যালয়ে ড. মুহাম্মদ হুসাইন হায়কাল (খৃ.১৮৮৯-১৯৫৬), ড. ত্বাহা হুসাইন, ইব্রাহীম 'আবদ আল-কাদির আল-মাযিনী (খৃ. ১৮৮৯-১৯৪৯), 'আবদ আল-রহমান আল-শুক্রী (খৃ. ১৮৮৮-১৯৫৮) প্রমূখ সমকালীন প্রখ্যাত কলম সৈনিকের সাথে তাঁর সাক্ষাত ও ঘনিষ্ঠতা হয়। এ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সূত্র ধরে "আওক্বাফ দফতরে" তাঁর একটি চাকুরিও জুটেছিল বলে ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। এ পর্যায়ে (খৃ.১৯১২-১৪) শুকরী ও আল-মাযিনীর সাথে আল-'আক্কাদ 'উকায' নামক সাময়িকীতে বিভিন্ন বিষয়ে কলাম লিখেন। খৃ. ১৯১৩ সালে "আওক্বাফ দফতর" হতে আল-'আক্কাদকে কৌশলে সরানোর লক্ষ্যে "আল-মুওয়ায়্যিদ" পত্রিকার সম্পাদক আহমদ হাফিজ 'ইউয-এর মাধ্যমে সাহিত্য পাতা সম্পাদনার জন্য নিয়োগ করা হয়। আল-'আক্কাদ সানন্দে এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেও অল্প কয়দিন পরে খৃ. ১৯১৪ সালে পত্রিকার সম্পাদক খেদীভের সাথে সমুদ্র বিহারে চলে যাবার প্রাক্কালে তাঁকে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক নিযুক্ত করতঃ উৎকোচের বিনিময়ে খেদীভের গুন-গান সমৃদ্ধ নির্দ্ধারিত লেখা ছাপানোর প্রস্তাব করলে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন আল-'আক্কাদ ঘৃণাভরে এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন এবং আল-মুওয়ায়্যিদ থেকে পদত্যাগ করে আবারো বেকারত্বকে আলিঙ্গন করেন। পদত্যাগের পর আসন্ন শীত মওসুমে পড়া-শুনা ও লেখালেখির মাধ্যমে কাটানোর নিমিত্তে মাতৃভূমি "আসওয়ান" নগর পানে যাত্রা

Dhaka University Institutional Repository

করেন।[৬১] প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে এটিই ছিল 'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদের সর্বশেষ সাংবাদিকতা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালে আল-'আক্কাদ আসওয়ানেই অবস্থান করছিলেনঃ

" أدركتني الحرب العالمية الأولي وأنا في أسوان "

অবশ্য অলস দিন যাপনের মানুষ তো আর তিনি নন। এ সময় কালে তিনি "সা'আতু বায়না আল-কুতুব" (গ্রন্থাবলীর মাঝে কয়েক ঘন্টা), 'আল-ইনসান আল-সানী" (দ্বিতীয় মানব) "মাজমা' আল-আহইয়া" (জীবিতদের সমাবেশস্থল), "নাদী আল-'উজূল"(গো-বৎসের আড্ডা) ইত্যাদি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন।[৬২]

১৬ ডিসেম্বর, ১৯২২ সালে 'আবদ আল-কাদির হামযাহ্ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে "আল-বালাগ" শীর্ষক একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি নিতে সমর্থ হন। এ সংবাদ শুনে যারপর নাই আনন্দিত যগলূল "জাবাল তারিক" (জিব্রাল্টার পাহাড়)-এর নির্বাসনাবস্থা হ'তে এর উদ্যোক্তা-সম্পাদককে মোবারকবাদ জানিয়ে বার্তা প্রেরণ করেন। চিকিৎসার্থে আসওয়ানে অবস্থানকারী আল-'আক্কাদ "আল-বালাগ" সম্পাদকের সহকর্মী হবার আমন্ত্রণ পেয়ে প্রত্যুত্তরে তাকে পত্রিকা প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আপাততঃ আসওয়ান হ'তেই পত্রিকায় লেখার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। সত্যিই "হিযব আল-ওয়াফদ্ আল-মিশরীর" যখন একটি মুখপত্র ও আল-'আক্কাদ-এর মত একজন কলম সৈনিকের বড়ই প্রয়োজন ছিল, ঠিক তখনই "আল-বালাগ" মুখপত্র ও আল-

---

৬১. তু. ড. শাওকী দায়ফ, ম'আ আল-'আক্কাদ, পৃষ্ঠা-২৮-৩২; আহ্মদ মাহির আল-বাক্বরী, আল-'আক্কাদ, পৃষ্ঠা-৩৬-৩৭; 'আমির আল-'আক্কাদ, আল-'আক্কাদ, পৃষ্ঠা-৪১-৪৯; 'আমির আল-'আক্কাদ, লামহাত, পৃষ্ঠা-৬৭-৭৮।

৬২. 'আমির আল-'আক্কাদ, আল-'আক্কাদ, পৃষ্ঠা-৪৯-৫০; ড. শাওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

'আক্কাদ কলম সৈনিক হিসেবে আবির্ভূত হন।[৬৩] ২৮ জানুয়ারী, ১৯২৩ সালে "আল-বালাগ" পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আল-'আক্কাদ এ সংখ্যায়ই "আল-দস্তুর বায়না ইয়াদাই আল-ওয়াযারাহ" (সংবিধান মন্ত্রিসভার সম্মুখে) শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেন।[৬৪]

মিশরের এ টাল-মাটাল রাজনৈতিক পরিবেশে 'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ "আল-বালাগ"পত্রিকায় অজস্র রাজনৈতিক প্রবন্ধ রচনা করে তাঁর পছন্দের দল "হিযব আল-ওয়াফদ"এবং প্রিয় নেতা সা'দ যগলূলের রাজনৈতিক দর্শনকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখেন। সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটি সমালোচনামূলক তথ্যচিত্র ফুটে উঠেছে তাঁর রচিত প্রবন্ধাবলীর মাধ্যমে।

খৃ.১৯২২ সালের পহেলা মার্চ শাসনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব না নিয়েই 'আবদ আল-খালিক সারওয়াত পাশা একটি মন্ত্রীসভা গঠন করেন এবং তিনি শাসনতন্ত্র রচনার মত একটি দুঃসাধ্য কাজে অগ্রসর হন। এ লক্ষ্যে ৩ এপ্রিল, একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিশন (লাজ্নাত আল-দস্তুর) গঠন করেন। এ কমিটি খৃ.১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে একটি আপোসমূলক খসড়া সংবিধান রচনা করে। বাস্তবে উক্ত খসড়া সংবিধান কোন পক্ষকে খুশি করতে পারেনি, সংবিধানের ২৯ নং ধারায় বলা হয় যে, "The king shall be called king of Egypt and the sudan" ইংরেজ পক্ষ এরূপ ধারা কখনোই গ্রহণ করতে পারে না বলে জানিয়ে দেয়।

খৃ. ১৯২৭ সালের আগস্ট মাসে মহান নেতা সা'দ যগলূলের ইন্তিকালে শোকে মুহ্যমান আল-'আক্কাদ "আল-বালাগ" পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রবন্ধ রচনা করে

---

৬৩. তু. 'আমির আল-'আক্কাদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৯-৬১; ড. শাওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৮।
৬৪. 'আমির আল-'আক্কাদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬২।

Dhaka University Institutional Repository

মরহুম নেতার প্রতি শোক প্রকাশের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সা'দ-এর ইন্তিকাল পরবর্তী পর্যায়ে মিশরীয় রাজনৈতিক দলগুলো "হিযব আল-ওয়াফ্দ"-এর সাথে কোয়ালিশন গড়ে তোলে। অবশ্য এ ঐক্যমোর্চার মেয়াদকাল ছিল মাত্র এক বছর। খৃ. ১৯২৮ সালে মুহাম্মদ মাহমুদ পাশা সরকার গঠন করে ৩ বছরের জন্য নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করেন এবং ২রা আগস্ট তিনি তার বিরোধী শক্তি, তথাকথিত শান্তির ব্যাঘাত সৃষ্টিকারীদেরকে ডাণ্ডা মেরে ঠান্ডা করার হুমকী প্রদান করে বলেন: سأضرب بيد من حديد علي كل عابث بالأمن وعامل لأضطراب حبل النظام العام - এতদশ্রবনে চির প্রতিবাদী আল-'আক্কাদ কলম ধরলেন। তিনি "কাওকাব আল-শারক" পত্রিকায় "মজনূন ফী ইয়াদিহি সায়ফুন" (পাগলের হাতে তরবারী) শীর্ষক প্রবন্ধ লিখে এর কঠোর প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপন করেন।[৬৫]

খৃ.১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে আল-'আক্কাদ প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য পদ লাভ করেন।[৬৬]

'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদের দৃঢ় অবস্থান ছিল বরাবরই সাংবিধানিক শাসনের স্বপক্ষে। কিন্তু বাদশাহ ফুয়াদ সংবিধানের "আল উম্মাহ মাসদার আল-সালতাত" (জনগণই ক্ষমতার উৎস) শীর্ষক এ মূল স্তম্ভ ইংরেজদের ইচ্ছানুসারে বাদ দিতে উদ্যোগী হলে আল-'আক্কাদ "আল-বালাগ" পত্রিকায় দু'টো প্রবন্ধ লিখে এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। ফলে "আল বালাগ" পত্রিকা রাজ-রোষানলে পতিত হয়ে বন্ধ হবার উপক্রম হয়। তখন তিনি একদিন পর পর পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার সুযোগ পেতেন। মাঝে মাঝে তাঁর পালার দিনে সম্পাদক টেলিফোন করে বলে দিত, "আজ আপনার কষ্ট করে লেখার দরকার নেই।" একদিন

---

৬৫. তু. 'আমির আল-'আক্কাদ, লামহাত, পৃষ্ঠা-১০৩-১০৫।
৬৬. J. Brugman, An Introduction, p. 125.

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদক তাঁর সাথে কোন বিষয়ে অযাচিত শিশুসুলভ আচরণ করলে আল-'আক্কাদ ২৩ ফেব্রুয়ারি, খৃ. ১৯২৯ সালে রাগ করে পত্রিকা অফিস ত্যাগ করেন। এভাবে চারদিন কেটে গেলেও কর্তৃপক্ষের কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত না হওয়ায় তিনি ২৭ ফেব্রুয়ারি, খৃ. ১৯২৯ সালে "আল-বালাগ" পত্রিকা ত্যাগ করেন।[৬৭]

খৃ. ১৯৩০ সালের সাধারণ নির্বাচনে "হিযব আল-ওয়াফ্দ" ২৩৫টি আসনের মধ্যে ২১২টি আসন পেয়ে জানুয়ারী মাসে তৃতীয় বারের মত সরকার গঠন করলেও অল্প দিনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ও রাজার অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে সরকারের পতন ঘটে। ইসমাঈল সিদকী এক প্রতিক্রিয়াশীল সরকার গঠন করেন। খৃ. ১৯২৩ সালের শাসনতন্ত্র বাতিল করে অধিক প্রতিক্রিয়াশীল সংবিধান রচনা করে সমস্ত ক্ষমতা রাজার হাতে তুলে দেয়া হয়। নতুন নির্বাচনী আইন দ্বারা সরকার বিরোধীদের নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতাসীন হওয়ার পথ রুদ্ধ করেন। ইসমাইল সিদকী "হিযব আল-শা'ব" (জনদল) নামে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। মাতৃভূমি মিশরের এহেন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দেশপ্রেমিক আল-'আক্কাদ সদস্য হবার সুবাদে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে স্বভাবসূলভ ভঙ্গীতে উপস্থাপিত অবিভাষণে এ মর্মে ঐতিহাসিক উক্তি করেন: "জাতির সংবিধান স্থগিত অথবা নির্বাক করে দিতে চায় এমন নেতা হতে দূরে অবস্থানের জন্য জাতি প্রস্তুত।"

অনেকে মনে করেন যে, উক্ত উক্তির কারনেই পরবর্তীকালে আল-'আক্কাদকে জেলে নেয়া হয়। আসলে তার জেল গমনের এটিই একমাত্র কারণ ছিল না। বড় জোর এটিকে "মুকাদ্দামু আল-মুকাদ্দামাত" (অন্যতম পটভূমি) বলা যেতে পারে। সংবিধান পদদলনকারীদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেই আল-'আক্কাদ ক্ষান্ত হননি; বরং খৃ. ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে "আল-মুওয়ায়্যিদ আল-জাদীদ"

---

৬৭. "মিন যিকরিয়্যাতি", পৃষ্ঠা-১০৪,১২০, উদ্ধৃত, আহমদ মাহির আল-বাক্বরি, আল-'আক্কাদ, পৃষ্ঠা-৩৯-৪০।

Dhaka University Institutional Repository

(নতুন সহযোগী) শীর্ষক পত্রিকায় তাদের সমালোচনায় নিম্নোক্ত প্রবন্ধাবলীর প্রকাশ করেন। যেমন, "আল-ওয়াযারাত আল-বরীতানিয়্যাহ ওয়া আল-আযমাত আল-মিশরিয়্যাহ আল-হাদিরাহ" (বৃটিশ মন্ত্রিসভা ও মিশরের বর্তমান সঙ্কট), "আল ইসতিক্লাল লি-হুররিয়্যাতি মিশর ও সা'আদাতিহা লা-লি-ইস্তিব'আদি মিশর ওয়া তাযীবিহা (স্বনির্ভরতা মিশরের স্বাধীনতা ও সৌভাগ্যর জন্য, মিশরের দাসত্ব ও শান্তির জন্য নয়), "রায়ী ফী আল-আযমাত আল-হাদিরাহ" (বর্তমান সঙ্কটে আমার অভিমত); "আল-রাজইয়্যুন ওয়া আল-ইনজলীয আল-মাহালী" (প্রতিক্রিয়াশীল ও স্থানীয় ইংরেজগণ); "সা-ইয়াবদুলু আল-দস্তুর ওয়া-লাকিন কায়ফা"(সংবিধান পরিবর্তন হবে, কিন্তু কি ভাবে?); "আল-রাজ'ইয়্যাত আল-আদুভ্য আল-আকবর ফী আল-আযমত আল-দস্তুরিয়্যহ আল-হাদিরাহ" (প্রতিক্রিয়াশীলতাই বর্তমান সাংবিধানিক সঙ্কটের বড় শত্রু) ইত্যাদি। এ সকল প্রবন্ধ প্রকাশের কারণে আল-'আক্কাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে সরকার মামলা দায়ের করে।[৬৮] তখনকার "বৃটেনের রাজধানীতে অনুষ্ঠিতব্য প্রতিনিধি পরিষদ-সম্মেলনে মিশরের প্রতিনিধিত্ব করার মানষে প্রতিনিধি পরিষদ ডেপুটেশনের সাথে খৃ. ১৯৩০ সালের গ্রীষ্মকালে লন্ডন ভ্রমনের ইচ্ছা ছিল আমার মনে। রাজনৈতিক পাসপোর্ট তৈরী, লন্ডন ও ইউরোপীয় রাজধানী সমূহের নির্দেশিকাও আমি ক্রয় করে রেখেছি। শুধু টিকিট ক্রয় বাকী। পরে জানতে পারলাম আমার সফরই আমাকে ইউরোপে কয়েক বছর বেকার নির্বাসনে পাঠানোর ওছিলা হবে। শেষ মুহূর্তে ভ্রমনের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে বললামঃ বেকার নির্বাসনের চেয়ে (যেখানে জীবন ও স্বাস্থের কোন গ্যারান্টি নেই) কারাগারই উত্তম।"[৬৯]

---

৬৮. 'আমির আল-'আব কাদ, আল-'আক্কাদ, পৃষ্ঠা-১৫১-১৫৪।

৬৯. আল-'আক্কাদ, আনা, পৃষ্ঠা-১২৮।

Dhaka University Institutional Repository

২১ অক্টোবর, ১৯৩০ সালে তাঁকে কোর্ট এ হাজির করা হয় এবং সরকারের পক্ষ হ'তে তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারী দন্ডবিধির ১৫৬ ধারা প্রয়োগের আহবান জানানো হয়। ৩১ ডিসেম্বর , ১৯৩০ সালে ঘোষিত রায়ে আল-'আক্কাদকে ৯ মাস কারাবাসের আদেশ দেয়া হয়। ফলে ৮ জুলাই, ১৯৩১ সালে আল-'আক্কাদ জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। জেল জুলুম আল-'আক্কাদকে তার নীতিবোধ থেকে এতটুকুও নড়াতে পারেনি। তিনি বলেনঃ[৭০] ''কারা প্রকোষ্ঠের অন্ধকার সঙ্কল্প হতে আমায় টলাতে পারেনি, প্রতিটি রাত যখন তোমাকে অন্ধকার ঢেকে রাখবে। বিছানা নয়! কারা-অন্ধকার আমার মত হ'তে আমাকে দূরে নিতে পারেনি। আমার বন্ধু ও শত্রু, তাদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। তারা যেমনটি অঙ্গীকার করেছে, আমার জন্য তাই করেছে।''

তিনি ইসমা'ঈল সিদ্কীর স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে ''আল-'আফ্কার'' (চিন্তা), আল-মাসা' (বিকেল), ''আল জিহাদ'' (প্রচেষ্টা) ইত্যাদি পত্রিকায় কলম যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন। এ ধারা চলতে থাকে খৃ. ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত। এ সময় তাঁর বিখ্যাত কয়েকটি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়।

খৃ. ১৯৩৪ সালে 'আবদ আল-ফাত্তাহ ইয়াহ্ইয়া-এর সরকার পতনের পর মুহাম্মদ নাসীম পাশা সরকার গঠন করেন। জনগণের জোর প্রত্যাশা ছিল যে, ইসমা'ঈল সিদ্কী কর্তৃক স্থগিতকৃত সংবিধান পুনর্বহালপূর্বক নাসীম সাংবিধানিক শাসন উপহার দিবেন। কিন্তু জনগণের আশায় গুড়েবালি। নাসীম সাংবিধানিক শাসনের পরিবর্তে ব্যক্তি কেন্দ্রিক শাসনের দিকে ঝুকে পড়েন। হিয্ব আল-ওয়াফদ-এর পক্ষ থেকে মুস্তফা আল-নাহ্যাস গণ আকাঙ্খার বিপরীতে এ সরকারকে সহায়তা করার অঙ্গিকার করল। এহেন পরিস্থিতিতে আল-ওয়াফদ-এর লেখক আল-'আক্কাদ নাসিম সরকারের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন এবং আল-

---

৭০. 'আমির আল-'আক্কাদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াফ্দ পার্টিকে ও উক্ত সরকারকে সহায়তা করা হ'তে বিরত থাকতে আহবান জানালেন। কিন্তু নাহ্যাস এ সর্তকতা উপেক্ষা করতে থাকায় আল-'আক্কাদ বনাম নাহ্যাস বিরোধ তুঙ্গে উঠে। ফলশ্রুতিতে আল-'আক্কাদ ''রূয-আল-ইউসুফ'' পত্রিকায় উক্ত সরকারের সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করতে শুরু করেন। খৃ. ১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাসে নাহ্যাস পাশা আল-'আক্কাদকে ডেকে ''হিযব আল-ওয়াফদ'' সমর্থিত নাসীম মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে তাঁর সমালোচনার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। চির বিপ্লবী, নীতির প্রশ্নে আপোষহীন আল-'আক্কাদ আত্মপক্ষ সর্মথন করে দৃঢ়তার সাথে বলেনঃ ''তুমি 'আল-ওয়াফদ'-এর নেতা, তোমার পার্শ্বে যারা আছে তারা তোমাকে এ গদীতে বসিয়েছে..... আর আমি, একমাত্র আমার কলমই আমাকে এমন স্থানে সমাসীন করেছে, স্বয়ং সা'দ যগলুল ও গোটা জাতি একে মূল্যায়ন করেছে।'' উক্ত মন্তব্য করে আল-'আক্কাদ আলেকজান্দ্রিয়া শহরে অনুষ্ঠানরত ''হিযব আল-ওয়াফদ''-এর বৈঠক ত্যাগ করেন।[৭১] এ পর্যায়ে আল-'আক্কাদকে পার্টি হতে বহিষ্কার করা হয়। He came in to Conflict with The leaders of the ``wafd'' and was Expelled from The party.[৭২]

আল-'আক্কাদ-এর নিম্নোক্ত ভাষ্যানুযায়ী প্রতীয়মান হয় যে, তিনি নিজে পার্টি ত্যাগ করেনঃ[৭৩] ''ঐ ঘটনার দিন আলেকজান্দ্রিয়ায় আমাদের বন্ধু সায়্যিদ আল-জাবলাভী আমার সাথে ছিলেন..... তিনি সম্মেলন স্থলের কাছেই আমার অপেক্ষায় ছিলেন..... যখন আমি বেরুলাম তখন আমার কাছে এসে চুপিসারে জিজ্ঞেস করলো..... কি খবর? হে উস্তাদ, সম্ভবতঃ ভালো..... এক মহূর্ত আপেক্ষা করে বলল মঃ এখন থেকে আমি তাদের সাথে নেই।''

---

[৭১]. তু. 'আমির আল-'আক্কাদ, সামহাভ, পৃষ্ঠা-১১২-১১৩।
[৭২]. J. Brugman, An Introduction, p. 125.
[৭৩]. 'আমির আল-'আক্কাদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১৩।

Dhaka University Institutional Repository

রাজা ফারুক খৃ. ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। নাহ্যাস অগাস্ট মাসে তাঁর চতুর্থ ওয়াফদ সরকার গঠন করেন। দলীয় ঐক্য ও সংহতির স্বার্থে মাহমুদ; আল-নক্বরশী ও 'আলী মাহিরকে দল হ'তে বহিস্কার করেন। বহিস্কৃত এ দু'নেতা মিলে খৃ. ১৯৩৭ সালেই "আল-হাইয়্যাহ আল-সা'দিয়্যাহ"(সা'দপন্থী সংঘ) নামে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ইতোপূর্বে "হিযব আল-ওয়াফদ" হতে পদত্যাগকারী 'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ এ সংগঠনে যোগদেন। খৃ. ১৯৩৮ সালে তিনি এ দলের প্রার্থী হিসেবে "আল-সাহ্‌রা আল-ঘারবিয়্যাহ"[৭৪] (পশ্চিমের মরুভূমি) অঞ্চল হতে সংসদ সদস্য (Member of Perliament) নির্বাচিত হন।[৭৫] ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৩৮ সালে নাহ্যাস সরকারকে ন্যাক্কারজনক ভাবে বরখাস্ত করা হয়। খৃ. ১৯৩৯ সালে মুহাম্মদ মাহমুদ একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন সত্য, কিন্তু অগাস্ট মাসে রাজা তাকে বরখাস্ত করেন। ইতোমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় মিশরে এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। মিশর যদিও প্রকৃত অর্থে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েনি, তবুও মিশর আর্ন্তজাতিক, রাজনৈতিক এবং কুটনৈতিক স্নায়ুকেন্দ্রে পরিণত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ প্রাক্কালে 'আলী মাহির পাশা মিশরের শাসন ক্ষমতায় সমাসীন ছিলেন। ২২জুলাই, খৃ.১৯৪০ সালে অনুষ্ঠিত এক সভায় উপস্থাপিত রাজার প্রস্তাব অনুযায়ী 'আলী মাহির সরকার পদত্যাগ করলে নির্দলীয় হাসান সাবরী একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। ১৪ নভেম্বর, খৃ. ১৯৪০ সালে বক্তৃতারত অবস্থায় হঠাৎ তার মৃত্যু ঘটলে আর একজন নির্দলীয় নেতা হুসাইন সারী একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন।[৭৬]

---

৭৪. আল-সাহরা' আল-ঘারবিয়্যাহঃ নীল নদের পশ্চিম তীরবর্তী লিবিয়া সিমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত মরু এলাকা। যা সিমান্তের এক তৃতীয়াংশ। এর আয়তন প্রায় ৬৮১০০ বর্গ কিলোমিটার প্রায়। আল-মুনজিদ, পৃষ্ঠা-৩৪৪।

৭৫. J. Brugman, An Introduction, p. 125. 'আমির আল-'আক্কাদ, আল-'আক্কাদ, পৃষ্ঠা-২৩১।

৭৬. তু. 'আমির আল-'আক্কাদ, আল-'আক্কাদ, পৃষ্ঠা-২৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

০৪.

একজন সাহিত্যিকের মধ্যে সাহিত্য সাধনার মৌলিক যোগ্যতা প্রকৃতিগতভাবেই পরিস্ফুট হয়। এখানে অর্জনের তুলনায় প্রকৃতির দানই মুখ্য। তবে খোদা প্রদত্ত মেধার যথাযথ ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই। 'আব্বাস মাহমুদ আল-'আকক্কাদ প্রকৃতিগত ভাবেই প্রতিভাবান ছিলেন এতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। কিন্তু আমরা তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রেক্ষাপট বলতে শৈশব হতেই তার মধ্যে প্রাকৃতিক মেধার যে প্রতিচ্ছায়া পরিলক্ষিত হয় এবং স্থান, কাল ও পাত্রের যে প্রভাব তাঁর মনোজগতে প্রতিবিম্বিত হয়েছিল তার সম্পর্কে কিঞ্চিত আভাস দেয়াকেই বুঝাব। যেমন, তিনি নিজেই তাঁর আত্মজীবনী "আনা"(আমি) গ্রন্থে"আশ্শায় আল্লাতি জাআ'লাত্নী কাতিবান" (যে সকল বিষয় আমাকে লেখক বানিয়েছে) শীর্ষক প্রবন্ধ উপাস্থাপনের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনার ফলক উন্মোচন করেছেন।

খৃ. ১৮৯৭, ১৮৯৮ এবং ১৮৯৯ সালে মিশর কর্তৃক সূদান আক্রমনের প্রাক্কালে 'আল-'আক্কাদের জন্ম ভূমি আস্ওয়ানের কফি হাউসগুলো বাদ্যযন্ত্র সমৃদ্ধ কবিদের আড্ডাখানায় পরিণত হত। তারা সূদানের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে মিশরবাসীকে উত্তেজিত করার প্রয়াস পেত। আল-'আক্কাদের বয়সী শিশুরা এসব চেয়ে চেয়ে দেখত। মাত্র নয় বছর বয়সে অংক শাস্ত্রের প্রশস্তি গেয়ে আল-'আক্কাদ কর্তৃক ইতোপূর্বে উল্লেখিত কবিতা রচনার এটিই প্রেক্ষাপট বললে মোটেই অত্যুক্তি হবেনা।[৭৭]

আল-'আক্কাদ আস্ওয়ানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র থাকা কালে একবার ইমাম মুহাম্মদ 'আবদুহু সে স্কুলে পরিদর্শনে গেলে স্কুলের শিক্ষক শায়খ ফখর

---

৭৭. তু. আহমদ 'আবদ আল-গফূর 'আত্তার, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২০।

Dhaka University Institutional Repository

আল্-দীন মুহাম্মদ আল-দশনাভী আল-'আক্কাদের "আল-হরবু ওয়া আল-সালাম"(যুদ্ধ ও শান্তি) বিষয়ে লিখিত রচনার খাতা পরিদর্শকের সামনে এগিয়ে দেন। মহান পরিদর্শক এ খুদে বালকের লিখিত রচনা দেখে মন্তব্য করেন: [৭৮] "ভবিষ্যতে এ শিশু বড় লেখক হবে।" 'আল-'আক্কাদের জীবনে ইমামের ভবিষ্যদ্বাণী সর্বাংশে সত্য হিসেবে প্রতিভাত হয়েছিল। তিনি বরিত হয়েছিলেন 'ইমলাক আল-আদব আল-'আরাবী" হিসেবে।

একবার তাঁর আর এক শিক্ষক শায়খ মুস্তফা 'আসিম বাড়ির কাজ হিসেবে "আল-মাদরাসাহ আল্লাতী নাতা'আল্লামু ফীহা" (যে পাঠশালায় আমরা পড়ি) শীর্ষক রচনা লেখার দায়িত্ব প্রদান করেন। আল-'আক্কাদ তখন ইবতিদায়ী ২য় শ্রেণীর ছাত্র। রচনা ঐ শ্রেণীর পাঠক্রমের অন্তর্ভূক্তও ছিলনা। সে যাই হোক, নির্দিষ্ট দিনে পাঠশালায় গিয়ে সতীর্থদের এতদসংক্রান্ত প্রশ্নে সম্বিৎ ফিরে এলো আল-'আক্কাদের। রাফখাতা বের করে ঝটপট কয়েক লাইন লিখে শিক্ষকের সামনে হাজির করা মাত্র তাঁর ছোট ছোট সহপাঠীরা চিৎকার দিয়ে উস্তাদজীকে বলল যে, অল্প কিছুক্ষণ আগেও এ বিষয়টি সে বেমালুম ভুলেছিল, শিক্ষক মন্তব্য করলেনঃ "إن هذا أدل على الإجادة وحسن الإستعداد "

'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ পরিণত বয়সে 'আরবী সাহিত্যের সকল শাখায় অবাধ বিচরণের মাধ্যমে তাঁর ঐ শিক্ষকের মন্তব্যের যথাযথ বাস্তবায়ন ঘটিয়েছিলেন স্বীয় জীবনে।[৭৯] 'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ 'আরবী বর্ণমালা পড়ার পরই সম্মুখে পেয়েছিল তার বাবার সংগৃহীত 'আবদ আল্লাহ নাদীম সম্পাদিত "আল-উস্তায" "আবু নদারাহ" "আল-'উরওয়াহ আল ভুসকা" ইত্যাদি পত্রিকাগুলো। তিনি প্রায়শঃই এ সকল পত্র-পত্রিকা প্রকাশকদের বিপ্লবী

---

৭৮. তু. আল-'আক্কাদ, আনা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬৩-৬৪।
৭৯. তু. আল-'আক্কাদ, আনা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

জীবনধারা সম্পর্কিত গল্পও শুনতেন তাঁর বাবার মজলিসে আগত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জবানে। এসব দেখে ও শুনে বালক আল-'আক্কাদ একদিন "আল-তিলমীয" নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন (সম্ভবতঃ হাতে লিখে) " আল-উস্তায" পত্রিকার অনুকরণে। আর সূচনা প্রবন্ধের শিরোনাম দিলেন আল-নাদীম-এর " لو كنتم مثلنا لفعلتم فعلنا " প্রবন্ধের অনুকরণ করে " لو كنا مثلكم لما فعلنا فعلكم "।[৮০] উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা 'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদের সাহিত্যিক জীবনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে মোটামুটি একটি প্রচ্ছন্ন ধারণা লাভে সক্ষম হই।

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, 'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদকে " ইমলাক আল-আদব আল-'আরবী" অভিধায় অভিহিত করা হয়। এ উপাধী সাহিত্যে তাঁর বহুমুখী অভিধার স্বীকৃতি। তিনি যেমনি ভাবে আধুনিক শৈলীতে কবিতা রচনা করেছেন ঠিক তেমনি 'আরবী গদ্য সাহিত্যের আধুনিক সকল শাখায় দু'হাতে কলম চালিয়ে সব্যসাচী লেখক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। ভাব, ভাষা, বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনাসহ সার্বিক বিষয়ে আল-'আক্কাদ তাঁর প্রখর মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন। আমরা নিম্নে 'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদের রচনাবলীর একটি তালিকা প্রদান করছিঃ

এক. الشعر (আল-শি'র কবিতা)ঃ

খৃ. ১৯১৬ সাল থেকে শুরু করে খৃ. ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত আল-'আক্কাদের মোট ১১টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।[৮১] যেমন :

১. يقظة الصباح (ইয়াকযাত আল্-সাবাহ), ১৯১৬ খৃ.

২. وهج الظهيرة (ওয়াহ্জ আল্-যাহীরাহ), ১৯১৭ খৃ.।

---

৮০. আল-'আক্কাদ, প্রাগুক্ত।

৮১. তু. ড. নি'মাত আহমদ ফুয়াদ, ফী আদব আল-'আক্কাদ, পৃষ্ঠা-২২০; বদভী আহমদ তবানহ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠ-১৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

৩. أشباح الأصيل (আশবাহ আল্-আছীল), ১৯২১ খৃ.।

৪. أشجان الليل (আশজান আল্-লাইল), ১৯২৮ খৃ.।

৫. وحي الأربعين (ওয়াহী আল-আরবা'ঈন), কায়রো: মাতবা'আল-হিলাল, ১৯৩৩ খৃ.।

৬. هدية الكروان (হাদইয়াহ্ আল-কারওয়ান), কায়রো: মাতবা'আল-হিলাল, ১৯৩৩ খৃ।

৭. عابر سبيل ('আবির সাবীল), কায়রো: মাকতাবাহ আল-নাহদাহ আল-মিস্‌রিয়্যাহ, ১৯৩৭ খৃ।

৮. أعاصير مغرب (আ'য়াসীর মাগরিব), কায়রো: আল-মাকতাবাহ আল-তিজারিয়্যাহ আল-কুবরা, ১৯৪২ খৃ।

৯. بعد الأعاصير (বা'দ আল-আ'য়াসীর), কায়রো: দার আল-মা'আরিফ, ১৯৫০ খৃ।

১০. ديوان من دواوين (দীওয়ান মীন-দাভাভীন), কায়রো: মাতবা 'আল-ইস্তিক্বামাহ, ১৯৫৮ খৃ।

১১. ما بعد البعد (মা বা'দ আল-বা'দ), কায়রো: দার আল-মা'আরিফ, ১৯৬৬ খৃ।

দুই. আল-আদব ওয়া আল-ইজতিমা' ওয়া আল-তারীখ-(সাহিত্য, সমাজ ও ইতিহাস):[৮২]

১. الفصول (আল-ফুসূল), কায়রো: মাকতাবাহ আল-সা'আদাহ, আল-মাকতাবাহ আল-তিজারিয়্যাহ, হি: ১৩৪১/১৯২২ খৃ.।

২. الشذور (আল-শুযুর), ১৯৫১ খৃ।

---

[৮২] তু. ড. নি'মাত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২২১।

Dhaka University Institutional Repository

৩. مطالعات في الكتب والحياة (মুতালা'আত ফী আল-কুতুব ওয়া আল-হায়াত), কায়রো: আল-মাতবা' আল-তিজিরিয়্যাহ আল-কুবরা' হি. ১৩৪৩/১৯২৪ খৃ।

৪. مراجعاتفي الأدب والفنون (মুরাজা'আত ফী আল-আদব ওয়া আল-ফুনূন), কায়রো: আল-মাতবা'আল-'আসরিয়্যাহ, ১৯২৫ খৃ।

৫. أشتات مجتمعات في اللغة والأدب (আশতাত মুজতামি'আত ফী আল-লুঘাহ ওয়া আল-আদব), কায়রো: দার আল-মা'আরিফ, ১৯৬৩ খৃ।

৬. ساعات بين الكتب (সা'আত বায়ন আল-কুতুব), ১ম খন্ড, কায়রো: মাতবা'আল-মুকতাতফ ওয়া আল-মুকাত্তাম, খৃ.১৯২৭/১৯২৯; ২য় খন্ড, কায়ারো: মাকতাবাত আল-নাহদাহ আল-মিসরিয়্যাহ, মাতবা'আল-লাজনাহ আল-তা'লীফ, খৃ.১৯৪৫; দু' খন্ড একত্রে বাঁধাই, ১৯৩৭খৃ.।

৭. عالم السدود والقيود ('আলম আল-সাদূদ ওয়া আল-কুয়ূদ), কায়রো: মাকতাবাত আল-নাহদাহ আল-মিসরিয়্যাহ, ১৯৩৭ খৃ।

৮. يسألونك (ইয়াসআলূনাক), কায়রো: লাজনাত বায়ন আল-'আরবী, মাতবা' মিসর, হি. ১৩৬৫/১৩৬৬-১৯৪৬ / ১৯৪৭ খৃ।

৯. بين الكتب والناس (বায়ন আল-কুতুব ওয়া আল-নাস), কায়রো: মাতবা' মিসর, ১৯৫২ খৃ।

১০. إبليس (ইবলীস), কায়রো: মাতাবি 'আখবার আল-ইয়াওম, ১৯৫৫ খৃ.।

১১. على الأثير ('আলা আল-আসীর), কায়রো: দার আল-ফিকর আল-'আরাবী ১৯৪৭/১৯৫৩ খৃ.

১২. مطالعات مختارات الإذاعة (মুতালা'আত মুখতারাত আল-ইযা'আহ), কায়রো: ওয়াযারাত আল-ইরশাদ আল-ক্বাওমী, ১৯৫৬ খৃ.।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. عقا ئد المفكرين في القرن العشرين ('আকারিদ আল-মুফাক্কিরীন ফী আল-ক্বারন আল-ঈশরীন), কায়রো: মাকতাবাত আল-ইনজলু আল-মিসরিয়্যাহ, ১৯৪৫ খৃ।

১৪. في بيتى (ফী বায়তী), কায়রো: দার আল-মা'আরিফ, ১৯৪৫ খৃ.।

১৫. القرن العشرون ماكان وماسيكون (আল-ক্বারন আল-ঈশরুন মা কানা ওয়ামা সা'য়াকুন), কায়রোঃ মাকতাবাত আল-ইনজলু আল-মিসরিয়্যাহ, ১৯৫৮/১৯৫৯ খৃ.।

১৬. ١١يوليووضرب الإسكندرية (১১ ইয়ূলিউ ওয়া দারব আল-ইসকান্দারিয়্যাহ), কায়রো: মাতাবি' দার আল-আখবার আল-ইয়াওম, ১৯৫২ খৃ.।

১৭. اليد القوية في مصر (আল-ইয়াদ আল-কাভিয়্যাহ ফী মিসর), ১৯২৮ খৃ.।

১৮. جوائز الأدب العالمية مثل جائزة نوبل ١٩٦٤ (জাওয়াইব আল-আদব আল-'আলামিয়্যাহ, মিসলু জাইযাহ নূবাল ১৯৬৪)খৃ.।

তিন. القصة **(আল-কিস্‌সাহ-উপন্যাস)** ঃ[৮৩]

১. سارة (সারাহ), কায়রো: মাতবাআ' হিজাযী, ১৯৩৮ খৃ.।

চার. الدراسة والنقدواللغة **(আল-দিরাসাহ ওয়া আল-নাক্বদ ওয়া আল-লুঘাহ-গবেষণা, সমালোচনা ও ভাষা)** ঃ[৮৪]

১. شعراءمصروبيناتهم في الجيل الماضى (শু'য়ারাউ মিসর ওয়া বীআতুহুম ফী আল-জীল আল-মাদী), কায়রো: মাতবা'আ হিজাযী, হি: ১৩৫৫/ ১৯৩৭ খৃ.।

---

[৮৩] তু. ড. নি'মাত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২২১।

[৮৪] তু. ড. নি'মাত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২২২।

Dhaka University Institutional Repository

২. قمبيزفيالميزان (ক্বামবীয ফী আল-মীযান), কায়রো: মাতবা' আল মাজাল্লাহ আল-জাদীদাহ, ১৯৩১ খৃ.।

৩. اللغة الشاعرة مزايا الفن والتعبير في اللاغة العربية (আল-লুঘাহ আল-শা'ঈরাহ্ মাযায়া আল-ফান ওয়া আল-তা'বীর ফী আল-লুঘাহ আল-'আরাবিয়্যাহ), কায়রোঃ মাকতাবাত আল-ইনজলু আল-মিসরিয়্যাহ, ১৯৬০ খৃ.।

পাঁচ. الترجمة **(আল-তারজামাহ-অনুবাদ)** ঃ[৮৫]

১. عرائس وشياتين مجموعة من الشعر العالمى (আরাঈস ও শায়াতীন-বিশ্ব কাব্য সংকলন), কায়রো: দারু ইয়াহ্ইয়া আল-কুবরা আল-'আরাবিয়্যাহ, মাতবাআ' ঈসা আল-বাবী আল হালবী, ১৯৪৫ খৃ.।

২. ألوان من القصة القصيرة في الأدب الأمريكى (আলওয়ান মিন আর-কিস্সাহ আল-কাসীরাহ ফী-আল-আদব আল আমরীকী), কায়রোঃ ১৯১১/ ১৯১২ খৃ.।

ছয়. المذكرات **(আল-মুযাক্কিরাত-নোট বই)** ঃ[৮৬]

১. خلاصة اليومية (খুলাসাহ্ আল-ইয়াওমিয়্যাহ), কায়রো, ১৯১১/১৯১২ খৃ.।

২. اليوميات (আল-ইয়াওমিয়্যাত), ১ম খন্ড, কায়রো: দার আল-মা'আরিফ, ১৯৬৩ খৃ.;২য় খন্ড, ১৯৬৪/১৯৬৫খৃ.; ৩য় খন্ড, কায়রো: দার আল-শা'ব, ১৯৭০/১৯৭১ খৃ.; ৪র্থ খন্ড, কায়রো: দার আল-শা'ব, ১৯৭১/১৯৭২ ।

---

[৮৫] প্রাগুক্ত।

[৮৬] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সাত. الفلسفة **(আল-ফালসাফাহ-দর্শন)** ঃ[৮৭]

১. مجمع الأحياء (মাজমা'আল-আহ্ইয়া), কায়রোঃ মাতবাআ 'মুহাম্মাদ মাতার, ১৯১৬ খৃ.।

২. الله (আল্লাহ) কায়রোঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৪৭ খৃ।

আট. السياسة **(আল-সিয়াসাহ-রাজনীতি)** ঃ[৮৮]

১. الحكم المطلق في القرن العشرين (আল-হুক্ম আল-মুতলাক ফী আল-ক্বারন আল-'ঈশরীন), কায়রোঃ মাতবা' আল-বালাগ আল-উসবূ'ঈয়্যাহ, ১৯২৮খৃ.।

২. أفيون الشعوب (আফইয়ূন আল শু'উব), কায়রোঃ মাকতাবাত আল-ইনজলু আল-মিসরিয়্যাহ, ১৯৫৬খৃ.।

৩. فلاسفة الحكم في القرن الحديث (ফালাসিফাহ আল-হুক্ম ফী আল ক্বারন আল-হাদীস), কায়রোঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৫০খৃ.।

৪. الشيوعية والإنسانية (আল-শুয়ূ'ঈয়্যাহ ওয়া আল-ইনসানিয়্যাহ), কায়রোঃ দার আল-ফুতূহ লি-আল-তিবা'আহ, ১৯৫৫ / ১৯৫৬খৃ.; আল-শুয়ূ'ঈয়্যাহ ওয়া আল-ইনসানিয়্যাহ ফীশারী'আহ্ আল-ইসলাম শিরোনামে পুনঃমুদ্রিত হয়। কায়রোঃ দার আল-হিলাল, ১৯৬৩ খৃ.।

৫. النازية والأديان (আল-নাযিয়্যাহ ওয়া আল-আদইয়ান), কায়রোঃ দার আল-মুস্তাক্বাল, ১৯৪০ খৃ.।

৬. الصهيونية العالمية (আল-ছাহয়ূনিয়্যাহ আল-'আলামিয়্যাহ), কায়রোঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৫৫/১৯৫৬ খৃ.।

---

[৮৭] প্রাগুক্ত।

[৮৮] তু. ড. নি'মাত, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৭. لاشيوعية ولاإستعمار (লা শুয়ূ'ঈয়্যাহ ওয়া লা ইস্তি'মার), কায়রো: দার আল-হিলাল, ১৯৫৭ খৃ.।

নয়. التراجم والسير **(আল-তরাজিম ওয়া আল-সিয়র-জীবনী) ঃ**[৮৯]

'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ বিরচিত জীবনীগুলো সাধারণত দু'ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে:

ক. العبقريات والشخصيات الإسلامية (আল-'আবক্বারিয়্যাত ও আল-শাখসিয়্যাত আল-ইসলামিয়্যাহ-প্রতিভা সিরিজ ও ইসলামী ব্যক্তিত্বগণ);

খ. التراجم (আল-তারাজিম-অন্যান্য জীবনী সমূহ)।

ক. العبقريات والشخصيات الإسلامية **(আল-'আবক্বারিয়্যাত ও আল-শাখসিয়্যাত আল-ইসলামিয়্যাহ:**

১. عبقرية محمد ('আবক্বারিয়্যাতু মুহাম্মাদ), কায়রো: আল-মাকতাবাত আল-তিজারিয়্যাহ আল-কুবরা', মাতবাআ' আল-ইস্তিকামাহ, ১৯৪২ খৃ.।

২. عبقرية الصديق ('আবকরিয়্যাতু আল-সিদ্দিক), কায়রো: মাতবাআ' আল-মা'আরিফ, ১৯৪৩ খৃ।

৩. عبقرية عمر ('আবকারিয়্যাতু 'উমর), কায়রো: আল-মাকতাবাহ আল-তিজারিয়্যাহ আল-কুবরা, মাতবাআ' আল-ইস্তিকামাহ, ১৯৪২খৃ.।

৪. عبقرية الإمام على ('আবকারিয়্যাতু আল-ইমাম 'আলী), কায়রো: মাতবাআ' আল-মা'আরিফ, ১৯৪৩ / ১৯৪৯ খৃ.।

৫. عبقرية خالد ('আবকারিয়্যাতু খালিদ), কায়রো: দারু ইয়াহ্ইয়া আল-কুতুব আল-'আরাবিয়্যাহ, মাতবাআ' 'ঈসা আল-বাবী আল-হালবী, ১৯৪৫ খৃ.।

৬. عبقرية المسيح ('আবকারিয়্যাতু আল-মাসীহ), কায়রো: দার আখবার আল-ইয়াওম, ১৯৫৩খৃ.।

---

[৮৯]. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৭. أبوالأنبياء...الخليل إبراهيم (আবূ আল আম্বিয়া .... আল খালীল ইব্রাহীম). কায়রোঃ মাতাবি' আখবার আল-ইয়াওম, ১৯৫৩খৃ.।

৮. داعى السماء بلال (দা'ঈ আল-সামা' বিলাল), কায়রোঃ দার সা'দ মিসর লি-আল-তিবা'আহ ওয়া আল-নাশর, ১৯৪৫খৃ.।

৯. ذوالنورين عثمان بن عفان (যূ আল-নূরাইন 'উসমান ব. 'আফ্ফান), কায়রোঃ দার আল-হিলাল,১৯৫৪ খৃ.।

১০. الصديقة بنت الصديق (আল-সিদ্দীকাহ্ বিন্ত আল-সিদ্দীক), কায়রোঃ মাতবাআ' আল-মা'আরিফ ওয়া মাকতাবুহা, ১৯৪৩ খৃ.।

১১. أبوالشهداءالحسين بن على (আবূ আল-শুহাদা' আল-হুসাইন ব. 'আলী). কায়রোঃ দারু সা'দ মিসর লি আল-তিবা'আহ ওয়া আল-নাশর, ১৯৪৫ খৃ.।

১২. عمرو بن العاص ('আমর ব. আল-'আস), কায়রোঃ দারু ইয়াহ্ইয়া আল-কুতুব আল-'আরাবিয়্যাহ, মাতবাআ' ঈসা আল- বাবী আল-হালবী, ১৯৪৪ খৃ.।

১৩. معاوية بن أبى سفيان في الميزان (মু'আভিয়্যাহ ব. আবী-সুফ্ইয়ান ফী আল-মীযান), কায়রোঃ দার আল-হিলাল, ১৯৫৬ খৃ.।

১৪. فاطمة الزهراءوالفاطميون (ফাতিমাহ আল-যাহরা'ওয়া আল-ফাতিমিইয়্যূন), কায়রোঃ দার আল-হিলাল, ১৯৫৩ খৃ.।

খ. التراجم **(আল-তারাজিম-জীবনী):**

১. إبن الرومى حياته وشعره (ইব্ন আল-রুমী হায়াতুহু ওয়া শি'রুহু), কায়রোঃ মাতবাআ' বিন্ক মিসর,১৯৩১ খৃ.।

২. رجعة أبى العلاء (রিজ'আহ আবী আল-'আলা'), কায়রোঃ মাতবা'আ হিজাযী, ১৯৩৯ খৃ.।

৩. أبونواس الحسن بن هانئ (আবূ নুয়াস আল – হাসান ব. হানী), কায়রোঃ মাকতাবাত আল-ইনজলূ আল-মিসরিয়্যাহ, ১৯৫৩ খৃ.।

Dhaka University Institutional Repository

৪. شاعر الغزل عمر بن أبى ربيعة (শা'য়ির আল-গযল 'উমর ব. আবী রবী'আহ), কায়রো: মাকতাবাত আল-মা'আরিফ, ১৯৪৩ খৃ.।

৫. جميل بثينة (জামীল বুসায়নাহ), কায়রোঃ মাতবা'আত আল-মা'আরিফ ওয়া মাকতাবূহা, ১৯৪৪খৃ.।

৬. شاعر أندلسى وجائزة عالمية جوان رمون خمنيز (শা'য়ির আন্দালুসি ওয়া জা'ঈযাতুন 'আলমিয়্যাহ জুয়ান রমূন খীমনীয), কায়রোঃ মাকতাবাত আল-ইন্‌জলূ আল-মিসরিয়্যাহ, ১৯৬০ খৃ.

৭. التعريف بشكسبير (আল-তা'রীফ্ বি-সিক্সবিয়র), কায়রোঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৫৮ খৃ.।

৮. هتلر فى الميزان (হিটলার ফী আল-মীযান), কায়রো: মাতবা'আ হিজাযী, ১৯৪০ খৃ.।

৯. جحا الضاحك المضحك (জুহা আল-দাহিক আল-মুদাহিক), কায়রোঃ দার আল-হিলাল, ১৯৫৬ খৃ.।

১০. فلسفة الغزالى (ফালসাফাহ আল-গাযালী), কায়রোঃ মাতবা'আ আল-আযহার, ১৯৬০ খৃ.।

১১. حياة قلم (হায়াতু কলম), কায়রোঃ দার আল-হিলাল,১৯৬৪/১৯৬৫ খৃ.।

১২. سعد زغلول سيرة وتحية (সা'দ যাগলুল সীরাত ওয়া-তাহিয়্যাহ), কায়রোঃ মাতবা'আ হিজাযী, ১৯৩৬ খৃ.।

১৩. روح عظيم مهاتما غاندى (রুহ 'আযীম মহাত্মা গান্ধী), কায়রোঃ মাতবা'আ শিরকাত ফান আল-তিবা'আহ, ১৯৪৮ খৃ.।

১৪. تذكارجيت (তাযকারু জীতী), কায়রোঃ মাতবা'আ আল-মা'আহিদ, ১৯৩২খৃ.।

১৫. بنيامين فرنكلين (বেনইয়ামীন ফ্রাঙ্কলীন), কায়রোঃ মাকতাবাত আল-নাহদাহ আল-মিসরিয়্যাহ, ১৯৫৫/১৯৫৬ খৃ.।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. محمد على جناح (মুহাম্মদ 'আলী জিন্নাহ), কায়রোঃ দার আল-হিলাল, ১৯৫২ খৃ.।

১৭. برنارد شو (বার্নার্ড শো), কায়রোঃ দার আল মা'আরিফ, ১৯৫০ খৃ.।

১৮. الشيخ الرئيس إبن سينا (আল-শায়খ আল-রইছ ইবন সীনা), কায়রোঃ দার আল-মা'আরিফ,১৯৪৬ খৃ.।

১৯. عبد الرحمن الكواكبى (আবদ আল-রাহমান আল-কাওয়াকিবী), ১৯৫৯খৃ.।

২০. سن ياتسين أبوالصين (সান ইয়াতসীন আবূ আল-চীন), কায়রোঃ দার আল-মা'আরিফ,১৯৪৫ খৃ.।

২১. فرانسيس باكون (ফ্রান্সিস ব্যাকন), কায়রোঃ মাতবা'আ আল-মা'আরিফ, ১৯৪৫ খৃ.।

২২. إبن رشد (ইবন রুশদ), কায়রোঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৫৩ খৃ.।

২৩. الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده (আল-উস্তায আল-ইমাম আল-শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু), কায়রোঃ মাকতাবাত মিসর, ১৯৬১/১৯৬২ খৃ.।

২৪. الفرابى (আল-ফারাবী), কায়রোঃ দারু ইয়াহ্ইয়া আল-কুতুব আল-'আরাবিয়্যাহ, মাতবা'আ 'ঈসা আল-বাবী আল-হালবী, ১৯৪৪ খৃ.।

২৫. رجال عرفتهم (রিজাল 'আরিফতুহুম), কায়রোঃ দার আল-হিলাল, ১৯৬৩খৃ.।

১০. الإسلاميات (আল-ইসলামিয়াত-আল-ইসলাম-বিষয়ক) ঃ[৯০]

১. الإسلام والاستعمار (আল-ইসলাম ওয়া আল-ইস্তি'মার) কায়রোঃ মাতবা'আ আল-ওয়াযারাত আল-ইরশাদ আল-ক্বাওমী, ১৯৫৭ খৃ.।

২. مطلع النور (মাতলা' আল-নূর), কায়রোঃ দার আল-হিলাল, ১৯৫৫ খৃ.।

---

[৯০] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২২৩।

Dhaka University Institutional Repository

৩. الديمقراطية فى الإسلام (আল-দীমুক্‌রাতিয়্যাহ ফী-আল-ইসলাম), কায়রো: দার আল-মা'আরিফ, ১৯৫২ খৃ.।

৪. أثر العرب فى الحضارة الإسلامية (আসর আল-'আরব ফী আল-হাদারাহ আল-ইসলামিয়্যাহ), কায়রো: দার আল-মা'আরিফ, ১৯৪৬ খৃ.।

৫. الفلسفة القرآنية (আল-ফালসাফাহ আল-কুরআনিয়্যাহ), কায়রোঃ লাজনাত আল-তা'লীফ ওয়া আল-তারজামাহ ওয়া আল-নাশর, ১৯৪৬/৪৭ খৃ.।

৬. حقائق الإسلام وأباطيل خصومه (হাক্বাইক্ব আল-ইসলাম ওয়া আবাতীল খুসূমিহি), কায়রোঃ আল-মু'তামার আল-ইসলাম, মাতবা'আ মিসর, ১৯৫৭ খৃ.।

৭. الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان العبريين (আল-সাকাফাহ আল-'আরাবিয়্যাহ আসবাক মিন সাকাফাহ আল-ইউনান আল-'ঈবরি'য়্যিন), কায়রো: দার আল-কলম, ১৯৫৯/৬০ খৃ.।

৮. التفكيرفريضة إسلامية (আল-তাফ্‌কীর ফারীদাহ ইসলামিয়্যাহ), কায়রো: আল-মু'তামার আল-ইসলাম,১৯৫৭ খৃ.।

৯. الإنسان فى القرآن الكريم (আল-ইন্‌সান ফী আল-কুরআন আল-কারিম), কায়রো: দার আল-হিলাল, ১৯৬১ খৃ.।

১০. الإسلام فى القرن العشرين (আল-ইসলাম ফী আল-কারন আল-'ঈশরীন), কায়রোঃ দার আল-কুতুব আল-হাদীসাহ,১৯৫৪ খৃ.।

১১. ما يقال عن الإسلام (মা য়ূকাল 'আন আল-ইসলাম), কায়রো: দার আল-উরুবাহ, ১৯৬৩ খৃ.।

Dhaka University Institutional Repository

১১. المرأة **(আল-মারআহ-নারী) ঃ**[৯১]

১. الإنسان الثانى (আল-ইনসান আল ছানী), কায়রোঃ মাতবা' আল-হিলাল, ১৯১২ খৃ.।

২. هذه اشجرة (হাযিহি আল-শাজারাহ),কায়রোঃ মাতবা' আল-হিলাল, ১৯১২খৃ.।

৩. المرأة فى القرآ ن الكريم (আল-মারআহ ফী আল-কুরআন আল-কারীম), কায়রোঃ আল-হিলাল,১৯৫৯ খৃ.।

১২. المنتخبات **(আল-মুন্তাখাবাত-নির্বাচিত রচনাবলীর-সঙ্কলন) ঃ**[৯২]

১. العبقريات الإسلامية(আল-'আব্কারিয়্যাত আল-ইসলামিয়্যাহ), কায়রোঃ দার আল-ফুতুহ লি আল-তিবা'আহ, ১৯৫৭ খৃ.।

২. إسلاميات العقا د (ইসলামিয়্যাত আল-'আক্কাদ), কায়রোঃ দার আল-শা'ব,১৯৬৯ খৃ.।

৩. مجموعات أعلام الشعر (মাজমূ'আত আ'লাম আল-শি'র), বৈরুতঃ দার আল-কিতাব আল-আরাবী, ১৯৭০ খৃ.।

৪. موسوعات عباس محمود العقاد (মাওসূ'আত 'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ-১-৫খ), বৈরুতঃ দার আল-কিতাব আল-'আরাবী, ১৯৭০-১৯৭১খৃ.।

৫. دراسة فى المذاهب الأدبية والاجتماعية (দিরাসাহ্ ফী আল-মাযাহিব আল-আদাবিয়্যাহ ওয়া আল-ইজতিমা'ঈয়্যাহ), বৈরুতঃ আল-মাকতাব আল 'আস্রিয়্যাহ, তা. নে.।

---

[৯১] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২২৬।

[৯২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২২৬।

Dhaka University Institutional Repository

৬. خواطرفى الفن والقصص (খাওয়াতির ফী আল-ফান ওয়া আল-কিসাস), বৈরুত: দার আল-কিতাব আল- 'আরবী, ১৯৭৩ খৃ.।

৭. مواقف وقضايا (মওয়াকিফ ওয়া কাদায়া), বৈরুত: দার আল-জায়ল, তা. নে.।

৮. آراء فى الأدب والفنون (আরা' ফী আল-আদব ওয়া আল-ফুনুন), কায়রো: হায়্যাহ আল-কিতাব, ১৯৭৪ খৃ.।

১৩. যৌথ রচনাঃ [৯৩]

১. الديوان فى الأدب والنقد (আল -দীভান ফী, আল-আদব ওয়া আল-নাক্দ) তিন খন্ডে বিভক্ত ইবরাহিম 'আবদ আল-কাদির আল-মাযিনী সহ যৌথভাবে রচিত এ গ্রন্থটি খৃ. ১৯২১ সালে কায়রোয় প্রকাশিত হয়।

২. الصهيونية والإسلام (আল-ছাহইউনিয়্যাহ ওয়া আল-ইসলাম), আহ্মদ 'আবদ আল-গাফুর 'আতা সহ যৌথভাবে রচিত এ গ্রন্থটি খৃ.১৯৫৬ সালে কায়রোস্থ দার আল-ফুতুহ লি আল-তিবা'আহ হতে প্রকাশিত হয়।

১৪. المنتخبات (আল-মুন্তাখাবাত-চয়নিকা) ঃ[৯৪]

১. فصول من النقد عند العقاد (ফুসূল মিন আল-নাক্দ 'ইন্দ আল-'আক্কাদ), কায়রো: মাকতাবাত খানজী , তা. নে. (মুহাম্মদ খলীফাহ আল-তিউনিসী সম্পাঃ)।

২. آخر كلمات العقاد (আখিরু কালিমাত আল-'আক্কাদ), কায়রো: দার আল-মা'আরিফ, ১৯৬৫ খৃ.(আমির আল-আক্কাদ সম্পাদিত)।

---

[৯৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২২৬।

[৯৪] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২২৬।

Dhaka University Institutional Repository

১৫. আল-'আক্কাদের ইন্তিকাল পরবর্তীকালে প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা ৪[৯৫]

১. أنا (আনা), কায়রো: দার আল-হিলাল,১৯৬৪-১৯৬৫খৃ.।

২. ردود و حدود (রুদুদ ওয়া হুদুদ), কায়রো: দার হিরা, ১৯৬৯ খৃ.।

৩. الحرب العالمية الثانية (আল-হারব আল-'আলামিয়্যাহ আল-ছানিয়্যাহ), ১৯৭০ খৃ.।

৪. المرأ ذلك اللغز (আল-মারআহ যালিক আল-লাঘ্য), বৈরুত: দার আল-কিতাব আল-'আরাবী, ১৯৭৪ খৃ.।

৫. بحوث فى اللغة والأدب (বুহূস ফী আল-লূঘাহ ওয়া আল-আদব), ১৯৭০ খৃ.।

৬. قيم ومعايير (কিয়াম ওয়া মা'আঈর), বৈরুত: মানশূরাত আল-মাকতাবাত আল-'আসরিয়্যাহ, ১৯৭২/১৯৭৪ খৃ.।

৭. عيد القلم (ঈদ আল কালম), বৈরুত: আল-মাকতাবাত আল-'আসরিয়্যাহ, ১৯৭৩ খৃ.।

৮. مع عاهل الجريرة العربية عبد العزيز آل سعود (মা'আ 'আহিল আল-জাযীরাহ আল-'আরাবিয়্যাহ 'আদব আল-'আযীয আল-সা'উদ), ১৯৭৩ খৃ.।

৯. الإسلام دعوة عالمية (আল-ইসলাম দা'ওয়াহ 'আলামিয়্যাহ), কায়রো: দার আল-হিলাল, ১৯৭৩ খৃ.।

এ অধ্যায়ের সূচনাতেই আমরা আলোচনা করেছি যে, 'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদকে আধুনিক আরবী সাহিত্য জগতে আল-কাতিব, আল-'ইমলাক

[৯৫] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২২৭।

Dhaka University Institutional Repository

(লেখক, দৈত্য) নামে অভিহিত করা হয়। তার ব্যক্তি-সত্ত্বা ও লেখক সত্ত্বাকে আলাদা করা খুবই সু-কঠিন বিষয়। চলনে, কথনে, শয়নে-স্বপনে, সর্বাস্থায় আল-'আক্কাদ নিজেকে লেখালেখির সাথে সম্পৃক্ত রাখতেন আর লিখন শিল্পও যেন আল-'আক্কাদের সাথেই সংশ্লিষ্ট থাকত স্তত:প্রণোদিতভাবে।

"আল-'আক্কাদ একাধারে কথা ও অধ্যয়নে আসক্ত ছিলেন। তিনি উপকৃত হবার মানসে পড়তেন অর্থাৎ নিষ্ফল সময় ব্যয় করার ক্ষেত্রে তিনি কৃপন ছিলেন। তিনি দৈত্য ও অসুর সদৃশ এমন লেখক ছিলেন যে, তিনি স্বীয় সত্ত্বাকে লিখন শিল্পের জন্য আর স্বয়ং লিখন শিল্প তার জন্য উৎসর্গ ছিল। একা অথবা লোক-সমাবেশে যেখানেই তিনি থাকতেন, চিত্র অঙ্কন করতেন। মানুষ যখনই তার স্মরণ করত, তখনই হয় কোন নতুন গ্রন্থ অথবা নতুন মতবাদ অথবা লেখালেখির জগতে নতুন কোন বিজয়াভিযানের সংবাদসহই স্মরণ করতো।"[৯৬]

ফলে সাহিত্যের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আল-'আক্কাদ কলম চালিয়েছেন দক্ষতার সাথে; সফল ও হয়েছেন নিষ্ঠা এবং শৈল্পিক সততার প্রক্রিয়ায়।

আমরা এ পর্যায়ে 'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদের সামগ্রিক রচনাশৈলী সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পাব। তার রচনাশৈলী সাধারণতঃ দু'ধারায় প্রবাহিত।

পরিশোধনকারী বৈজ্ঞানিক শৈলীঃ এর অনুসরণ দেখা যায় আল-'আক্কাদের রচনায়। পাঠক তার উপস্থাপিত একটির পর একটি ধারণার মুখোমুখি হয়। পরবর্তী ধারণাগুলো পূর্ববর্তী ধারণার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা প্রদান করে। এ শৈলীর প্রধান ধর্ম হলোঃ আল-'আক্কাদ স্বীয় রচনার উপর পাঠককে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বা

---

৯৬. 'আমির আল-'আক্কাদ, লামহাত, পৃষ্ঠা-৩৩০।

Dhaka University Institutional Repository

কর্তৃক প্রদান করেন না। এ বিষয়ে তার দর্শন হলোঃ আমি পাঠকের দরবারে যাবনা, পাঠককেই আমার নিকট আসতে হবে।[৯৭] যোগ্য-অযোগ্য, বোকা-বোদ্ধা নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর কথা বিবেচনা করে ব্যবসায়ী দৃষ্টিভংগী নিয়ে লিখে সাহিত্যকে পণ্যের পর্যায়ে পর্যবসিত করতে আল-'আক্কাদ নারাজ বরং তার কথা হলো, তার লেখা, স্বীয়-দৃষ্টিভঙ্গী শৈল্পিক মানে উপস্থাপিত হবে। পাঠক নিজ প্রয়োজনে তার রচিত সাহিত্য অনুধাবনে প্রয়াসী হবে। আল-'আক্কাদ তার এ দৃষ্টিভঙ্গী আরো খোলাসা করেছেন এ ভাবে, "আমি অলস ও নিদ্রিত ব্যক্তির জন্য পাখা হতে চাইনা"।[৯৮]

অর্থাৎ আল-'আক্কাদ বিরচিত সাহিত্যকর্ম সাহিত্য বিমূখ কোন অলস পাঠককে সুড়সুড়ি প্রদানের দায়িত্ব নেয় না। কোন ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত করার ব্রত পালনেও তার সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়।

আলোচ্য শৈলী ছাড়া ও আরো এক ধরনের শৈলী অনুসৃত হয়েছে আল-'আক্কাদের সাহিত্য কর্মে। তিনি একটি মতবাদকে পরিস্ফুট করার জন্য প্রয়োজন অপ্রয়োজন নির্বিশেষে দীর্ঘ পৃষ্ঠা ব্যাপী অনেকগুলো ভূমিকা ও মুখবন্ধের অবতারণা করেন মাঝে মাঝে। এ জাতীয় শৈলীতে "তাকরার"(পুনরুক্তি, পূনরাবৃত্তি) স্বীয় গতিতে প্রবাহিত হয়। আলোচ্য শৈলী ব্যবহৃত হয়েছে আল-'আক্কাদের "আল-'আবকারিয়্যাত"-প্রতিভা সিরিজ) শ্রেণী ভূক্ত রচনাবলীতে। বাহ্যতঃ এক্ষেত্রে উক্ত শৈলী কঠিন মনে হলেও এ জাতীয় রচনাবলী যে পর্যায়ের মননশীল চিন্তাধারা ও মতবাদ ধারণ করে, এর চেয়ে সহজবোধ্য শৈলীতে

---

৯৭. তাহির আল জাবলাভী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭৫।

৯৮. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

এগুলো উপাস্থাপন সু-কঠিনই বটে। এ জন্যেই আল-'আক্কাদ-অনুসৃত শৈলীর সমালোচককে চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়।[৯৯]

"তার চিন্তাধারা অক্ষুন্ন রেখে তার প্রকাশরীতির চেয়ে সহজতর কোন ভঙ্গীতে প্রকাশ করুক"। ড. ত্বাহা হুসায়ন ও শায়খ মুস্তফা আল-মারাঘী 'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদের শৈলীর অনুসারী ও সহযোগী না হওয়া সত্ত্বেও এতদুভয়ের নিকট প্রেরীত 'আবকারিয়্যাহ মুহাম্মদ গ্রন্থ সম্পর্কে তাদের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন নিম্নে উৎকলিত হলো। ড. ত্বাহা হুসায়ন আল-'আক্কাদ সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, আমি তোমার মাঝে তা দেখি, যা আল-মুবাররাদ (খৃ.৮২৬-৯৮) আল-বুহতরী (খৃ.৮২০-৯৭)-এর মাঝে দেখতে পেয়েছিল।[১০০]

তিনি আরো বললেনঃ "আমার বন্ধু মহান শিক্ষক! এ মহুর্তে আমি আপনার চমৎকার গ্রন্থ "আবকারিয়্যাহ মুহাম্মদ" পড়া শেষ করলাম। এ গ্রন্থ সম্পর্কে আমার মতামত অথবা এ গ্রন্থ পাঠে বিস্মত হবার ব্যাপার জানানোর জন্য আপনাকে লিখছিনে এবং আপনি এমন মতের মুখাপেক্ষী ও নন। আমি আপনার মাঝে দেখতে পাচ্ছি তা আল-মুবার্‌রাদ, আল-বুহতরীর মধ্যে যা দেখেছিলেন। আমার স্মৃতি শক্তি আমাকে সত্যয়ন করলে-"আল্লাহ অস্বীকৃতি জানিয়েছে-হ্যাঁ তুমি হবে মহান তোমার চতুর্পার্শ্বস্থ সবার মাঝে।"

অনুরূপভাবে শায়খ মুস্তফা আল-মারাঘী বলেনঃ[১০১] "জনাব উস্তাদ 'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ। তুমি তোমার গ্রন্থ "আবআরিয়্যাহ মুহাম্মদ" দ্বারা বিশ্বাসীদের অন্তরের চিকিৎসা করেছে। অভিযোগকারী ও অস্বীকারকারীদের

---

৯৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭৬।

১০০. তাহির আল জাবলাভী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭৬।

১০১. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বিরুদ্ধে প্রমাণ উপস্থাপন করেছ। মুহাম্মদী মহৎগুণ সম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্রে নবদিগন্ত উন্মোচন করেছো জনগণের উদ্দেশ্যে। অথচ তুমি সত্যাশ্রয়ী বিশ্বাসী, শক্তিশালী প্রমাণের আকর। প্রোজ্জ্বল ভূমিকা ও আকর্ষণীয় শৈলীর অধিকারী। কোন লেখকের মধ্যে এ সকল গুণের সমাবেশ ঘটলে, তাকে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি মনে করা যায়। আল্লাহ আপনাকে পাঠকের স্বার্থে এমনটি করুক।''

আল-'আক্কাদ ''আবকারিয়্যাহ মুহাম্মদ'' এর ন্যায় উক্ত শৈলী অনুসরণ করে এ শ্রেণীর আরো অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

০৫.

আল-'আক্কাদ-এর জীবনে রমনী ও প্রেম, আল-'আক্কাদ-এর প্রেম দর্শন ও বিয়ে প্রসঙ্গ ঃ

'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ-এর সাহিত্যে যেমন নারী এসেছে চরিত্র ও উপাদান হিসেবে, ঠিক তেমনি তাঁর জীবনে রমণী এসেছে প্রেমাস্পদ হিসেবে। প্রেমের রমণীকে আল-'আক্কাদ সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন অকৃপণভাবে। যেমন, তার একমাত্র উপন্যাসের নামকরণ করেছেন তার অন্যতম প্রেমিকার নামানুসারে ''সারাহ''। আরেক প্রেমিকা বিশিষ্ট সাহিত্যিক 'মী' (খৃ.১৮৮৬-১৯৪১)-কে লক্ষ্য করে রচনা করেছেন অসংখ্য কবিতা এবং তার কাছে লিখা অসংখ্য প্রেমপত্র আধুনিক 'আরবী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসেবে সংরক্ষিত হয়েছে।

সে যাই হোক, 'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ ব্যক্তিগত জীবনে অকৃতদার থাকলেও তিনি সাড়ে তিনজন[১০২] রমণীর প্রেমের ডোরে নিজেকে আবদ্ধ

---

[১০২]. আল-'আক্কাদ প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সে কুড়ি বছরের এক যুবতীর প্রেমে একতরফা মহড়া দিয়েছিলেন। প্রেমতো নয়, সমালোচকদের ভাষায় এটি অর্ধ-প্রেম। আল-'ইউযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন। অবশ্য তিনটি প্রেমই শেষাবধি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। আল-'আক্কাদ-এর জীবনের প্রথম রমণী অজ্ঞাত পরিচয়। সে রমনী আসওয়ান, কায়রো, যাকাযীক কিংবা ফয়্যুম এর বাসিন্দা ছিল বলে ধারণা করা হয়। আল-'আক্কাদ-এর কবিতায় এ রমনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। অবশ্য এ রমনীর সংখ্যা এক ছিল নাকি একাধিক, এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহে কোন বক্তব্য মিলেনা। অজ্ঞাত পরিচয়ে এ রমণীর প্রেমের স্মরণে আল-'আক্কাদ "লিসান আল-জামাল" (সৌন্দর্যের মুখ) "মুনাজাত" (প্রার্থনা), "মাতা" (কখন), "আল-হুব আল-আওয়াল" (প্রথম প্রেম) ইত্যাদি শীর্ষক কাসীদাহ রচনা করেন।[১০৩] এ প্রেম ও প্রেমিকা সম্পর্কে আল-'আক্কা-এর শিষ্য ও বন্ধু তাহির আল-জাবলাভী বলেনঃ[১০৪] "প্রথম প্রেমের ক্ষেত্রে আল-'আক্কাদ এমন উপকূলে দন্ডায়মান যা তাকে সমুদ্র পানে নিয়ে গিয়ে আর ফেরত দেয়নি। বরং এর অতল গহ্বরে নিয়ে গিয়েছে।"

আল-'আক্কাদের জীবনে দ্বিতীয় প্রেমিকা হিসেবে ২৫ বছর বয়সী এক লেবাননী রমনীর আগমন ঘটেছিল বলতে গেলে আকস্মিক ভাবেই। আল-'আক্কাদ গিয়েছিলেন পিরামিড অঞ্চলে পিকনিকে। সেখান হতে (নিউ কায়রোয়) "বিনসিউন" অঞ্চলে তার জনৈক বন্ধুকে খুঁজতে গিয়ে পরিচয় হয় সারাহ নাম্নি এ মহিলার সাথে। রাগ, অনুরাগ, প্রেম গড়িয়ে প্রণয়ে রূপান্তরিত হয়নি তাদের এ পরিচয়। কারণ, এ পর্যায়ে বিশিষ্ট মহিলা সাহিত্যিক "আল-আনিসাহ মী আল-যিয়াদাহ"[১০৫] নাম্নি আরেক সুন্দরী রমনীর প্রেমে পড়েন আল-'আক্কাদ।[১০৬]

---

১০৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮০।

১০৪. তাহির আল জাবলাভী, ফি সুহবাত আল-'আক্কাদ, পৃষ্ঠা-১৩৮।

১০৫. আল আনিসা মি যিয়াদাহ (খৃ.১৮৮৬-১৯৪১) লেবাননে জন্মগ্রহণকারী এ মহিলা সাহিত্যিক মিশরে বসবাস করেছেন। আরব ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংমিশ্রণ তাঁর মাঝে পরিদৃষ্ট হত। সাহিত্য রেনেসাঁয় তাঁর অবদান ছিল অনবদ্য। তাঁর বাসগৃহে সাহিত্য আসর জমতো। সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের মধ্যে রয়েছেঃ " باحثة البادية " و "كلمات و اشارات " ও " سوانح الفتاة"। আল-মুনজীদ, পৃষ্ঠা-২৮১।

Dhaka University Institutional Repository

"মী"-এর প্রেমে আল-'আক্কাদ আকণ্ঠ নিমজ্জিত হলেও "মী"[১০৭] কিন্তু "স্বীয় আঙ্গুলের ডগা অথবা পুরো হাতই কেবল দিয়েছিল "মী" আল-'আক্কাদকে চুমো দেবার জন্য।"

এ দিকে দু-রমনীর সাথে সমান্তরাল ভাবে প্রেম চালাতে গিয়ে আল 'আক্কাদের অবস্থা অনেকটা দু-নৌকায় পা রাখার ন্যায় "না ঘরকা, না ঘাটকা"। সন্দেহ অবিশ্বাসের দোলাচলে উভয় প্রেমই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এ দু'রমণীর প্রেমের স্মরণে আল-'আক্কাদ অনেক কবিতাও রচনা করেন।[১০৮] আর এক যুবতীর প্রেমে মজেছিলেন আল-'আক্কাদ। প্রেম তো নয়, সমালোচকদের ভাষায় অর্ধ-প্রেম। অন্যভাবে বলা যায় "বুড়ো কালে ভিমরতি"। আল-'আকক্কাদের বয়স তখন পঞ্চাশ। ২০ বছরের যুবতীর সাথে পঞ্চাশোর্ধ এ বুড়োর এটি ছিল একতরফা প্রেম।

তার সব প্রেমই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ায় অভিমাণী আল-'আক্কাদ পটুয়া এক বন্ধুকে তাকে এমন একটি ছবি এঁকে দেবার জন্য অনুরোধ করেন-যা দেখে তিনি প্রেমকে ঘৃনাভরে প্রত্যাখান করতে পারেন। ছবিটি এমনঃ একটি মিষ্টি পেষ্ট্রি, যার উপর তেলাপোকা হাটছে ও মক্ষিকা ভনভন করছে, এর পার্শ্বেই রয়েছে মধুভর্তি একটি পেয়ালা যার চতুপার্শ্বে মক্ষিকা-যে গুলো পেয়ালায় ডুবে মরছে। আল-'আক্কাদ উক্ত চিত্রকে ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা-যন্ত্রনার প্রতিকার হিসেবে দেখতেন।[১০৯]

---

১০৬. ফাত্হী রিদোয়ান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২১০; তাহির আল জাবলাভী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭৩।।

১০৭. ফাত্হী রিদোয়ান, প্রাগুক্ত।

১০৮. তাহির আল জাবলাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১-২১২; আল-'ইউযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৮৮। আল-'আক্কাদের কবিতায় প্রেমিকাঃ "مى" কে "حسن" ও "هند" ছদ্ম নামেও উপস্থাপন করেছেন।

১০৯. ফাত্হী রিদোয়ান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

প্রেম অনুশীলন করেই ক্ষান্ত হননি আল-আক্কাদ। এ বিষয়ে তার সু-চিন্তিত দর্শন ও উপাস্থাপন করেছেন। এ পর্যায়ে আমরা তার কতিপয় প্রেম-দর্শন পেশ করছিঃ [১১০]

ক. 'যেখানে কামনা-সেখানে প্রেম নেই'। কারণ প্রবৃত্তির অনুগত ব্যক্তি ভালবাসতে জানেনা।

খ. 'বন্ধুত্ব ও প্রেম সমার্থক নয়'। কেননা, বন্ধুত্ব সাধারণতঃ সমলিঙ্গের মাঝে সংঘটিত হলেও প্রেম প্রতিষ্ঠিত হয় বিপরীত লিঙ্গের মাঝে।

গ. 'নির্বাচন করে প্রেম হয়না'। কেননা প্রকৃত প্রেমিক প্রেম করার পরই উপলব্ধি করতে পারে যে, সে প্রেমে পড়েছে।

ঘ. 'করুনায় প্রেম নেই'। কেননা প্রেমিক তার প্রেমাস্পদকে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, নৈকট্য অর্জনের নিমিত্তে কষ্ট দেয়।

ঙ. 'প্রেমে কিছু অভ্যাস ও অনুশীলনের বিষয় আছে'। অভ্যাস, অনুশীলন ও পরিচিতি সংক্ষিপ্ত হলে বন্ধু ত্যাগ যত সহজ অন্যথায় তত কঠিন।

চ. 'প্রেমে ধোঁকাও আছে'। অনেক সময় একটি নারী প্রেমিকের চোখে পৃথিবীর সেরা সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয়, আর অন্য চোখে এটি আবার অবহেলার জগদ্দল পাথর হিসেবে বিবেচিত হতে দেখা যায়।

ছ.'প্রেমে শত্রুতাও আছে'।

জ.'প্রেমে আমিত্ব প্রকট হয়'।

ঝ.'প্রেমে প্রবঞ্চনা, অহঙ্কার ও অহমিকাও রয়েছে'।

ঞ.'প্রেমের ক্ষেত্রে ভাগ্যের বিষয়টিও উপেক্ষণীয় নয়'।

---

১১০. তু. আল-আক্কাদ, আনা, পৃষ্ঠা-১৫০-১৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদের জীবনে প্রেম ছিল, রমণী ছিল কিন্ত স্ত্রী ছিলনা। অর্থাৎ দাম্পত্য জীবন যাপনের সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। একাধিক রমণীর সাথে প্রেম করলেও কাউকে ঘরনী করেননী বা করতে পারেননি আল-'আক্কাদ। এ জন্যে অনেকেই তাকে নারী বিদ্বেষী হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্ত আল-'আক্কাদ বিরচিত নারী বিষয়ক গ্রন্থাবলী[১১১] পর্যালোচনা করলে এ অভিযোগ ধোপে টেকেনা। তাহলে তিনি বিয়ে করেননি কেন? হ্যাঁ এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে স্বয়ং আল-'আক্কাদও হাজার প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন।

প্রত্যুত্তরে তিনি যে জবাব দিয়েছিলেন তার সংক্ষেপ হলো ঃ[১১২] "যখন বিয়ে করতে চেয়েছিলেন তখন অসীলা পাননি, আর যখন অসীলা পূর্ণ হয়েছে তখন ইচ্ছা ছিলনা। এক কথায় অসীলা ও ইচ্ছা সমবেত হয়নি। এমনটি হলে ঠিকই বিয়ে করতেন।"

এ ছাড়াও আল-'আক্কাদ আশৈশব সাংবাদিকতা ও রাজনীতি সংশ্লিষ্ট থাকার দরুন সর্বদা জেল-জুলুম ও নিষেধাজ্ঞাজনীত হয়রানী এবং জীবিকার অন্বেষণে ব্যস্ত থাকা ছাড়াও শারিরীক অসুস্থতার দরুন তিনি বিয়ে থেকে বিরত ছিলেন বলে মনে করা হয়। এ প্রসংগে আল-'আক্কাদ বলেছিলেনঃ[১১৩] "আমি আমার সাথে রেখে কোন নারীকে কষ্ট দিতে চাইনা; আর কোন নারী আমাকে কষ্ট দিক তাও চাইনা।"

---

১১১. আল-'আক্কাদ নারী বিষয়ক অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন, আল ইনসান আল সানী (দ্বিতীয় মানব), ১৯৫২ খৃ.। সারা, ১৯৩৮ খৃ.। আল সিদ্দীকাহ বিনত আল-সিদ্দিক, ১৯৪৩ খৃ.। হাযিহি আল শাজারাহ (এটিই বৃক্ষ), ১৯৪৫ খৃ.। ফাতিমা আল যাহরাহ, ১৯৫৩ খৃ.। আল মারআহ ফি আর কুরআন আল-কারীম (আল কুরআনে নারী), ১৯৫৯ খৃ.।

১১২. প্রাগুক্ত।

১১৩. তাহির আল জাবলাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১।।

Dhaka University Institutional Repository

আল-'আক্কাদের সাথী ও ভাব-শিষ্য তাহির আল-জাবলাভী তাঁর অকৃতদার থাকা বিষয়ক এক প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে বলেনঃ[১১৪] أنه لا يكره الزواج ولايأباه. فهوسنة الحياة والطريق الطبيعى لقيام الأسرة. ولكنه طبع على أن لا يشاركه أحد في حياته، ولا يطيق هذه المشاركة التى يراها عسيرة عليه، وعلى من تريد أن تشاركه هذه الحياة

"তিনি বিয়েকে অপছন্দ করতেন না এবং অস্বীকারও করতেন না। এটি জীবনের রীতি এবং পরিবার গঠনের প্রাকৃতিক পন্থা কিন্তু তিনি স্বীয় জীবনে কাউকে অংশীদার না করার ইচ্ছা পোষণ করতেন। নিজেই ভারী মনে করতেন বলে-এই অংশীদারিত্ব তাঁর জন্য কঠিনও ছিল।"

আসলে আল-'আক্কাদ বিয়ে করার জন্য মানসিকভাবে সর্বক্ষণই প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন অসুবিধা ও সমস্যা ঘুর্ণাবর্তে তাঁর বিয়ে করা হয়ে উঠেনি। একবার বিয়ে সংক্রান্ত বিষয়ে স্বীয় মায়ের আবদার-ইচ্ছার ব্যাপারে মায়ের গুণমুগ্ধ আল-'আকক্কাদের ঝটপটে উত্তরঃ[১১৫] "তোমার মত গুণী একজন স্ত্রী যোগাড় করতে পারলে আমি এ মুহূর্তেই বিয়ে করব।"

০৬.

'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ-এর ব্যক্তিত্বে ছিল প্রাকৃতিক, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এবং অর্জিত বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের সমাহার। পৈত্রিক সূত্রেই আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন, ধর্মপ্রিয় ও সু-শৃঙ্খল জীবন পদ্ধতির অনুসারী আল-'আকক্কাদ ছিলেন

---

১১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১।।

১১৫. আল-'আক্কাদ, আনা, পৃ. ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

দীর্ঘদেহী, প্রশস্ত চেহারা ও মস্তক বিশিষ্ট, ঘনচুল ও গোঁপ, প্রোজ্জ্বল চোখ, খাড়া নাক ইত্যাদি অনুপম দৈহিক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত।[১১৬]

'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ এর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে পর্যবেক্ষকদের মন্তব্য হচ্ছেঃ[১১৭] "আল-'আক্কাদ কিরণের ন্যায় পথ প্রদর্শক ছিলেন, মিনারের ন্যায় উঁচু ছিলেন, ছায়ার ন্যায় দীর্ঘ ছিলেন, নদীর ন্যায় চঞ্চল ছিলেন, সাগরের ন্যায় গভীর, প্রান্তরের ন্যায় শ্যামল, পাহারের ন্যায় একগুঁয়ে। কারো থেকে কোন কিছু যেমন চাইতেননা কাউকে ভয়ও করতেননা। যখন কথা বলতেন, শুনিয়ে ছাড়তেন। তাঁর হাতিয়ার ভোঁতা হতোনা, ধৈর্য্যে কখনো ক্লান্তি আসতনা।তাঁর শরীর কখনো ক্লান্ত ও নিস্প্রভ হতোনা, তাঁর শক্তি কখনো কমতো না, যেন তাঁর পশ্চাতে কোন শক্তি অথবা স্বয়ং স্রষ্টার আত্মার পক্ষ হতে শক্তির যোগান হচ্ছে। 'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ ছিলেন সত্যিকার অর্থে সজ্জন ও বন্ধুবৎসল ব্যক্তিত্ব। ১৮মে. ১৮৯৮ সালে দিময়াতে জন্ম গ্রহণকারী পরবর্তীকালে মিশরের বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক তাহির আল-জাবলাভী ছিলেন তাঁর একান্ত আপনজন। সুদীর্ঘকালে এতদুভয়ের মাঝে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অটুট ও অক্ষুন্ন ছিল আল-'আক্কাদের বন্ধুবাৎসল্যের কারণেই। আল-'আক্কাদ তাঁর এ বন্ধুর জন্য সরকারী চাকুরী যোগাড়ের প্রচেষ্টা চালাতেন। সাময়িকভাবে ব্যর্থ হলে বন্ধুকে নিজ আবাসে থাকতে দিতেন। চাকুরি জুটে গেলে তাঁর সাথে পত্র যোগাযোগ অব্যাহত রাখতেন। বন্ধুবৎসল আল-'আক্কাদ প্রতি শুক্রবারে চিড়িয়াখানায় টি-ষ্টলে বন্ধুদের নিয়ে আড্ডায় মেতে উঠতেন।[১১৮] 'আব্বাস মাহমুদ আল-

---

১১৬. ড. শাওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

১১৭. আমির আল-'আক্কাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০।

১১৮. ফাত্হী রিদোয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১-২৩৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

'আক্কাদ এমন সজ্জন ছিলেন যে, বন্ধুর ন্যায়সম্মত মান রক্ষার জন্য প্রয়োজনে স্বীয় দলের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার নযীরও তাঁর জীবনে বিরল নয়।

একবার পার্লামেন্টে "হিযব আল-ওয়াফ্দ" এর পক্ষ হতে আল-শি'র আল-জাহিলী (জাহিলী কবিতা) শীর্ষক গ্রন্থ রচনার কথিত অপরাধে ড. ত্বহা হুসাইনের বিরুদ্ধে বিষোদগার করা হয়। আল-'আক্কাদ পার্লামেন্টে উক্ত দলের সদস্য হওয়া সত্যেও ড. ত্বহা হুসাইনের স্বপক্ষে কথা বলেন এবং লেখকের চিন্তার স্বাধীনতার পক্ষে জোরালো ভূমিকা গ্রহণ করেন। ড. ত্বহা কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ পরের দিন আল-'আক্কাদের বাসায় গিয়ে এ সজ্জনতা ও বাৎসল্যের জন্য আল-'আক্কাদকে ধন্যবাদ জানান।[১১৯]

মিশরের প্রধান মন্ত্রী থাকাকালে ইসমা'ঈল সিদ্কী আল'আক্কাদকে জেলে নিক্ষেপ করেছিলেন। এতদসত্ত্বেও আল-'আক্কাদ ন্যায় বিচার ও সত্যের স্বার্থে সিদ্কী কর্তৃক পার্লামেন্টে উপস্থাপিত একটি প্রস্তাবের স্বপক্ষে ভোট দিয়ে সজ্জনতার পরিচয় দেন।[১২০]

'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ ব্যক্তিগত জীবনাচারে সৌজন্য ও বিনয়ের যে অনুশীলন করেছেন, তা যথার্থরূপে প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাঁর সাহিত্য কর্মে। আল-'আক্কাদ ছিলেন নিখাদ দেশপ্রেমিক। তাই শুধু দেশোদ্রোহীদের ব্যাপারে তিনি ছিলেন সর্বদা খড়গহস্ত। অন্যথায় বাস্তবে আল-'আক্কাদ ছিলেন বিনয়ী, নম্র ও ভদ্র স্বভাবের মানুষ। অন্তরে বিন্দু পরিমাণ আত্মম্ভরিতার স্থান ছিলনা। দল-মত ও শ্রেণী নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষকে তিনি আল-সায়্যিদ (জনাব/ মহোদয়) বিশেষণে বিশেষিত করতেন। তিনি কোন ছাত্রকেও শুধু নাম ধরে ডেকেছেন

---

১১৯. আল-ইউযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২।

১২০. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

এমন কোন নযীর নেই। তাঁর আড্ডায় প্রথমবার আগমণকারী কোন ব্যক্তি বিশ্বাসই করতে পারতনা যে তাঁর চোখের সামনে উপবিষ্ট সাধা-সিধে এ ব্যক্তিটিই আল-'আক্কাদ -যার ব্যাপারে তারা এতদিন কঠিন কঠিন বিশেষণ প্রয়োগ করে এসেছে। একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সৌজন্য ও বিনয়ের ক্ষেত্রে তিনি বিড়াল তপস্বী ছিলেন না কোন কালেই, বরং কৃত্রিম বিনয়ীদেরকে তিনি মুনাফিক (কপট) মনে করতেন।[১২১]

'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ শিশুদেরকে তাঁর বন্ধুসম জ্ঞান করতেন। তিনি "আনা" শীর্ষক স্বীয় আত্মাজীবনী গ্রন্থে আসদিকায়ী-আল-আতফাল (শিশুরা আমার বন্ধু) শিরোনামে একটি অধ্যায় সংযোজন করেন।[১২২] আল-'আক্কাদ শিশুদের সংশ্রবকে সুসজ্জিত বাগানের সাথে তুলনা করেছেন।[১২৩]

'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ ছিলেন সদা হাস্যময় এক আমুদে ব্যক্তিত্ব। হাস্য-কৌতুক ও রসিকতায় তার মানস ছিল কানায় কানায় ভরা; টইটুম্বুর। আল-'আক্কাদ-জীবনের অধিকাংশ হাস্য-কৌতুক ও রসের আঁধার তার একান্ত বাবুর্চি "শায়খ আহমদ হামযাহ"।[১২৪] তাকে কেন্দ্র করে পারিবারিক পর্যায়ে অনেক হাস্যরস ও কৌতুকের অবতারণা হয়েছে।[১২৫]

---

১২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।।

১২২. আল-'আক্কাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪।

১২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪।

১২৪. আল-'আক্কাদ, আলম আল-সাদুদ ওয়া আল কুম্বুদ, পৃ. ১০, উদ্ধৃত, আমীর আল-'আক্কাদ, লামহাত, পৃ. ৩৩৭।

১২৫. তু. আমীর আল-'আক্কাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৯-৩৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

আল-'আক্কাদ প্রতি শুক্রবার চিড়িয়াখানার টি-স্টলে বন্ধুদের নিয়ে আসর জমাতো। সে আসরে সমবেত বন্ধুদেরকে রসিকতা করে বিভিন্ন পাখীর নামে নামকরণ করত। যেমন, আল-'আক্কাদ এর উপাধী ছিল তাঁর দীর্ঘাঙ্গের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আল-যিরাফহ (জিরাফ), 'আবদ আল-রহমান সিদকীর খেতাব ছিল তাঁর কেতাদুরস্ত পোষাক-আসাকের জন্য আল-বনজভীন (পেঙ্গুইন), জনৈক আল-শুজা'ঈ কে বলা হতো সায়্যিদ ক্বিশতাহ, আহমদ 'আল্লাম আল-মুমাস্সিল কে উপাধী দেয়া হয়েছিল আল-দুব্ব '(তরুক্ষু) এবং ড. আবূ তাইলাহ কে উপাধী দেয়া হয়েছিল আল-কনফুয্ (সজারু)।[১২৬]

মাঝে মাঝে গভীর রাতে আল-'আক্কাদ শোবার পোশাক পরে একজন সাথী নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তেন। এক এক করে চুপিসারে বন্ধুদের বন্ধুদের বাসার দরজায় গিয়ে তাদের কুৎসা করে রচিত কবিতা তাদের ডাক বাক্সে রেখে আসতেন। কোন বন্ধুর ডাক বাক্সে রাখা হতো রুটির টুকরো। পরের দিন ঐ সকল বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ হলে পূর্ব রাতে সংঘটিত ঘটনাবলী সবিস্তারে শুনে যুগপৎ আনন্দিত ও চমৎকৃত হয়ে বহু কষ্টে হাসি চেপে রাখতেন। মাঝে মাঝে রাস্তা দিয়ে পথচলার সময় পথচারীগণ কর্তৃক তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করলে তিনি সাথীদের রকিসতা করে বলতেন।[১২৭] "এরা জানেনা আমি সকল মানুষের চেয়ে বদবখ্ত।"

'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ ছিলেন বর্ণাঢ্য এক জীবনের অধিকারী। এ মহান সাহিত্যিকের চরিত্রের ঘটনাবহুল বিভিন্ন দিক ছিল প্রোজ্জ্বল ও অনুকরণীয়। নিম্নে আমরা তাঁর কতিপয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করছিঃ

---

১২৬. তু. ফাত্হী রিদোয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫।

১২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

ক. আল-'আক্কাদ ছিলেন ঐতিহ্যপ্রিয়। স্মৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার্থে তিনি শৈশবের বিশেষ স্মৃতি বিজড়িত ৩টি কলম দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করেছিলেন।

খ. 'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ-চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর কঠিন-কঠোর নিয়মানুবর্তিতা। দৈনন্দিন জীবনের তাঁর সকল কর্মকান্ড একটি নির্দিষ্ট ছকে বিন্যস্ত ছিল। তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেনঃ[১২৮]

"আমার কাজের ব্যায়ামের নির্দিষ্ট সময় আছে। সপ্তাহে একদিন আমি সকল কর্ম, পড়াশুনা, এমনকি সংবাদপত্র পাঠ ও চিঠি প্রেরণ হতেও বিরত থাকি। আমার খাবার ও ঘুমের নির্দিষ্ট সময়ের কখনো ব্যত্যয় ঘটেনা। কাজ, ব্যয়াম, খাবার, হাসি-ঠাট্টা, খেলা-ধুলার জন্য আমার একটি নির্দিষ্ট আসন আছে-মাঝামাঝি মানের।"

গ. 'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ লেখার ক্ষেত্রে কখনো "আল-ওয়ারক আল-মাসতূর" বা রেখাংকিত কাগজ ব্যবহার করতেন না। দৃষ্টিনন্দন লাল কালির প্রতি তাঁর বিশেষ দুর্বলতা ছিল, বিধায় প্রবন্ধাবলী লিখতে তিনি লালকালি ব্যবহার করতেন।[১২৯]

ঘ. আল-'আক্কাদ ছিলেন চারুকলা ও সঙ্গীতের দারুন ভক্ত। সমকালীন মিশরের চিত্র শিল্পী আহমদ সব্‌রী, সালাহ তাহির, মুহাম্মদ হাসান, হিদায়ত, শা'বান যকী, কবীর তাদরস প্রমুখের অনেকগুলো শিল্পচিত্র তাঁর ঘরে সংরক্ষিত

---

১২৮. আল-'আক্কাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫-১১৬।

১২৯. তু. ফাত্‌হী ফিদোয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

ছিল। এ ছাড়াও বিখ্যাত গায়কী উম্মু-কুলসূম[১৩০]-এর প্রায় চার শতাধিক গ্রামোফন রেকর্ড তাঁর সংগ্রেহে ছিল।[১৩১]

ঙ. আল-'আক্কাদ স্বল্পভোজী ছিলেন। সকালে এক/দুই টুকরো ফল, দুপুরে সামান্য সবজী সহ ছোট্ট এক টুকরা কলিজা/মাছ/মুরগীর মাংস আহার করতেন। রাতে শুধু ফল খেয়েই ক্ষান্ত হতেন। সাধারণত: রুটি খেতেন না।[১৩২]

চ. নিঃস্ব ও ফকীর-মিসকীনদের প্রতি আল-'আক্কাদ সহানুভূতিশীল ও দয়াদ্র ছিলেন। প্রায়শঃই এ শ্রেণীর লোকদের তিনি সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। একবার আল-'আক্কাদের নিকট ৫০ গিনী সাহায্য চেয়ে "তল যীনহম"এলাকা থেকে এক চিঠি আসল। আল-'আক্কাদ তার স্বাভাব অনুযায়ী উক্ত পরিমাণ অর্থ দিয়ে স্বীয় শিষ্য ও সাথী তাহির আল-জাবলাভীকে প্রদত্ত ঠিকানায় যেতে বললেন। আল-জাবলাভী উক্ত এলাকায় গিয়ে দেখেন এটি চোর ও গুন্ডা বদমাশদের আড্ডাখানা। অনেক খোঁজাখুঁজির পর এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ৮টি সন্তান-সন্ততি নিয়ে বসবাসকারী জনৈক নিঃস্ব 'আলিম কে আবিষ্কার করেন।[১৩৩]

০৭.

'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ আল-ইসলাম বিষয়ে লিখেছেন; এর সারবস্তু স্পষ্টভাবে উপস্থান করেছেন; ধর্মদ্রোহীদের ভ্রান্তি অপনোদন করেছেন; শত্রুদের মোকাবেলায় ইসলামকে সুরক্ষার স্বপক্ষে জাগ্রত প্রহরীর ভূমিকা পালন

---

১৩০. উম্মু কুলসুম (খৃ.১৮৯৮-১৯৭৫)ঃ কাওকাব আল-শারক বা প্রাচ্য তারকা এবং সায়্যিদাহ মিনা আল-আরাবী, আরবী গানের রানী হিসেবে খ্যাত। উম্মু কুলসুমের আসল নাম ফাতিমা ইব্রাহিম। আল-সানযালাভিন প্রদেশের কুম আল-যাহায়িরাহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কুরআনে হাফেজ ছিলেন। ১৯২০ সালে কায়রো আসেন। তিনি ভদাদ, 'আয়দাহ, নাশিদ, আল-'আমল, সালামাহ, ফাতিমাহ ইত্যাদি চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেন। সায়্যিদ বুদাহ আল-সাহহার, মুসাভ্যর আ'লাম আল ফিকির আল আরাবী (কায়রোঃ মাকতাবাহ মিশর, তা. নে), পৃ. ৫০।

১৩১. তু. ফাতহী রিদোয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩।

১৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩-২৩৪।

১৩৩. তাহির আল-জাবলাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০-২৩১।

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। নবী রাসূল (সাঃ), খুলাফা (রাঃ), বিশিষ্ট সাহাবাহসহ অনেক প্রসিদ্ধ ইসলামী ব্যক্তিত্বের জীবনী রচনা করেছেন। এ সবই দিবালোকের মত স্পষ্ট সত্য। কিন্তু প্রশ্ন হলো আল-'আক্কাদ কি বিধর্মী সংস্কারকদের ইসলাম বিষয়ক রচনার ন্যায় শুধুই চিন্তাবিদ, গবেষক হিসেবে উপরিউক্ত কর্ম সম্পাদন করেছেন? নাকি আন্তরিক ঈমানী চেতনা, ধর্মবিশ্বাস এবং চিন্তা ও গবেষণার সমন্বিত সার নির্যাস হিসেবে এগুলো বেরিয়েছে?

এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়ঃ[১৩৪] والجواب الذى يؤيده واقع العقاد وأسرته وسيرته أن الرجل كان شديد التدين بفطرته ونشأته

আল-'আক্কাদ-এর জীবন চরিত ও পারিবারিক ইতিহাসের পাশাপাশি স্বয়ং আল-'আক্কাদ স্বীয় আত্মজীবনীতে এ বিষয়ে ঘোষণা দিয়েছেনঃ[১৩৫]

তার পিতা-মাতা উভয়ই ছিলেন সত্যিকার মুসলিম ও মুমিন, মা'নবী বংশের অধস্তন সদস্য। আর বাপ ছিলেন নেক্কার বান্দা। ফলে তারা ধর্মের অবশ্য পালনীয় বিষয়াদী অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে প্রতিপালনে ব্রতী ছিলেন।[১৩৬] আল-'আক্কাদের সম-সাময়িক "আরবী সাহিত্যিক আহমাদ 'আবদ আল-গফুর 'আত্তার কর্তৃক বর্ণিত এক ঘটনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, তিনি নিয়মিত সালাত আদায় করতেন। বলা হয়েছেঃ[১৩৭]

---

১৩৪. আহমাদ আবদ আল গফুর 'আত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।

১৩৫. আল-'আক্কাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১।

১৩৬. আহমাদ আবদ আল গফুর 'আত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১-৫২।

১৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

Dhaka University Institutional Repository

"একদিন মাগরিব আযানের ১০ মিনিট পর তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। আমি তাকে বললাম তাকে কথা বলা শুরু করলে নামাজ কাযা হবার সম্ভাবনা আছে। শোবার ঘরে গিয়ে দীর্ঘ দিন ব্যবহার জনিত কারণে পুরাতন হয়ে যাওয়া একটি সাজ্জাদাহ আমার নিকট এনে হাজির করলেন। আমি দু পা ও কপাল রাখার স্থলে শীতল অনুভব করলাম। বুঝলাম কিয়দক্ষণ পূর্বে এটি আল-'আক্কাদ কর্তৃক ব্যবহৃত হয়েছে মাগরিব সালাত আদায়ের নিমিত্তে।"

আল-'আক্কাদের শোবার ঘরে একখানা আল-কুরআন সংরক্ষিত ছিল। ঘরের শোভাবর্ধনের জন্য নয়, বরং তিলাওয়াত, চিন্তা-গবেষণা ও পর্যালোচনার জন্য এটি তার প্রাত্যহিক প্রয়োজনে অন্তর্ভূক্ত ছিল। সাপ্তাহিক সাহিত্য মজলিশগুলোতে প্রদত্ত বক্তৃতায় আল-'আক্কাদ আল-কুরআনের প্রচুর আয়াত উদ্ধৃত করতেন। এ ছাড়াও তিনি আল-কুরআন তিলওয়াতের মাধ্যমেই দিবসের সূচনা করতেন।[১৩৮]

০৮.

১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪ সাল সোমবার 'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তার ডাকা হয়। ডাক্তার তাকে লেখাপড়া থেকে বিরত হয়ে কয়েক সপ্তাহ বিছানায় বিশ্রামের পরামর্শ দেন। এ দিকে তাঁর অসুস্থতার সংবাদে তাঁর সুস্থতা কামনা করে পাঠক ভক্তদের অসংখ্য তারবার্তা আসতে থাকে। তৎকালীন মিশরের সংস্কৃতি মন্ত্রী ড. মুহাম্মদ 'আবদ আল-কাদির হাতিম আল-'আক্কাদের ভাবশিষ্য ও সাথী তাহির আল-জাবলাভীকে ডেকে নিয়ে তাঁর অসুস্থতা ও চিকিৎসা বিষয়ে মত বিনিময় করেন এবং রাষ্ট্রীয় খরচে হাসপাতালে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা করার প্রস্তাব করেন।[১৩৯] আল-জাবলাভি জবাবে বলেনঃ[১৪০]

---

১৩৮. প্রাগুক্ত।

১৩৯. তাহির আল জাবলাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭-২৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

"আল-'আক্কাদ হাসপাতালে যেতে অস্বীকৃতি জানালেন। আমি জানি তিনি কারাবন্দি অবস্থায়ও হাসপাতালে থাকতে চাননি।"

কিন্তু পরক্ষণে যখন অস্ত্রপাচারের সিদ্ধান্ত হয়, তখন হাসপাতালে স্থানান্তর ছাড়া আর কোন গত্যন্তর রইল না। সংস্কৃতি মন্ত্রী তাকে দেখতে হাসপাতালে যান। দিনের পর দিন তাঁর অবস্থা খারাপ হতে থাকে। অবশেষে এ প্রতিভাবান ব্যক্তি ১২ মার্চ, খৃ.১৯৬৪ সাল মধ্য রাতের পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন- ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন। (নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনশীল)। পরদিন দাফনের জন্য আল-'আক্কাদ-এর মরদেহ তার জন্মভূমি আসওয়ানে নিয়ে যাওয়া হয়। এ উদ্দেশ্যে কায়রো রেল ষ্টেশন পানে তার শবমিছিলে মিশরের তৎকালীন সংস্কতি মন্ত্রীসহ অনেক মন্ত্রী, ভক্ত-অনুরক্ত, সাহিত্যমোদিসহ এক বিশাল জনগোষ্ঠি অংশগ্রহণ করে।[১৪১]

০৯.

'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ রাজনীতি, সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় নিরলস প্রচেষ্টার স্বীকৃতি সরূপ খৃ.১৯৩৮ সালে মাজমা' 'আল লুঘাহ আল-'আরাবিয়্যাহ (আরবী ভাষা একাডেমী)-এর সদস্য পদে মনোনিত হন। বিজ্ঞান সম্মত পরিভাষা সম্পর্কে যথাযথ মতামত ধর্মী মূল্যবান ভাষা তাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে 'আরবী ভাষাকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে আল-'আক্কাদের বিরাট অবদান রয়েছে।[১৪২]

---

১৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮।

১৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮-২৬০।

১৪২. ড. শাওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

খৃ.১৯৪২ সালে হিটলার ও তার নাজী বাহিনীর ভয়ে সুদান পলাতক থাকা কালে এ মহান সাহিত্যিকের সম্মানে অনেক সাহিত্য সভা ও সংর্বধনা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এ বিষয়ে ১৫ আগষ্ট, ১৯৪২ সালের আল আহ্‌রাম পত্রিকার একটি প্রতিবেদন উল্লেখযোগ্যঃ[১৪৩] "খারতুম ,১৩ জুলাই, খারতুমের বিভিন্ন সংগঠন মিশরীয় লেখক ও সমালোচক 'আব্বাস আল-'আক্কাদ-এর সম্মানে সংবর্ধনা সমাবেশের আয়োজন করেছে।" অনুরূপভাবে সুদানে অবস্থান কালে আল-'আক্কাদ-এর সম্মানে সুদানের দার আল-সিকাফাহ (সাংস্কৃতিক কেন্দ্র) কর্তৃক ইয়াওম আল-'আক্কাদ (আল-'আক্কাদ দিবস) নামে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ প্রসঙ্গে ১৬ জুলাই, ১৯৪২ সালের আল-নীল পত্রিকার একটি প্রতিবেদনঃ[১৪৪]

"কাটায় কাটায় সাতটায় অধ্যাপক এডওয়ার্ড মঞ্চে আরোহণ করে আল-'আক্কাদকে শ্রোতাদের নিকট এ মর্মে উপস্থাপন করলেন যে, তিনি তাঁকে খৃ. ১৯২৭ সালে কায়রোর সুদান প্রশাসনে ওয়াকিল হিসেবে কর্মরত থাকাবস্থা হতে চেনেন।" 'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ উচ্চতর কলা, সাহিত্য সমাজ বিজ্ঞান পরিষদের কবিতা কমিটির চেয়ারম্যান পদ অলংকিত করেছেন। আল-'আক্কাদ তাঁর সাহিত্যকর্মের চূড়ান্ত স্বীকৃতি হিসেবে খৃ. ১৯৫৯/৬০ সালে "জাইযাত আল-দাওলাহ আল-তাক্বদীরিয়্যাহ ফি আল-আদাব" (State Prize for Literature) শীর্ষক রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত হন।[১৪৫]

---

১৪৩. আমির আল-'আক্কাদ, লামহাভ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০।

১৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২।

১৪৫. তু. ড. শাওকী দায়ফ, তারিখ, পৃ. ১৩৮-১৩৯; J. Brugman, An Introduction, p. 126.

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : তিন

আরবী উপন্যাসের ইতিহাস

আধুনিক আরবী উপন্যাসের ইতিহাস সুদীর্ঘ না হলেও, আরবী উপন্যাসের ক্রমবিকাশের ধারা অতি প্রাচীন। কিংবদন্তী, লোককাহিনী, গীতিকাহিনী, ছোটগল্প, উপাখ্যান, প্রভৃত পর্যায় অতিক্রম করে, পাশ্চাত্যের প্রভাবে আধুনিক আরবী উপন্যাসের সূচনা হয়।

পাশ্চাত্য পন্ডিতগণ আধুনিক আরবী উপন্যাস তাদের সাহিত্যের প্রভাবে সৃষ্ট বিষয় বলে মনে করেন। তারা এ ব্যপারে পাশ্চাত্যের প্রভাবকেই আসল মনে করেন। আরব পণ্ডিতগণ আধুনিক আরবী উপন্যাস পাশ্চাত্যের প্রভাবে সৃষ্ট একথা স্বীকার করলেও তারা এর পিছনে ক্রমবিকাশের দীর্ঘ ইতিহাসকে অস্বীকার করেন নি।

আধুনিক যুগের আরবী সাহিত্যের প্রখ্যাত ইতিহাস লেখক ড. শাওকী দায়ফ বলেনঃ আরবী সাহিত্যের গল্প ও উপন্যাস একেবারে নতুন নয়, বরং প্রাক-ইসলামী যুগের সাহিত্যেও অনেক গল্প বা উপান্যাস খুঁজে পাওয়া যায়। যেগুলো আরবদের জীবন ও তাদের যুদ্ধ সম্পর্কে রচিত হয়েছিল।[১৪৬] আর পবিত্র কুরআনে অনেক গল্প বা কাহিনী রয়েছে, যার মধ্যে পূর্ববর্তী নবীদের কাহিনী এবং যে জনপদ ও জনগোষ্ঠী নিকট তাঁরা প্রেরিত হয়েছিলেন তাদের সম্পর্কিত

---

১৪৬. ডঃ শাওকী দায়ক, আল-আদাব আল-আরবী আল-মু.আসির ফী মিসর, (কায়রোঃ দার আল-মা'আরিফ, ১৯৬১খৃ.)পৃ. ২০৮।

Dhaka University Institutional Repository

কাহিনী রয়েছে। উমাইয়্যা[১৪৭] (খৃ.৬২২-৭৫০) যুগে এ সাহিত্যের তেমন উন্নতি হয়নি। পরবর্তী সময় আব্বাসী[১৪৮] (খৃ.৭৫০-১২৫৮) যুগে অনেক গল্প লেখা হয় এবং অন্যান্য ভাষা থেকে আরবীতে অনেক গল্প অনুবাদ করা হয়। যেমন, ভারতীয় গল্প বা উপাখ্যান থেকে ইব্ন আল- মুকাফ্ফা[১৪৯] 'কালীলা ওয়া দিমনা'[১৫০] আরবীতে অনুবাদ করেন। পশুপাখির কথোপকথনের মাধ্যমে রম্যরচনায় এসব গল্পের সামাজিক চিত্র সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এছাড়াও 'সীরাতু 'আনতারা'[১৫১] নামক আরবদের নিজস্ব রচনা সমৃদ্ধ গল্প সংকলনে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ভাষার প্রাঞ্জলতা ও শব্দালংকারের দিক থেকে এসব

---

১৪৭. উমাইয়্যা যুগ খাঁটি আরবী যুগ নামে খ্যাত। এ যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাকে দুভাবে বিভক্ত করা যায়ঃ (১) ইসলামী জ্ঞান ঃ কুরআন, হাদিস, ফিকহ, ব্যকরণ, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি। (২) অনুপ্রবিষ্ট জ্ঞানঃ ইসলামী সংস্কৃতির প্রসারতার ফলে গ্রিক ও পারসিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থাদি 'আরবিতে অনুবাদের কাজ এ যুগে আরম্ভ হয়েছিল। তবে জ্ঞানের এ বিষয়গুলোতে কুরআন ও হাদীসের পরোক্ষ প্রভাব ছিল। ফারুক আহমদ, ড. তৃহা হোসায়ন ও তার সাহিত্য দর্শন, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী), মার্চ ২০০৮, পৃ. ৪।

১৪৮. এ যুগকে ইসলাম ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ বলা হয়। কুরআনের শুদ্ধ পাঠ প্রণালী, কুরআনের ভাষা ও টীকা, হাদিস সংকলন ও সংরক্ষণ, ইসলামী আইন শাস্ত্র, ইসলামী শাস্ত্রীয় দর্শন, ব্যাকরণ, অভিধান, অলংকার শাস্ত্র, দর্শন শাস্ত্র, গণিত-জ্যামিতি, জ্যোতিষ শাস্ত্র, সংগীত শাস্ত্র, চিকিৎসা বিজ্ঞান, যাদু ও রসায়ন শাস্ত্র, সাহিত্য, ইতিহাসও কাব্য ইত্যাদি চর্চা হয়েছিল। প্রাগুক্ত।

১৪৯. আবদুল্লাহ ইবন আল-মুকাফ্ফা' (খৃ. ৭২৪-৭৬৯) ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও অনুবাদক। তিনি ইরানি বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁর পিতা পারস্যের অধিবাসী, অগ্নি উপাসক ছিলেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের (মৃ. ৭১৫) অধীনে খাজনা আদায়ের দায়িত্বে থাকা অবস্থায় একদা তহবিল তসরুফের দায়ে হাজ্জাজ তাকে এমনভাবে শাস্তি দিয়েছিলেন যে, তার হাত বেঁকে যায়। এ থেকেই তিনি আল মুকাফ্ফা' নামে অভিহিত হন। তার পুত্রকেও বলা হত ইবন আল-মুকাফ্ফা। আরবী ও ফারসী ভাষায় তার দক্ষতা ছিল। পাহলাবী প্রাচীন ফারসী ভাষা থেকে তিনি উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেন। (১) কালীলা ও দিমনা পাহলবী পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ। এটি মূলে সংস্কৃত ভাষায় রচিত একটি কাহিনী পুস্তক। (২) বিশ্ব সৃষ্টির ইতিহাস, (৩) পারস্য রাজন্য বর্গের ইতিহাস, (৪) ধর্ম প্রচারকদের কাহিনী, (৫) পারস্য রাজাদের রাজনীতি ও সংস্কৃতির বিবরণ, (৬) সম্রাট আঁনওশেরওয়ানের জীবনী। প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

১৫০. কালীলা ও দিমনা ভারতীয় উপকথার একটি বিখ্যাত সংগ্রহ, যা রাজপুরুষদের জন্য গল্পাকারে লিখিত একটি উপদেশ মূলক গ্রন্থ। হার্টেলের মতে, ভারতীয় মূল গ্রন্থটি জনৈক অজ্ঞাতনামা ব্রাহ্মণ কতৃক সম্ভবত ৩০০ খৃস্টাব্দের দিকে কাশ্মিরে রচিত হয়েছিল। গ্রন্থটি বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় জীব জন্তুর গল্পের সাহায্যে যুবরাজদেরকে রাষ্ট্রনীতি শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল। সম্রাট আঁনওশেরওয়ান (খৃ. ৫৩১-৫৭৯)-এর আদেশক্রমে তার চিকিৎসক Burzoe- এ পঞ্চতন্ত্রের প্রথম দিকের একটি সংস্করণ সংস্কৃত হতে পাহলভী ভাষায় অনুবাদ করে অন্যান্য ভারতীয় সূত্র হতে গৃহীত একগুচ্ছ উপকথাও সংযোজন করেন। প্রায় দু'শতাব্দির পর ইবন আল-মুকাফ্ফা' উক্ত পাহলভী সংস্করণটি আরবীতে অনুবাদ করেন। পরবর্তীতে বিশ্বের প্রায় ৩০টি ভাষায় তা অনুদিত হয়ে। প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২১।

১৫১. আনতারা মু 'আল্লাকার প্রসিদ্ধ কবি। তাঁর জীবনকে ঘিরে বিরত্ত আর প্রেমে যে অপরূপ কিংবদন্তি দানা বেঁধে উঠেছিল তাই হৃদয়গ্রাহী ভাষায় এখানে একত্রে গ্রথিত করা হয়েছে। বেদুঈন 'আরবের আশা-নিরাশা ও আনন্দ-বেদনার নিখুঁত ছবি এ গ্রন্থে ফুটে উঠেছে। প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

কথাসাহিত্য খুবই সমৃদ্ধ ছিল। এমনিভাবে 'আলফ লায়লা ওয়া লায়লা'[১৫২] (এক হাজার এক রজনী) যা বাংলা সাহিত্যে আরব্য উপন্যাস বা আরব্য রজনী বলে পরিচিত। এ সব বৃহৎ আকারের গল্প সংকলন খুবই জনপ্রিয় ছিল। অতঃপর ছান্দিক গদ্যে রচিত ছোটগল্প ও একাঙ্কিকার সূচনা হয়। আলফ লায়লার চলচ্চিত্ররূপ (এরাবিয়ান নাইটস্) পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। মাকামা[১৫৩] সাহিত্য এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা লাভ করে। পাশ্চাত্য ভাষায় এ সাহিত্যের অনুবাদ হয় এবং এর মাধ্যমে পাশ্চাত্য সাহিত্যে আরবী সাহিত্যের প্রভাব সম্প্রসারিত হয়। তখন ছিল আব্বাসিয়া যুগের মুসলিম সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্যে মুসলিম সাম্রাজ্য গোটা পৃথিবীর মধ্যে প্রভাবশালী শক্তি ছিল। অতঃপর আব্বাসীয় যুগের শেষের দিকে যখন মুসলিম সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা হয়, তখন থেকে আরবী সাহিত্যের পতন ও ঘনিয়ে আসে। গল্প ও রম্য রচনার ক্রমবিকাশ বাধাগ্রস্থ হয়।

---

১৫২. আলফ লায়লা ওয়া লায়লাঃ আরবরা এ গ্রন্থটি সর্বপ্রথম পাহলভী ভাষা হতে আরবীতে অনুবাদ করেছে। কোন ব্যক্তি বিশেষ কতৃক এ গ্রন্থটি রচিত নয়। হিজরী তৃতীয় শতাব্দি পর্যন্ত এ গ্রন্থের কলেবর বর্ধিত হতে থাকে। মূল কাহিনীকে সূত্র ধরে আরবী, হিব্রু, গ্রীক ও ভারতীয় ভাষায় প্রচলিত নানা কাহিনীর একত্র সমাবেশ ঘটেছে এ গ্রন্থে। এ জন্য ভাষা ও বর্ণনার ক্ষেত্রে সমতা রক্ষিত হয়নি। পারস্যের বাদশা শাহ্‌রিয়ার তাঁর বেগমের চরিত্রহীনতায় মর্মাহত হয়ে প্রত্যেক রাত্রে একজন নারীর সাহচর্যে কাটাতেন, আর ভোর বেলায় তাকে হত্যা করতেন। বাদশার নারী হত্যার এ কুপ্রবৃত্তিকে প্রশমিত করতে উজির কন্যা শাহারজাদী এগিয়ে এলেন। তিনি প্রথম রজনী হতে ধারাবাহিকভাবে এক সহস্র এক রজনী পর্যন্ত বিস্ময়কর কাহিনীর অবতারণা করে বাদশাহকে নারী হত্যার ন্যায় পৈশাচিক কর্ম হতে বিরত রাখতে সক্ষম হন। ফলে এক পর্যায়ে নারী হত্যার পরিসমাপ্তি ঘটে। এ হল "এক সহস্র এক রজনীর" কাহিনীর মূলসূত্র। উল্লেখ যে, এ সকল কাহিনী আরব্যোপন্যাস ও আরব্য রজনী নামে বাংলা ভাষায় সুপরিচিত। প্রাগুক্ত, পৃ. ২১। ই. বি. ই. ফা. বা. ২/৬২২-৬৩০।

১৫৩. মাকামাতঃ মাকাম শব্দের মূল অর্থ স্থান। অতঃপর স্থান থেকে জলসা, শ্রোতা ও শ্রোতার সম্মুখে পরিবেশনযোগ্য বিষয়বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। একটি মাত্র চরিত্রকে কেন্দ্র করে রচিত এক ধরণের প্রবন্ধ সমষ্টি। চরিত্রটি সর্ববিদ্যায় পারদর্শী এক তবঘুরে জ্ঞানীর। জনসমাজে সে বিচিত্ররূপে বিচরণ করে। আর সময় পেলেই সে তার পূর্ব জ্ঞানগর্ভ বাণীর রসধারায় উপস্থিত শ্রোতামন্ডলিকে মুগ্ধ করে দেয়। তার এ সকল কীর্তির স্বাক্ষী হয়ে থাকে অন্য একজন লোক। যে সকল ছদ্মবেশের আবরণেও বক্তাকে চিনতে পারে। আর তার বহুরূপী চরিত্রের বিচিত্র বিবরণ দান করে। এভাবেই মাকামাত গ্রন্থগুলো একের পর এক গড়ে উঠেছে। বস্তুতঃ মাকামাত আরবী ভাষার এক বিচিত্র ধনি। মিলযুক্ত আরবী গদ্যে রচিত বিশেষ এক প্রকার কাল্পনিক ছোট গল্পের নাম মাকামাত। আব্বাসী যুগের মধ্যভাগে এ সাহিত্যের আবির্ভাব হয়। ইবন ফারিস (মৃ. ১০০৪)-এর আদি রচয়িতা, আর বদিউজ্জামান আল হামাদানী (মৃ. ১০০৭)-এর প্রতিষ্ঠাতা। অতঃপর আবুল কাশিম আল-হারিরি (মৃ. ১১২২), ইবন আশতার আশ কুফী (মৃ. ১১৪৩), আল্লামা যামাখশারী (মৃ. ১১৪৩) প্রমুখ সাহিত্যিকদের আগমন হয়। প্রখ্যাত কথাশিল্পী আবুল কাশিম আল-হারিরির লেখনিতে এই ধারার গল্প রচনা পরিপক্ক ক্লাসিক সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করে। অতৎপর ক্রমে এর জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। আল-হারিরির রচিত ৫০টি গল্প সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ মাকামারূপে আজও সমাদৃত। প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২; যায়্যাত, তারিখ, পৃ. ৩৯৮-৩৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুতঃ কোন জাতির উত্থান-পতনের সাথে তাদের ভাষা-সাহিত্যের পতনও অনিবার্য হয়ে ওঠে। তাই আব্বাসী যুগের পতনের সাথে সাথে শুরু হয় আরবী সাহিত্যের বন্ধ্যাত্বের যুগ। খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দি পর্যন্ত ইরাক, সিরিয়া, মিশর, আরব, সুদান, মরক্কো ইত্যাদি দেশ তুর্কী শাসনের অধীনে ছিল। ফলে ঐ সমস্ত দেশে 'আরবী ভাষা ও সাহিত্য চরমভাবে উপেক্ষিত হয়। অতঃপর মহান আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে মিশরের অধিবাসীদের উপর সভ্যতার রক্তিম সূর্য উদিত হবার শুভ সূচনা হয়।[১৫৪] মিশরে ফরাসী নৃপতি নেপোলিয়নের অভিযানের সাল ১৭৯৮ খৃ. কে ঐতিহাসিকগণ আধুনিক আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁ যুগ ও বন্ধ্যাত্ব যুগের সীমারেখা বলে উল্লেখ করেছেন।[১৫৫]

ঔপনিবেশিক আমলে মুসলমানদেরকে পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য উদগ্রীব ও স্বাধীনতা অজর্নের জন্য যুদ্ধরত দেখা যায়। এ প্রচেষ্টা তাদেরকে নিজস্ব সাহিত্য রচনা এবং এর উন্নয়নে নিষ্ঠাবান করতে শুরু করে। পক্ষান্তরে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভাব পড়ে আরব উপনিবেশের উপর। 'আরবী ভাষা সাহিত্য তথা আরবদের জীবন ও সংস্কৃতিও সে প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। যার প্রভাব আরব সমাজ জীবনে ইতিবাচক ও নেতিবাচক সাড়া জাগায়। সাহিত্যের ইতিহাসবেত্তাগণ বলেনঃ সাহিত্য জীবনের গন্ডি রাজনৈতিক জীবনের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। ফলে তারা প্রতিটি যুগ সম্পর্কে আলোচনার প্রারম্ভে সাহিত্যের প্রভাব বলয়ের সাধারণ জনজীবন সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করেন। এর মাধ্যমে তারা সাধারণভাবে সাহিত্য জীবন আর বিশেষভাবে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার উপর রাজনৈতিক জীবনকে পরিস্ফুটিত করে তুলেন। মিশরে ফরাসী আক্রমন একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা।

---

১৫৪. ফারুক আহমদ, ড. ত্বহা হোসাইন ও তাঁর সাহিত্য দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪; যায়্যাত, তারিখ, পৃ. ৪১৫।

১৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪; যায়দান, তারিখ, পৃ. ৪/১১; শাওকী দায়ফ, তারিখ, পৃ. ১২; হান্না আল-ফাখুরী, তারিখ আল-আদব আল-আরাবী, পৃ. ৮৯৩-৮৯৪; Pierre Cachia, Taha Husayn, (London: Luzac & Co. Ltd. 1956), পৃ. ৫।

Dhaka University Institutional Repository

মিশরের ইতিহাস ও জনজীবনে রয়েছে এর বিরাট প্রভাব। ফরাসী সমর নায়ক নেপোলিয়ন একই বছর ১৭৯৮ খৃ. সিরিয়াও জয় করেন। সিরিয়ার ইতোপূর্বে খ্রীষ্টান মিশনারী তৎপরতার মাধ্যমে ইউরোপের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব প্রায় গোটা পৃথিবীতে কমবেশী পড়েছিল।

নেপোলিয়নের সাথে শুধু সেনাবাহিনীই ছিলনা; বরং তার সাথে ছিল বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক ও অনুবাদক, দার্শনিক, মূদ্রণযন্ত্র, পুস্তকসহ একটি দল। আর নেপোলিয়ন সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন আধুনিক মুদ্রন যন্ত্র। এসবের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কিছু কিছু রচনা প্রকাশ পাওয়ায় আধুনিক আরবীর যাত্রা শুরু হয়। ১৮০১ খৃ. ফরাসীরা মিশর ত্যাগ করে। অবশেষে ১৮০৫ খৃ. মামলূক বংশের ধ্বংস সাধন করে আলাভী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মুহম্মদ আলী পাশা[১৫৬] ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি এক বিশাল রাজবংশ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। নিজের ক্ষমতা নিরংকুশ করার তিনি যাবতীয় ব্যবস্থা করেন। এজন্য তিনি মিশরকে আধুনিক ইউরোপের ছাঁচে গড়ে তোলার ব্যাপক পরিকল্পনা হাতে নেন। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্র থেকে শুরু করে শিক্ষা সংস্কৃতি সকল ক্ষেত্রে তিনি ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন। তিনি নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেন। সামরিক স্কুল, প্রকৌশল বিদ্যালয়, কৃষি বিদ্যালয় এবং অনুবাদ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তক ও সাহিত্য আরবীতে অনুবাদ করার

---

১৫৬. মুহাম্মদ আলী পাশা (১৭৬৯-১৮৪৭)ঃ একজন উচ্চাভিলাসী ও প্রতিভাবান শাসক ছিলেন। তিনি মেসিডোনিয়ার কাভালা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। সাধারণ সৈনিক মুহাম্মদ 'আলী সামরিক দক্ষতা ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতা বলে স্থীর গতিতে উন্নতি লাভ করেন। তিনি নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ১৭৯৯ সালে একটি বৃহৎ বাহিনী পরিচালনা করে জনসাধারণের নজরে পড়েন। ১৮০৫ সালে মিশরের গভর্ণর নিযুক্ত হন। গভর্ণর হয়ে তিনি নামে মাত্র উসমানীয় খলিফার কতৃত্ব হতে কার্যত স্বাধীন ছিলেন। আধুনিক সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী গড়ে তোলেন। শিক্ষা ব্যবস্থা, পূর্ত কাজ বিশেষত কৃষির জন্য সেচ পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১১ সালে মামলুক শাসকরা তাঁর হাতে পরাজিত হয়। তিনি ১৮২১-১৮২৩ সালে সুদান জয় করেন। বৃটিশ, ফরাসী ও রুশ বাহিনী একত্র সমাবেশে উসমানী খলিফার পক্ষ হতে গ্রীসের যুদ্ধে ১৮২৭ সালে বিরাট সাফল্য লাভ করে। সিরিয়া বিজয় তার জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৮৪১ সালে মিশর ও সুদান শাসনের স্থায়ী অধিকার প্রাপ্ত হন। তিনি মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় ইন্তেকাল করেন। ফারুক আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪; যায়্যাত, তারিখ, পৃ. ৪১৫; Encyclopaedia Britannica (vii), c,,. 85; Hitty, History, পৃ. ৭২২-৭২৪; বাংলা বিশ্বকোষ, চতুর্থ খন্ড, প্রথম সংস্করণ, (ঢাকা নওরোজ কিতাবিস্তান, নভেম্বর, ১৯৭৬), পৃ. ৯৫-৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

উদ্যোগ নেন। এ সময় অনেক ফরাসী ও ইংরেজী বই আরবীতে অনূদিত হয়। এসবের মধ্যে কিছু ফরাসী ও ইংরেজী গল্প, উপন্যাস ও নাটকের বইও ছিল। অতঃপর যখন বিদেশে প্রেরিত প্রতিনিধিদল ইউরোপের জ্ঞান বিজ্ঞানে শিক্ষিত হয়ে দেশে ফিরে আসে তখন আরবী সাহিত্যে এক নতুন ধারার সৃষ্টি হয়। তারা প্রথমে ব্যাপক অনুবাদের মাধ্যমে আরবী সাহিত্যে জাগরণ সৃষ্টি করে। মিশরে এদের হাতে আধুনিক আরবী উপন্যাসের পথ চলা শুরু হয়। আরবীতে ব্যাপক রচনা শুরু হয় ছোট গল্প ও উপন্যাসের মাধ্যমে।

প্রাচীন ধারায় নতুন আঙ্গীকে অথবা নতুন ইউরোপীয় রচনা শৈলীতে রচিত এ সব গল্প ও উপন্যাস আধুনিক আরবী উপন্যাসের সূচনা পর্ব হিসাবে কাজ করে। এ ক্ষেত্রে প্রথমে উল্লেখ করা যায় সিরীয় লেখকদের কথা, যাদের মধ্যে খ্রীষ্টান, মুসলমান উভয় শ্রেণীই ছিল। আর তারা অধিকাংশই ছিল পাশ্চাত্য আদর্শ কর্তৃক প্রভাবিত। তৎকালীন সিরিয়ার লেবাননে ইংরেজরা সর্বপ্রথম মিশনারী তৎপরতার মাধ্যমে সরাসরি আরবদের মধ্যে তাদের চিন্তা চেতনা বিতরণ শুরু করে। এখানেই আধুনিক আরবী উপন্যাসের সুতিকাগার। তবে প্রথমে কিংবদন্তী উপাখ্যান, ধর্মীয় কাহিনী ও লোক-কাহিনীর মাধ্যমে উপন্যাসের ক্রমবিকাশ শুরু হয়। সিরিয়ায় খ্রীষ্টান মিশনারী কার্যক্রম মধ্যপ্রাচ্য তথা আরব সমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশের একটি কৌশল হিসেবে কাজ করেছে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ। এর মাধ্যমে ইউরোপীয় সমাজ চিন্তা এবং খৃষ্ট ধর্ম সিরিয়ার সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলতে শুরু করে। রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক মানচিত্র পরিবর্তিত হয়। সৃষ্টি হয় আধুনিক বৈরুত শহর। নতুন খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বীদের নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে 'লেবানন' নামে নতুন রাষ্ট্রের পত্তন হয়। শুরু হয় খ্রীষ্টান–মুসলমান সংঘর্ষ। এ সংঘর্ষ এখনো শেষ হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

বৈরুতের খ্রীস্টানদের হাতেই আরবী ভাষায় ইউরোপীয় সাহিত্য রচনার ও অনুবাদের সূত্রপাত হয়। রাজনৈতিক সংঘাতের এক পর্যায়ে বেশকিছু লেবাননী যাদেরকে মিশরীয় লেখকগণ সিরীয় মুহাজির বলে উল্লেখ করেছেন, তাঁরা মিশরে বসতি স্থাপন করেন। তাঁদের মধ্যে কিছুসংখ্যক সাহিত্যিক ছিলেন, যাঁরা বৈরুতের আধুনিক আরবী সাহিত্যের ধারা কায়রোতে স্থানান্তরিত হয়। মধ্যপ্রাচ্যে ইউরোপীয় মডেলের প্রথম শহর বৈরুত, যা প্রাচ্যের প্যারিস হিসেবে খ্যাত। আধুনিক মুদ্রণব্যবস্থা, ইউরোপীয় সভ্যতা- সংস্কৃতি থেকে অন্যান্য আরবদেশে রপ্তানি হতে থাকে। আধুনিক উপন্যাস ও আধুনিক আরবী নাটকের কার্যক্রম যাত্রা শুরু হয় এখানেই। মুদ্রণ ও প্রকাশনা ক্ষেত্রে বৈরুত দীর্ঘ যুগ পর্যন্ত আরব বিশ্বের নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে। অধুনা কায়রো ও সৌদী আরব প্রকাশনার ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে এসেছে। বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের পরে খনিজ তেল উত্তোলনের ফলে মধ্যপ্রাচ্যের সৌদী আরব অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

466034

সিরিয়া রাষ্ট্র ভেঙ্গে লেবানন নামে নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কারণে লেবাননের সাথে আধুনিক সিরিয়ার রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব স্থায়ীরূপ লাভ করে। ইতিপূর্বে সিরিয়ার মানচিত্রে ফিলিস্তীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দেশে দেশে আরব জাতিয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। আদর্শিকভাবে মধ্যপ্রাচ্যে সমাজতন্ত্রের পক্ষে জোরালো আন্দোলন চলতে থাকে। ইতিপূর্বে তুর্কি খিলাফত দুর্বল হয়ে অনেকটা তুরস্ক নিয়েই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। একে একে মুসলিম বিশ্বে জাতিয়তাবাদের শ্লোগানে নতুন নতুন দেশের জন্ম হতে শুরু হয়। এসবের মধ্যে বৃটিশ ও ফরাসী কর্তৃক বিভিন্ন দেশ উপনিবেশ হিসেবে শাসিত হতে থাকে। শেষ পর্যায়ে ২১টি স্বাধীন আরবদেশ আরবলীগ গঠন করে। ইতিপূর্বে ২য় মহাযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে শুরু হয় ইউরোপীয়ান খেদাও আন্দোলন। খেলাফত বিলুপ্ত হয়ে রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র বা সামরিক শাসন, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় বিভিন্ন দেশে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের মাধ্যমে আরব বিশ্বে আদর্শিক দ্বন্দ্বের পাশাপাশি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠে। সমাজে দু'টি ধারার সৃষ্টি হয়। প্রাচীন পন্থী ও ইউরোপীয় বা আধুনিক পন্থী। এসময়কার সাহিত্যে গল্প উপন্যাস রচনায় এসব দ্বন্দ্ব সংঘাত ও প্রেক্ষাপট সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। ইউরোপের মধ্যে বৃটিশ ও ফরাসী এই দু'সমাজের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে আরবের আধুনিক পন্থীদের মধ্যেও এর প্রতিফলন দেখা যায়।

ইসলামী মূল্যবোধের অবক্ষয়, সমাজতন্ত্রের উত্থান, নারী স্বাধীনতার আন্দোলন গল্প উপন্যাসের বিষয় হিসেবে চরিত্রে স্থান পেয়েছে। তেমনিভাবে ইসলামী মূল্যবোধের পক্ষেও উপন্যাস, নাটক রচিত হচ্ছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন-উমর আল-দাসূকী তাঁর বিখ্যাত 'ফী আল-'আদব আল-হাদীছ' গ্রন্থে। পরবর্তী সময়ে গল্প উপন্যাস রচনায় এ ধারায় কৃতিত্ব নিয়ে যায় মিশরীয় লেখকেরা। বস্তুতঃ গোটা আরবী সাহিত্যের কৃতিত্বই অনেকটা একচেটিয়া মিশরীয়দের ভাগ্যাকাশে উদিত হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন 'ড: 'আবদ আল-মুহসিন ত্বাহা বদর' তাঁর 'তাতাওওর আল-রিওয়াইয়াই আল-আরাবিয়্যাহ আল-হাদীছা ফী মিশর' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে।

এখানে উল্লেখ্য যে এ সময় থেকে আধুনিক আরবী সাহিত্যের রচনা ধারায় ইংরেজী ও ফরাসী বলে দুইটি ধারার সৃষ্টি হয়। যা বর্তমান যুগ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। কেননা ফরাসীদের মিশর জয় থেকে শুরু করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত মিশর অধিকাংশ সময় ফরাসী বা ইংরেজদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপনিবেশ ছিল। অন্যান্য আরব দেশ ও মুসলিম বিশ্বের অবস্থান এ থেকে বেশী ব্যতিক্রম ছিল না। তাই ফরাসী ও ইংরেজী ভাষা সাহিত্যের প্রভাব আরবী সাহিত্যে খুবই স্বাভাবিক ছিল। বিদেশে প্রেরিত মিশরীয় ছাত্র ও প্রতিনিধিদল যখন মিশরে ফিরে আসে তখন তৎকালীন সরকার একটি অনুবাদ প্রতিষ্ঠান খোলেন। আর এই

Dhaka University Institutional Repository

অনুবাদ কেন্দ্রের পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয় রিফা'আত আল-তাহতাভীকে (১৮০৯–১৮৭৩ খৃ.) এই তাহতাভীই আধুনিক আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁ যুগের প্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব।[১৫৭] তাঁর হাতেই রেনেসাঁ পূর্ণজাগরণ যুগের আরবী সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয়।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক মন্দা, নৈতিক অবক্ষয়, নারী নির্যাতন, শ্রেণী সংঘাত, উপনিবেশবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। আর এ প্রেক্ষাপট ও বিষয়কে নিয়েই আধুনিক ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনার সূচনা হয়। তবে গাল্পিক ও উপন্যাসিকের একটা অংশ প্রাচীন বিষয় ভিত্তিক রচনা অব্যাহত রেখেছেন। কেউ গীতি গল্পে আবার কেউ নতুন আংগিকে ছন্দবদ্ধ অথবা ইউরোপীয় ষ্টাইলে ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনা শুরু করেন। এ ছাড়াও একটা অংশ মুসলিম সভ্যতা ও ইতিহাস ঐতিহ্যকে তাদের রচনার বিষয় করে কথা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার ন্যায় গল্প-উপন্যাসেও তাদের অবদান রেখেছেন। যেমন, ইমাম মুহাম্মদ আবদুহু, মোস্তফা লুৎফী আল-মানফালূতী, আব্দুল হামীম যোয়ার্দ্দার প্রমুখ। আধুনিক আরবী সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য প্রথম অনুবাদক রিফাআত আল-তাহতাভী অনেক বিদেশী গল্প-উপন্যাস, নাটক আরবীতে অনুবাদ করেন। বিশেষ করে ফরাসী ও ইংরেজী কথা সাহিত্যের এক বিপুল সাহিত্য তিনি নিজে এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে অনুবাদ করেন।

তবে সমালোচকগণ বলেছেন তাঁর অনুবাদ সাহিত্যমানে তেমন উন্নত ছিলনা। তাঁর ভাবসম্প্রসারণ ও শব্দচয়ন দুর্বল ছিল। কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন প্রথম

---

[১৫৭] রিফাআ'ত আল-তাহতাভীঃ আধুনিক আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁ যুগের প্রথম ব্যক্তিত্ব ছিলেন রিফাআত আল-তাহতাভী। ১৮০১ খৃ. সালে তিনি মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হজরত হুসাইন (রাঃ) এর বংশধর। তিনি জামে' আল-আযহারে অধ্যয়ন করেন। পরবর্তী ৫ বছর ফ্রান্স গমন করেন। তিনি সেখানে বিভিন্ন আধুনিক বিষয়ের উপর গভীর অধ্যয়ন করেন। দেশে ফিরে তিনি মুহাম্মদ আলী পাশা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অনুবাদ কেন্দ্রের ডাইরেক্টর নিযুক্ত হন। তিনি আধুনিক বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনেক গ্রন্থ রচনা করেন, এবং বিদেশী ভাষা থেকে অনেক পুস্তক আরবীতে অনুবাদ করেন। তার অনেক ছাত্র ছিল। যারা পরবর্তী যুগে আধুনিক আরবী সাহিত্যের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ১৮৭৩ খৃ. সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

অনুবাদক তাই তার অনুবাদের পর অনেক আলোচনার সমালোচনা হয়েছে। আর তাঁকে এই ক্ষেত্রে অগ্রপথিক বলে প্রাধান্য দেয়া হয়।

বস্তুতঃ তিনি ছিলেন আধুনিক মিশরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের রেনেসাঁর অগ্রদূত।[১৫৮] তাহতাভীর অনুবাদ ছাড়াও নিজস্ব রচনাবলী ছিল। পরবর্তী সময়ে তার ছাত্রদের মধ্যে একজন যোগ্য অনুবাদক ও সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়। তিনি হলেন উসমান জালাল (জন্ম ১৮২৮ খৃ., মৃ. ১৮৯৮ খৃ.) তাঁর ভাষা ছিল সহজ ও প্রাঞ্জল। তিনি যেমন অনুবাদে দক্ষ ছিলেন তেমনিভাবে তিনি গল্প ও উপন্যাস রচনায় নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হন।

অতঃপর বিভিন্ন লেখক গল্প উপন্যাস রচনায় এগিয়ে আসেন। ইবনাতু আল-মামলূক নামে মুহাম্মদ ফরীদ আবু হাদীদ্ব ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন।[১৫৯] কবি হাফিজ ইব্রাহিম ও আহমদ শাওকী গল্প ও উপন্যাস রচনা করেন। তবে এরা গদ্য সাহিত্য থেকে কবিতায় নিজেদের কৃতিত্ব ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। শাওকী ছন্দবদ্ধ গদ্যে প্রাচীন কাহিনীকে নতুন আংগিকে রচনা করেন।

বিদেশে প্রেরিত মিশরীয় ছাত্র ও প্রতিনিধিদল যখন মিশরে ফিরে আসে তখন তৎকালীন সরকার একটি অনুবাদ প্রতিষ্ঠান খোলেন। আর এই অনুবাদ কেন্দ্রের পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয় রিফা'আত আল-তাহ্তাভীকে (১৮০৯-১৮৭৩ খৃ.) এই তাহ্তাভীই আধুনিক আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁ যুগের প্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তার হাতেই রেনেসাঁ পূর্ণজাগরণ যুগের আরবী সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয়। এ সময়ে আরবী গল্প ও উপন্যাসে যারা কৃতিত্বের পরিচয় দেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন: সিরিয়ার বুতরুস আল-বুস্তানী (১৮৮৪ খৃ.) বিখ্যাত

---

[১৫৮] উমর আল-দাসুকী, ফী আল-আদব আল-হাদিছ, (কায়রোঃ দার আল-ফিক্র) প্রথম খন্ড পৃ. ৩৩।
[১৫৯] উর্দু ইসলামী বিশ্বকোষ, (লাহোরঃ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৭৬ খৃ.) ১৩শ খন্ড, পৃ. ২২২।

Dhaka University Institutional Repository

প্যান ইসলামের উদ্যোক্তা, সমাজ সংস্কারক জামাল আল-দ্বীন আফগানী[১৬০]-এর অন্যতম শিষ্য, মিশরের মুফতী মুহাম্মদ আবদুহু[১৬১] (১৯০৫ খৃ.), মিশরের মোস্তফা লুৎফী আল-মানফালুতী (১৯২৪ খৃ.), সিরিয়ার খৃষ্টান সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক জুরজী যায়দান (১৯২৪ খৃ.), লেবাননের সাচবাদিক ও সাহিত্যিক সায়ীদ আল-বুস্তানী (১৯২৯ খৃ.) এবং ইয়াকুব সার্রুফ (১৯২৭ খৃ.), সিরিয়ার ফারাহ্ আনতুন (১৯২২ খ.), লেবাননের দার্শনিক কবি জিবরান খলিল জিবরান (১৯৩১ খৃ.), ইরাকের ইবরাহীম হিলমী আল-উমর (১৯৪১ খৃ.), মিশরের ইব্রাহীম আবদ আল-কাদির আল-মাযিনী (১৯৪৯ খৃ.), ও মুহাম্মদ হোসাইন হাইকাল (১৯৫৬ খৃ.)। এদের হাতেই আরবী গল্প ও উপন্যাসের চারাগাছ প্রতিপালিত হয়ে পত্র পল্লবে ফুলে ফুলে শাখা প্রশাখা প্রসারিত করে বিশ্ব দরবারে ছায়া ফেলতে সক্ষম হয়। এদের উপন্যাসের টেকনিক ও ষ্ট্যাইল বিদেশী হলেও বিষয়বস্তু ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় এরা স্বকীয়তা অর্জন করতে সক্ষম

---

[১৬০]. সায়্যিদ জামাল আল-দীন আফগানী (১৮৩৭-১৮৯৮)ঃ আফগানিস্তানের কাবুল জেলার আস'আদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশব, কৈশর ও প্রথম যৌবন আফগানিস্তানে অতিবাহিত করেন। তিনি দর্শন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও বিভিন্ন ইসলামী বিদ্যায় পারদর্শী হন। তিনি বাগ্মী, সাংবাদিকও ছিলেন। ১৮৭১ সালে তিনি মিশর গমন করেন। সেখানে আট বছরকাল অবস্থান করেন। ১৮৮৩ সালে লন্ডন গমন করেন। অতঃপর মুফতি মুহাম্মদ আবদুহু-এর সাথে প্যারিসে বাস করেন। সেখানে তিনি "আল-উরওয়া আল বুসকাহ" নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। লন্ডনে থাকাকালে তিনি দিয়া আল-খাফেকিন নামক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি রিসালাতু রাদ্দে 'আলা আল-দাহরীয়িন ও তারিখ আল আফগান নামে দুটি পুস্তক রচনা করেন। তিনি তুর্কী বাদশা সুলতান আবদুল হামিদের আমন্ত্রণ পত্র পেয়ে ইস্তাম্বুল গমন করেন। সেখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন। তারিখ, পৃ. ৪৩৯-৪৪৩; যায়দান, তারিখ, ৪/২৭৯; ফারুখ আহমদ, ড. ত্বহা হুসাইন ও তাঁর সাহিত্য দর্শন, পৃ. ৩২।

[১৬১]. মুফতি মুহাম্মদ আবদুহু (১৮৪৯-১৯০৫)ঃ মুসলিম ধর্মতত্ত্বিক, মিশরের আধুনিকতার অগ্রদূত নীল নদের তাটি অঞ্চল হিচ্ছা শাবশির গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে কুরআন হিফজ করেন। ১৮৬২ সালে মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ১৮৬৬ সালে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে তিনি ধর্মীয় বিষয় ও ভাষা সাহিত্যে জ্ঞান আহোরণ করেন। ১৮৭২ সালে জামাল উদ্দিন আফগানীর সংস্পর্শে আসেন। ১৮৮৬ সালে সাংবাদিকতায় পেশা অবলম্বন করেন। ১৮৮০ সালে তিনি আল-ওয়াকায়ি' আল মিশরিয়্যাহ-এর (১৯২৮ খৃ.) পত্রিকার প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৯৯ সালে মিশরের সর্বোচ্চ ধর্মীয় পদ "মুফতি" পদে অধিষ্ঠিত হন। ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত এ পদে বহাল ছিলেন। তার দুটি মূল্যবান গ্রন্থ হলঃ "রিসালাতু আল-তাওহীদ" এবং "আল ইসলাম ওয়া আল-নাসরানিয়্যাহ মা' আল ইলম ওয়া আল মাদিনা"। তিনি জামাল উদ্দিন আল আফগানীর "রিসালাতু রাদ্দে 'আলা আল-দাহরীয়িন" প্রভৃতি ফারসী হতে আরবীতে অনুবাদ করেন। ই.বি.ই.ফা.বা. ২/২৫৯-২৬০; শাওকী দায়ফ, তারিখ, পৃ. ২১৮-২২৭; যায়দান, তারিখ, ৪/২৮০-২৮১; ফাখুরী, তারিখ, পৃ. ১০৫১-১০৫২; যায়্যাত, তারিখ, পৃ. ৪৪৩-৪৪৮; Hitti, History, পৃ. ১০৮১-১০৮৫; ফারুখ আহমদ, ড. ত্বহা হুসাইন ও তাঁর সাহিত্য দর্শন, পৃ. ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। ফলে উপন্যাসের সার্বজনীনতার জন্য কিছু সংখ্যক উপন্যাস ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হতে শুরু করে।[১৬২]

এ সময়কার আরবী গল্প ও উপন্যাসে মিশর তথা আরবের সামাজিক চিত্র ফুটে উঠেছে। রাজনীতি বিষয় নিয়েও গল্প ও উপন্যাস রচিত হয়েছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসও লিখা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে কোনটিতে ঐতিহাসিক চরিত্র ক্ষুন্ন করা হয়েছে। যেমন: আবু হাদীছের ঐতিহাসিক উপন্যাস।[১৬৩] আবার কোথাও আংগিক ও রূপ ঐতিহাসিক রাখা হয়েছে।

মিশরীয় আধুনিক শিক্ষিতরা তাদের জীবন ও সংস্কৃতির চাহিদা ফরাসী ও ইংরেজী সাহিত্যে খুঁজে পায়। শুধু তাই নয়, প্রথমে অনূদিত অনেক ফরাসী ও ইংরেজী উপন্যাস ও নাটক মিশরীয় সমাজ কাঠামো ও জীবন দর্শনের সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল না। তথাপি আধুনিক শিক্ষিত যারা গোটা জনগোষ্ঠীর একটি ক্ষুদ্রতম অংশ তারা তা গ্রহণ করে।[১৬৪]

প্রফেসর গীব বলেছেন, আরবী উপন্যাসের ক্রমবিকাশের ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করে মিশর। আর মিশরীয়দের ভূমিকা ব্যাখ্যা করে মুহাম্মদ হোসাইন হাইকাল বলেছেন আরব বিশ্বের মধ্যে মিশর শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর ছিল বলে তাদের হাতে আরবী উপন্যাস রচনা ও উন্নত হওয়া সম্ভব হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ মিশরের ধনী ও অভিজাত শ্রেণী উপন্যাস রচনায় তেমন সহযোগিতা করেনি। তাই সাধারণ শ্রেণী ও নিম্ন শ্রেণীর সহযোগিতায় উপন্যাস রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে। তাই সাধারণ ও

---

[১৬২]. আবদুস সাত্তার, আধুনিক আরবী সাহিত্য, (ঢাকাঃ মুক্তধারা, ১৯৭৪ খৃ.), পৃ. ১২৯।

[১৬৩] H.A.R. Gibb, The Egyptian Novel, Bulletin of the School of oriental studies (London : London Institute) , Voll, VII, pp,1-22,1935.

[১৬৪] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্ন শ্রেণীর চরিত্র এবং সমাজে তাদের অবস্থান সম্পর্কে এসব উপন্যাসের চরিত্র অংকন করা হয়েছে।

তৃতীয়ত: মিশরের জাতীয় জাগরণ এবং নিজস্ব শ্রেষ্ঠত্বের গর্ববোধ উপন্যাস রচনায় মিশরীয়দেরকে উৎসাহিত করেছে।

চতুর্থত: রাজনৈতিক কারণে রাজনৈতিক বিষয়ক উপন্যাস রচিত হয়েছে।[১৬৫]

এ সময়কার গল্প উপন্যাসে আরবের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে। সামাজিক কুসংস্কার, সামাজিক নিপীড়ন, নারী নির্যাতন এবং ধর্মীয় রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধেও এ সব রচনা ছিল সোচ্চার।

আধুনিক আরবী উপন্যাসের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ড. আবদ আল-মুহসিন তাহা বদর তাঁর 'তাতাওওর আল-রিওয়াইয়্যাহ আল-আরাবিয়্যাহ' গ্রন্থ।[১৬৬] উক্ত গ্রন্থে আধুনিক আরবী উপন্যাসকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছেঃ

ক. আল-রিওয়াইয়া আল-তালিমিয়া (শিক্ষামূলক)।

খ. আল-রিওয়াইয়া আল–তাহলিলিয়া (কাহিনী মূলক)।

গ. রিওয়াইয়া আল-তারজামা আল-যাতিয়া (জীবনী ভিত্তিক)।

ঘ. আল-রিওয়াইয়া আল-তাসলিয়া ওয়া-আল-তারফিয়া (বিনোদন ও রোমান্স ভিত্তিক)।

ঙ. আল-রিওয়াইয়া আল-ফান্নি (শৈল্পিক উপন্যাস)।

মৌলিকভাবে উপন্যাস চার প্রকারই। শিল্পমান রক্ষা করে রচিত হলে প্রত্যেক প্রকার উপন্যাসই শৈল্পিক উপন্যাস হতে পারে।

---

[১৬৫] প্রাগুক্ত।

[১৬৬]. আধুনিক আরবী উপন্যাসের ক্রমবিকাশের উপর প্রথম গবেষক ডঃ আবদ আল-মুহসিন তুহা বদর। তিনি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক। ১৯৬২ খৃ. সালে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণার শিরোনাম ছিল "তাতাওওর আল-রিওয়াইয়্যা আল-হ্যাদীছ ফী মিসর" (১৮৭০ খৃ.-১৯৩৮ খৃ. পর্যন্ত) ১৯৬২ সালের ডিসেম্বরে এটা গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৯২ সালে বইটির পঞ্চম সংস্করণে নতুন সংযোজনসহ ষাটের দশক পর্যন্ত আরবী উপন্যাস নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। কায়রো থেকে দার আল-মা'আরিফ কর্তৃক প্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তী যুগে আরেকদল গল্পকার ও ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব হয়। যারা আরব্য উপন্যাসকে আরও উন্নতির দিকে নিয়ে যান। এদের মধ্যে তাইমূর পরিবার-এর আয়েশা তাইমূর, মুহাম্মদ তাইমূর, মুরাহ ইলাহী, 'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ, ত্বহা হোসাইন, তাওফীক আল-হাকীম, নাজীব মাহ্ফুজ, মিখাইল নূয়াইমা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এখানে সংক্ষেপে মিশরের কয়েকজন ঔপন্যাসিক ও তাদের উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

মুস্তফা লুৎফী আল- মানফালুতী

১৮৭৬ খৃ. সালে মিশরের মানফালুত শহরের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কুত্তাব থেকে কুরআন হিফজ ও প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখানে তার অন্যতম শিক্ষক ছিলেন মুফতী মুহাম্মদ আবদুহু। আবদুহুর চিন্তাধারা দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন। অতঃপর কর্মজীবনে সাংবাদিকতা ও সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন সরকারী চাকুরি করেছেন। তিনি ঔপন্যাসিকের চেয়ে গল্পকার হিসাবেই অধিক কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। তিনি কয়েকটি ফরাসী নাটক ও উপন্যাস আরবীতে অনুবাদ করেন। তবে তাঁর ফরাসী বা অন্যান্য বিদেশী ভাষায় উপর ভাল দখল ছিল না। বন্ধু-বান্ধবদের সহযোগিতায় বিদেশী ভাষার রচিত গ্রন্থের সারমর্ম বুঝে নিজে আরবীতে লিখতেন। এভাবেই তিনি অনেক অনুবাদ, গল্প ও উপন্যাস লিখেন। তবে ভাষার প্রাঞ্জলতা ও বর্ণনার চাতুর্বতায় তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কখনো তার গল্পে অপ্রচলিত কিছু কঠিন শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। আল-মান ফালুতীর গল্প সংকলন আল-আবারাত (অশ্রুমালা) পাঠ করে সত্যিই পাঠকের অশ্রুসংবরণ করা সম্ভব হয় না। সবকয়টি গল্পই করুণ ও ট্রাজেডিপূর্ণ। গ্রানাডায় মুসলিম রাজত্বের পতনের কাহিনী পাঠ করে পাঠকের হৃদয়ে গ্রানাডার মুসলিম রাজত্বের পতনের কাহিনী পাঠ করে পাঠকের হৃদয়ে গ্রানাডার মুসলিম ঐতিহ্যের স্মৃতি ভেসে উঠে। ড. মুজীবুর রহমান বাংলায় মিশরের ছোট গল্প

Dhaka University Institutional Repository

নামে আল-আরাবাতের অনুবাদ করেছেন।[১৬৭] এ ছাড়াও তাঁর প্রবন্ধ সংকলন আল-নাজারাত তৎকালীন আরবী কথা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সংযোজন।

ইব্রাহীম আবদ আল-কাদির আল-মাযিনী

১৮৮৭ খৃ. সালে কায়রোর পল্লী এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে শিক্ষক একাডেমীতে ভর্তি হন। এখানেই তিনি ইংরেজী সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ করে রচনাশৈলী ও সেক্সপিয়ারের রচনাবলীর প্রতি আগ্রহী হন। শিক্ষা শেষ করে তিনি সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকুরি নেন। এখানে থাকাবস্থায়ই তিনি ইংরেজীতে 'কালীলা ওয়া-দিমনার' আংশিক অনুবাদ করেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'ইব্রাহীম আল-কাতিব' ১৯৩২ খৃ. প্রকাশিত হয়। ছোট গল্প সংকলন 'আল-তরীক' প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে। 'মিন আল-নাফেযা' বারত আল-তায়া'ত ইব্রাহিম আস-সানী, ছালাছাতু রিজাল ওয়া ইমরাআতু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আল-মাযিনীর উপন্যাসে নারী পুরুষের প্রেম ও দৈনন্দিন জীবনের চিত্র অংকিত হয়েছে। 'ইব্রাহীম আল-কাতিব' উপন্যাসের নায়ক ইব্রাহীম। নায়কের পত্নী এক সময় একটি ছেলে রেখে অসুস্থ হয়ে মারা যায়। নায়কের সাথে অনেকদিন পূর্ব থেকেই তার এক খালাত বোনের সাথে প্রেম ছিল। সে প্রেম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। নায়ক প্রেমিকাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলে মেয়ের অভিভাবকগণ সে প্রস্তাব এই বলে অগ্রাহ্য করে দেয় যে, প্রেমিকার বড় বোন এখনো অবিবাহিত, অতএব বড়বোনকে রেখে ছোট বোনকে বিয়ে দেয়া হবেনা। এতে মনক্ষুন্ন ও ভারাক্রান্ত হলেন প্রেমিক ইব্রাহীম।

অতঃপর ইব্রাহীম লাইলী নামক এক যুবতীর প্রেমে পড়ে এবং প্রেমকে সে পুর্বের ব্যর্থ প্রেমের বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করে। কিন্তু ইব্রাহীম-এর দ্বিতীয় প্রেমও ব্যর্থ হয়। অতঃপর ইব্রাহীম তার মায়ের পছন্দ অনুযায়ী ছামীরাকে বিয়ে করে।

---

[১৬৭]. ডঃ মুজিবর রহমান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক।

Dhaka University Institutional Repository

এই উপন্যাসের লেখক একটি প্রেম কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এখানে নাটকের ন্যায় সংলাপ রয়েছে। কোথায়ও প্রকৃতির শোভা দৃশ্যমান হয়। আর প্রেমের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত মানসিকতা ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ লক্ষ্য করা যায়। শালীনতার সাথে প্রাঞ্জল ভাষায় লেখক মিশরের সামাজিক জীবনের প্রেম কাহিনী তুলে করেছেন।

মুহাম্মদ হোসাইন হাইকাল

১৮৮৮ খৃ. মিশরের এক সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছোট বয়সে কুরআন হিফজ করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে আইন কলেজে ভর্তি হন। এখানে অধ্যয়ন কালে তিনি সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হন। অতঃপর তিনি বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিক লুৎফী সাইয়্যিদের সাথে ঘনিষ্ঠ হন। লুৎফী সাইয়্যিদের (১৯৬৪ খৃ.) রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক চিন্তাধারা কর্তৃক তিনি প্রভাবিত হন। অতঃপর তিনি উচ্চ শিক্ষার্থে প্যারিস গমন করেন এবং সেখানে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। প্যারিসে থাকাকালীন তিনি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'যায়নাব' রচনা করেন। যা আধুনিক আরবী উপন্যাসের মধ্যে সর্ব প্রথম সার্থক ও পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস বলে ঐতিহাসিকগণ ও সাহিত্য সমালোচকগণ উল্লেখ করে থাকেন।[১৬৮] দেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি সাংবাদিকতার পেশা গ্রহণ করেন এবং যৌথভাবে মিশরের স্বাধীন সাংবাদিকতার সূচনা করেন। আরবী গদ্য সাহিত্যকে উন্নত করতে আত্মনিয়োগ করেন। মিশরের নারী শিক্ষার পক্ষে তিনি জনমত গড়ে তোলেন।

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় হাইকাল অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর অনেক গ্রন্থ বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ১৯৫৫ খৃ. সালে তাঁর উপন্যাস 'হা-কাযা খুলিকাত' প্রকাশিত হয়। আধুনিক মিশরের মহিলাদের জীবন ও প্রকৃতি নিয়ে রচিত এটি একটি দীর্ঘ উপন্যাস। নারী প্রকৃতিসহ মিশরের নারীদের চরিত্র ও স্বভাব এবং নারী স্বাধীনতাসহ বিস্তারিতভাবে মহিলাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

---

[১৬৮]. ডঃ শাওকী দায়ফ, আল-আদাব আল-আরবী আল-মু'আসির ফী মিশর, পৃ. ২৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

যায়নাবঃ আধুনিক আরবী উপন্যাসের মধ্যে সকল উপাদান নিয়ে রচিত প্রথম উপন্যাস যায়নাব। তাই যায়নাব নিয়ে সাহিত্য সমালোচকগণ ও ঐহিত্যসিকগণ ব্যাপক আলোচনা করেছেন। ইউরোপের প্রাচ্য বিষয়ক পণ্ডিতগণও যায়নাবের গুনাগুণ ও দোষত্রুটি নিয়ে সমালোচনাধর্মী আলোচনা করেছেন। এটা মিশরের সাধারণ শ্রমজীবি মানুষের বিশেষ করে কৃষকদের জীবন নিয়ে রচিত প্রথম সামাজিক উপন্যাস। প্রেম-বিরহ, অর্থনৈতিক দৈন্য, সামাজিক প্রথা, সব কিছুর চরিত্র নিয়ে হোসাইন হাইকাল তাঁর যায়নাব উপন্যাসের চরিত্র নির্মাণ করেছেন। ফরাসী উপন্যাসের অনুসরণে তিনি যায়নাব রচনা করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

১৯১৭ সালে যায়নাব প্রথম বারের মত প্রকাশিত হয়।[১৬৯] সাহিত্যের শিল্পগুণের মূল্যায়নে কেউ এর বিভিন্ন ত্রুটি উল্লেখ করলেও, নতুন আংগিকে প্রথম পূর্ণাঙ্গ সামাজিক উপন্যাস রচনায় মুহাম্মদ হোসাইন হাইকালের কৃতিত্ব ও অবদান সকলেই স্বীকার করেছেন। ফরাসী গল্প ও উপন্যাসের প্রভাব যায়নাবের চরিত্রে প্রতিফলিত হলেও মিশরের সামাজিক প্রেক্ষাপটে হাইকালের এই উপন্যাস সার্থক ও নিখুঁত চরিত্র সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। মিশরের কৃষক কন্যার হাসি-কান্নার চরিত্র আরবী উপন্যাসে অনুপম ভাবে তিনি প্রথম তুলে ধরেছেন। যায়নাব উপন্যাসে প্রধান চরিত্র হিসেবে নায়িকা যায়নাব এবং নায়ক ছিল হামেদ। যায়নাব থেকে কিছু অংশ তুলে ধরা হচ্ছে:

تلك النفس القاسية التي تنظر لكل جمال في الوجود دساخرة، لأنها لاتفهم منه شيئا، وتحسب ان الحياة الجد هي التي يقضيها صاجبها بين العمل والتسبيح... وان هم لا ابناء مصريون لتبين عليهم مظاهر الرجوليه من السن الخامسة فاذا بلغوا أيام الرجولية الصحيحة احسوا بالتعب من طول ماجملوا هذا المطهر، وسقطتهم صفاته وان بقي عليهم لباسه.

পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে অনেকেই উপন্যাস রচনা করেছেন এবং বর্তমানেও অনেক উপন্যাস রচিত হচ্ছে। সাহিত্য শিল্পে এবং উপস্থাপনায় হয়ত যায়নাব থেকে উন্নত উপন্যাস তারা রচনা

---

১৬৯. ডঃ শাওকী দায়ফ, আল–আদাব আল-আরবী আল-মু'আসির ফী মিশর, পৃ. ২৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু তাদের উপন্যাসের প্রথম মডেল হিসাবে যায়নাব কাজ করেছে। মিশরের গ্রামীণ জীবনের সমাজ চিত্র সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে যায়নাব উপন্যাসে। যদিও হাইকাল ও ত্বহা হোসাইন সমসাময়িক ছিলেন। কিন্তু ত্বহা হোসাইন, হাইকালের পরেও অনেক বছর বেঁচে ছিলেন। তাই তাদের যৌথ প্রচেষ্টার সাহিত্য সাধনাকে ত্বহা হোসাইন একাই আর একধাপ অগ্রসর করে নিয়ে যেতে সক্ষম হন। সামাজিক উপন্যাস রচনায় ত্বহা হোসাইন যোগ্যতার পরিচয় দেন। এ বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। আধুনিক আরবী সাহিত্যের অন্যতম স্থপতি মুহাম্মদ হোসাইন হাইকাল ১৯৫৬ সালে মিশরে ইন্তেকাল করেন।

মাহমূদ তাইমূর

১৮৯৪ খৃ. মিশরের বিখ্যাত তাইমূর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আহমদ তাইমূর পাশা ছিলেন একজন পণ্ডিত ও সাহিত্যিক। আর তাদের বাড়ী ছিল তৎকালীন মিশরের জ্ঞানীগুণী, বুদ্ধিজীবি ও সাহিত্যিকদের আড্ডাখানা। এমনকি মুফতি মুহাম্মদ আবদুহু এবং পাশ্চাত্যের প্রাচ্য বিষয়ক পণ্ডিতগণও এখানে আসা যাওয়া করতেন। তার বড় ভাই মুহাম্মদ তাইমুর ও বোন আয়শা তাইমুর বিখ্যাত সাহিত্যিক, গল্পকার ও ঔপন্যাসিক ছিলেন। তবে তারা ঔপন্যাসিক থেকে ছোট গল্পকার হিসেবেই অধিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মাহমুদ তাইমুর ও প্রথম জীবনে গল্প রচনায় অধিক সময় ব্যয় করেন। ছোটগল্পে বলতে গেলে তাইমুর পরিবার আধুনিক আরবীতে রেনেসাঁর জন্ম দেন। অতঃপর মাহমুদ তাইমূর এর ভাই মুহাম্মদ তাইমূর ১৯২৫ খৃ. যৌবনেই মৃত্যুবরণ করায় তার পক্ষে অধিক রচনা রেখে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তথাপি তিনিও অনেক গল্প ও নাটক রচনা করে যান। মাহমূদ তাইমূরের উপন্যাসের মধ্যে 'নিদাউল মাজহুল' 'সালওয়া ফী মুহিব আল-রীহ' উল্লেখযোগ্য। তিনি কয়েকটি নাটকও রচনা করেন। ' হাকলাত আল-শায়' ইবনুজালা ইত্যাদি। আধুনিক আরবী কথা সাহিত্যে মাহমূদ পরিবারের ভূমিকা সর্বজন স্বীকৃত। বিশেষ করে মাহমূদ তাইমূর গল্পকার ও উপন্যাসিক হিসাবে আধুনিক গদ্য রেনেসাঁ যুগে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব । এদের হাতে আধুনিক গল্প ও উপন্যাস যৌবনপ্রাপ্ত হয়েছে। তাঁর বোন আয়শা তাইমূর বিখ্যাত কবি ও গল্পকার ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

ডঃ ত্বহা হোসাইন (১৮৮৯- ১৯৭৩ খৃ.)

আধুনিক আরবী সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল এবং আরব বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ডঃ ত্বহা হোসাইন। তাঁর ৫টি উপন্যাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'আদীব'। তবে তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'আল-আইয়্যামে'ও উপন্যাসের অনেক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। তিনি অনেক ছোট গল্প রচনা করেছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে হবে।

'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ

'আব্বাস মাহমূদ আল-'আক্কাদ ১৮৮৯ সনে মিশরের আসওয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে আক্কাদের জন্ম। সমসাময়িক ডঃ ত্বহা হোসাইন ও ইব্রাহীম আবদ আল-কাদের আল-মাযেনীও একই সনে জন্মগ্রহণ করেন।[১৭০] অসাধারণ মেধার অধিকারী 'আক্কাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মাধ্যমিক পর্যন্ত হয়েছিল। ১৯০৩ খৃ. মাত্র ১৪ বছর বয়সে তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। কিছু দিন সরকারী চাকুরী করে সাংবাদিকতার পেশা গ্রহণ করেন।[১৭১]

আক্কাদ সাহিত্যের সকল শাখায় তাঁর দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। কবি হিসেবে, নাট্যকার, উপন্যাসিক, গল্পকার, সাংবাদিক, সাহিত্য সমালোচনাসহ সকল সাহিত্যের ময়দানে সক্রিয় থাকার পরেও তিনি রাজনৈতিক জীবনেও ভূমিকা পালন করেন। ব্যক্তি জীবন ছিল তাঁর সংগ্রামমুখর, কলম ছিল বলিষ্ঠ। সমসাময়িক ড. ত্বহা হোসাইনের মত তাঁকেও কারাগারে যেতে হয়েছে। তাওফীক আল-হাকীম, ত্বহা হোসাইন ও 'আব্বাস মাহমুদের যৌথ প্রচেষ্টায় আরবী সাহিত্য বিশেষ করে কথা সাহিত্য চরম উন্নতি লাভ করে। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বিরাট সাহিত্য ভান্ডারের মধ্যে কথা সাহিত্যে 'সারা' উপন্যাস অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। মুহাম্মহ হোসাইন হাইকালের 'যায়নাব' এবং ত্বহা হোসাইনের 'আদীব' এবং তাওফীক আল-হাকীমের ' আওদাত আল-রূহ' এর সাথে 'সারা' তুলনীয়। তেমনিভাবে আল-মাযেনীর 'ইবরাহীম আল-কাতিব' এসব

---

১৭০. ডঃ আবদ আল-মুহসিন ত্বহা বদর, তাতাওওর আল-রিওয়াইয়া আল-আরাবিয়্যাহ আল-হাদিছা, দার আল-মা'আরিফ, পঞ্চম সংস্করণ, কায়রো, ১৯৯২ খৃ. পৃ. ২৮৩।

১৭১. ডঃ শাওকী দায়ফ, আল-আদাব আল-আরাবী আল-মু'আসির ফী মিশর, পৃ. ১৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসের সাথে আলোচিত। অনেকে 'আল-আয়্যামকে'ও এর সাথে যুক্ত করে আলোচনা করে থাকেন। ড. আবদ আল-মুহসিন ত্বহা বদর সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের মধ্যে 'আওদাত আল-রূহ'কে 'সারা' উপন্যাসের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। পক্ষান্তরে অন্যান্য সব উপন্যাস থেকে 'সারা' কে শ্রেষ্ঠ বলেছেন।[১৭২]

তাওফীক আল-হাকীম

১৮৯৮ খৃ. মিশরের এক পল্লী গাঁয়ে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষকদের মাঝে তাঁর বাল্যকাল কাটে। মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য প্রথমে কায়রো শহরে আসেন। এখানে মাহমূদ তাইমূরসহ অন্যান্য সাহিত্যিদের সাথে তার পরিচয় হয়। তখন থেকে তিনি সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। নাটক দিয়েই তার রচনার সূত্রপাত হয়। ১৯২৪ সালে তিনি আইন শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্যারিস গমন করেন। সেখানে ফরাসী সাহিত্যের সাথে সরাসরি পরিচয় হয়। তাওফীক আল-হাকীমের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস " আওদাত আল-রূহ" (আত্মার প্রত্যাবর্তন) ১৯৩৩ খৃ. প্রকাশিত হয়। আধুনিক আরবী কথা সাহিত্যে তাওফীক আল-হাকীমের নামই বেশী পরিচিত। উপন্যাস ছাড়াও তিনি অনেক নাটক রচনা করেছেন। এর মধ্যে "মুহাম্মদ" নাটক বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবন কাহিনী নিয়ে রচনা করে তিনি গোটা পৃথিবীতে আলোচিত হয়েছেন। তিনি ঐতিহাসিক ঘটনা ও ধর্মীও কাহিনী নির্ভর নাটক ও উপন্যাস রচনা করেছেন। তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা চল্লিশেরও বেশী। ইসলামী চরিত্র বিষয়ক নাটক ও উপন্যাসও তাঁর কম নয়।

ভাষার প্রাঞ্জলতা, আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও তাঁর রচনায় যা লক্ষণীয় তা হলো তিনি বিশেষ আন্তরিকতার সাথে মানুষের মনের কথা ব্যক্ত করেছেন। ত্বহা হোসাইনের সাথে তাওফীক আল-হাকীমের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। সাহিত্য চর্চায় তারা পরস্পর সহযোগী ছিলেন এমনকি যৌথভাবে গ্রন্থ রচনা করেছেন। আরবী উপন্যাসের ক্রমবিকাশের বর্তমান পর্যায়ে তাওফীক আল-হাকীমের দক্ষ হাতে তা আরেক ধাপ উন্নত হয়েছে।

---

[১৭২]. ডঃ আবদ আল-মুহসিন ত্বহা বদর, তাতাওওর আল-রিওয়াইয়া আল-আরাবিয়্যাহ আল-হাদিছা, পৃ. ৩৬০, ৩৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

নাজীব মাহ্‌ফূজ

নাজীব মাহফূজ আরবী সাহিত্যে শুধু মাত্র নয় বরং বিশ্ব সাহিত্যে পরিচিত নাম। তাঁর মাধ্যমে বিশ্ব সমাজে আন্তর্জাতিকভাবে আধুনিক আরবী উপন্যাস তথা আরবী সাহিত্য মর্যাদার স্বীকৃতি পেয়েছে। ১৯৮৮ খৃ. তিনি তাঁর বিখ্যাত "ছুলাছিয়াত" উপন্যাসের জন্য আন্তর্জাতিক নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

আরবী সাহিত্যের গর্ব এই কথা সাহিত্যিক ১৯১১ খৃ. মিশরের কায়রোর জামালিয়্যার জন্মগ্রহণ করেন। ২য় মহাযুদ্ধ পরবর্তী যুগে আরবী কথা সাহিত্যে গুণগত পরিবর্তন আসে। এই সময় ইতিহাস ভিত্তিক কথা সাহিত্য নতুন শিল্প, আবেগ ও রোমান্সিজমে রচনা হতে শুরু করে। এই ধারা প্রতিফলিত হয়েছে নাজীব মাহফুজের ছুলাছীয়্যাত উপন্যাসে।[১৭৩]

নাজীব মাহফূজ বাল্যকাল থেকে কায়রোতে অবস্থান করেন। ১৯৩৪ খৃ. তিনি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক সম্মান ডিগ্রী লাভ করেন। শিক্ষা জীবন শেষ করে তিনি সরকারী চাকুরিতে যোগদান করেন। চাকুরি জীবনের সিংহভাগ তিনি কাটিয়েছেন চলচ্চিত্র বিভাগে। ১৯৭২ খৃ. চাকুরি থেকে অবসর হওয়া পর্যন্ত তিনি চলচ্চিত্র বিভাগে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে চাকুরি করেন। সরকারী উচ্চপদে বহাল থাকলেও সাহিত্যের নেশা ছিল তাঁর আজন্মের। সাহিত্য প্রীতির নিরলস কর্মোদ্যমই তাঁকে গৌরবের সুউচ্চ শিখরে আসীন করেছে।

ইতিহাস ভিত্তিক রোমান্সিজম ও আবেগ নিয়ে উপন্যাস রচনার শিল্প অনুসরণ করার সাথে সাথে রূপক ও ছদ্ম ধারাকেও অন্যতম শিল্প কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এই জন্য তিনি সরকারী চাকুরি করেও অব্যাহত গতিতে সাহিত্য চর্চা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এইভাবে তার বিশাল সাহিত্য ভান্ডার গড়ে উঠে। আধুনিক আরবী উপন্যাস রচনায় নাজীব মাহফূজের পূর্বসূরী হচ্ছেন ডঃ ত্বহা হোসাইন, 'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ এবং তাওফীক আল-হাকীম।

---

১৭৩. ডঃ আবদ আল-মুহসিন, তাতাওওর, পৃ. ৪০১।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৮ খৃ. নোবেল পুরস্কার ঘোষিত হওয়ার পর তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে পত্রিকায় প্রকাশিত বক্তব্যে তিনি বলেছেন এই পুরস্কার আমাকে না দিয়ে ত্বহা হোসাইন, 'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ ও তাওফীক আল-হাকীমকে দিলেই অধিক যুক্তিসঙ্গত হতো। আসলে এই তিনজন কথা শিল্পীর সুযোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে অগ্রসরমান আধুনিক আরবী কথা সাহিত্যিক নাজীব মাহফূজ চরম শিখরে নিয়ে পৌছানোর প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে নাজীব মাহ্ফূজের অবদানকে যেমন খাটো করে দেখা যায় না, তেমনিভাবে উক্ত তিনজন বিখ্যাত কথা সাহিত্যিকের অবদানের ধারাবাহিকতার সাথে নাজীবকে আলাদা করারও অবকাশ থাকে না।

বিশেষ করে নাজীব মাহফূজ তাওফীক আল-হাকীমের শিল্পের খুব কাছাকাছি অবস্থান করে অগ্রসর হয়েছেন। তাওফীক যেমন আজীবন বিরামহীনভাবে লিখে গেছেন নাজীবও নিরলসভাবে লিখে গিয়েছেন। তাদের সমসাময়িক বা পূর্বসূরীরা এইভাবে লেখার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেননি।

পঞ্চাশের দশকের শেষভাগে মিশরে যখন নাস্তিক্যবাদীরা ক্ষমতায় আসীন ছিলেন তখন তিনি কমিউনিষ্টদের চিন্তার কাছাকাছি থেকে "আওলাদ হারাতিনা" নামক একটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন, যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৯ খৃ.। পরবর্তী সময়ে ১৯৬৭ খৃ. উপন্যাসটি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। অথচ লেখক হিসেবেও নাজীব মাহফূজ সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার সম্পর্কে কোন আগ্রহ প্রকাশ করেননি। কিন্তু নাজীব মাহফূজের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর কিছুসংখ্যক মিশরীয় লেখক পুরোনো কাসুন্দি ঘাটতে চাচ্ছেন ও বইটি বাজারে ছাড়ার জন্য খুব সোচ্চার হয়েছেন। এই প্রেক্ষাপটে রক্ষণশীল মুসলিমদের পক্ষ হতে নাজীব মাহফূজ কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। পঞ্চাশের দশকে রচিত নাজীব মাহফূজের ছুলাছিয়্যাত বা ত্রয়ী নামক উপন্যাসটি ইংরেজী ফরাসী সহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়। বিশ্ব সাহিত্যে আরবী উপন্যাসের সাহিত্যমান ব্যাপকভাবে আলোচিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে তিনি নোবেল সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন ১৯৮৮খৃ.।

Dhaka University Institutional Repository

ছুলাছিয়্যাত (ত্রয়ী) নামের উপন্যাসটি আরবীতে ১২০০ পৃষ্ঠায় এবং ইংরেজী অনুবাদে ৩ খন্ডে ১৫০০ পৃষ্ঠায় ৫টি বৃহৎ উপন্যাসের সংকলন। তিন খন্ডে প্রকাশিত এবং বিষয়বস্তু হিসেবে তিন যুগের তিন প্রজন্ম নিয়ে রচিত এই সামাজিক উপন্যাসটি'তে তিনি মিশরীয় সমাজচিত্র দক্ষতার সাথে অংকন করেছেন। কায়রোর বিখ্যাত তিন গলির ধারা বিবরণী বর্ণনার মাধ্যম। এখানেই তার ত্রয়ী নামকরণের যুক্তিকতা। তিন ধারা নামে তিনি সবকিছুকেই তিন দিয়ে বিভাজন করেছেন। নামকরণের এমন কৌশল খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। ইসলাম পূর্ব প্রাচীন মিশরীয় ফেরআউনী যুগ থেকে তিনি উপন্যাসের পট শুরু করেছেন। আধুনিক মিশরের আরব জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদ ইউরোপীয় ধারায় প্রভাবিত পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে শেষ করেছেন। ধারা বিবরণীর মাধ্যম হিসেবে রাজধানী কায়রোর তিন গলিকে বেছে নিয়েছেন মহাকালের নিরব স্বাক্ষী হিসেবে।

গলি তিনটির নাম হচ্ছে- "জুকাক আল-মিদাক" "খান আল-খলীলি" এবং " সানদাকিয়া"। ৫টি উপন্যাস হচ্ছে - জুকাক আল-মিদাক, বায়ন আল- কাসরাইন, কাসর আল-শাওক, আল-সুক্কারিয়া ও সারাসারা ফাউক আল-নীল।

নাজীব মাহফূজ ৩৮ বছর সরকারী চাকুরিতে উচ্চপদে থেকেও তাঁর নিরলস সাহিত্য সাধনা চালিয়ে গিয়েছেন। সরকারী চাকুরী জীবনে জনগণের সাথে সেতু বন্ধন হিসেবে তিনি বিরতিহীনভাবে ৩০ বছর কায়রোর মিদাক গলিতে অবস্থিত "কিরশা" কফি হাউজে বৈকালিক আড্ডায় উপস্থিত থাকতেন। নাজীব মাহফূজ কিছু কবিতা ও নাটক লিখলেও তিনি মূলত ঔপন্যাসিক ও গল্পকারই ছিলেন। তবে তাঁর অধিকাংশ গল্প ও উপন্যাস নাট্যরূপ পেয়েছে।[১৭৪] পাঠকের চাহিদা এবং তিনি যেহেতু চলচ্চিত্র বিভাগের পরিচালক ছিলেন এই সুবাদে তাঁর প্রায় সব গল্প ও উপন্যাস নিয়েই পরবর্তী সময়ে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে।

---

[১৭৪] ডঃ মোঃ আবু বক্কর সিদ্দীক, নাজীব মাহফুজের সাহিত্যে জীবন সত্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্য পত্রিকা, আষাঢ় ১৪০০, পৃ.১২১

Dhaka University Institutional Repository

নাজীবের রচিত উপন্যাসের সংখ্যা চল্লিশের অধিক। এর মধ্যে ' আল-কাহিরা আল-জাদীদা' এবং 'বিদায়া ওয়া নিহায়া' উল্লেখযোগ্য। আরবী উপন্যাস রচনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে মিশর, সিরিয়া, ইরাক ও লেবানন এর লেখকদের ভূমিকাই অগ্রগামী । আধুনিক আরবী গল্প ও উপন্যাসে রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় চেতনার পাশাপাশি প্রগতিশীল মুক্ত জীবন দর্শন, প্রেম বিরহের চিত্রও ফুটে উঠেছে। বর্তমান আরবী উপন্যাস তার পূর্ন যৌবনে পদার্পন করেছে। তবে এখনও সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় উপন্যাস রচনার সংখ্যা ও পরিমাণ অপেক্ষাকৃত স্বল্প।[১৭৫]

এসব উপন্যাসের ক্রমবিকাশের প্রথম সূত্র হিসাবে আব্বাসীয় যুগে রচিত মাকামা সাহিত্য ও রম্য গল্প "আলফ লায়লা ওয়া লায়লা" কে উল্লেখ করা হয়। বিষয়বস্তু উপস্থাপনা ও চরিত্র সৃষ্টিতে আধুনিক আরবী উপন্যাস অন্য যে কোন ভাষায় রচিত উপন্যাস থেকে অগ্রগামী না হলেও আজ আর পিছিয়ে নেই। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় দ্রুত আরবী উপন্যাস অনূদিত হচ্ছে। পাঠকের চাহিদাও উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্ব সাহিত্যে আধুনিক উপন্যাস আজ সাড়া জাগানো সাহিত্য। ইতিমধ্যে ১৯৮৮ খৃ. আধুনিক আরবী উপন্যাসের জন্য নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর মিশরে আরবী উপন্যাসের চর্চা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়ে অগ্রসর হয়। একদল দক্ষ ঔপন্যাসিকের নেতৃত্ব আরবী উপন্যাস অগ্রসর হতে থাকে। এঁরা হচ্ছেন: ড. মুহাম্মদ হোসাইন হাইকাল, ড. ত্বহা হোসাইন, আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ, ইবরাহীম আল-মাযিনি এবং তাওফীক আল-হাকীম।[১৭৬] ২য় মহাযুদ্ধোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক নাজীব মাহফূজ।[১৭৭]

---

[১৭৫] উর্দু দায়েরায়ে মা'আরিফে ইসলামিয়া পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, পাকিস্তান, ১৩শ খন্ড, পৃ.২২।
[১৭৬] ডঃ আবাদ আল-মুহসিন ত্বহা বদর, তাতাওওর আল-রিওয়াইয়া আল-আরাবিয়্যাহ আল-হাদীছা, পৃ. ২৮৩।
[১৭৭] প্রাগুক্ত, পৃ.৪০১।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : চার

আল-'আক্কাদ-এর উপন্যাসে জীবনবোধ ও শিল্পরূপ[১৭৮]

পাঁচ মাস অতিবাহিত হওয়ার পর পায়ে হেঁটে একদিন ঔপন্যাসিক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাস্তার উভয় দিকে ছিল সারি সারি বিল্ডিং। মূল রাস্তা থেকে ভিতরের দিকেও অনেক সরু পথ ও ঘরবাড়ী ছিল। ফলে রাস্তাটি জনমানবহীন ও ভীতিপ্রদ ছিল না।

রাস্তাটি ঔপন্যাসিকের কাছে স্মরণীয় ছিল এই জন্য যে, সিনেমা হলে যাতায়াত কালে এ সড়কে তিনি ও তার প্রেমিকা মিলিত হতেন। সিনেমা হলে প্রবেশের পূর্বে উভয়ে রাস্তার পাশে পাশাপাশি বসতেন। রাস্তার বর্ণনা দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক বলেন: مضت خمسة أشهرقبل أن يجرؤا على عبور ذالك الشارع مشيا على قدميه وليس الشارع مقفر أو مخيفا لأنه محاط بالدمار مزدحم في جوانبه بالسابلة والسكان. وليس بالبعيد عن طريقه لأنه يوشك أن يحتاج إليه في ذهابه وإيابه. ولكنه كان شارعا يلتقيان فيه عند ذهابهما إلي الصور المتحركة ثم يلتقيان فيه عند خروجهما منها.

প্রেমিক-প্রেমিকার অবস্থার বর্ণনা:

প্রেমিকারা নিজেদেরকে সাধারণত প্রেমিকের সম্মুখে নায়িকা হিসেবে উপস্থাপন করতে চায়। তার প্রমাণ স্বরূপ নিজেকে বিভিন্ন অভিনেত্রীর সাথে তুলনা করে। এরূপ অবস্থার **বর্ণনা দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক বলেন:** وكان من عادتها أن تقارن بينها وبين بطلة الرواية অর্থাৎ তার স্বভাব ছিল নিজেকে সিনেমার নায়িকার সাথে তুলনা করা।

যদি তার (প্রেমিকার) এ অবস্থার (নিজেকে হিরো ভাবার) প্রেক্ষিতে প্রেমিক প্রবরের পক্ষ থেকে কোন বিস্ময় বা প্রসংশা প্রকাশ পেত, তাহলে নানাবিধ দুষ্টুমি

---

[১৭৮]. বিষয়কে অনিবার্য রূপাঙ্গিকে প্রকাশ করার নাম শিল্পরূপ। আর্থ-সামাজিক কাঠামো লালিত মানব অস্তিত্বের ঘাত প্রতিঘাতময় রূপ একজন ঔপন্যাসিকের আরাধ্য। মানব অস্তিত্বের বহুস্থরিভূত রূপ ও স্বরূপ উপন্যাস শিল্পের আবহমান উপজীব্য। রফিকউল্লাহ খান, বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ৮১,৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

মিশ্রিত তীক্ষ্ণ প্রশ্নবানে জর্জরিত করত। সাথে সাথে এসব প্রশ্নের উত্তরেও ছিল প্রতারণা মিশ্রিত বিভ্রান্তি, কৌতুক ও রসিকতার হুড়াহুড়ি।

এ অবস্থার বর্ণনায় ঔপন্যাসিক বলেন: إذا أحست منه إعجابا بها أو ثناء عليها تسأ له في ذا لك أسئلة ذكية خبيثة لا تسهل المغالطة فى جوابها, الا على سبيل المزاح والمداعبة

প্রেমিকের এসব প্রশ্নের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন: إذا سمحت لك هذه الممثلة بقبلة ... أتقبلها منها ؟ "যদি নায়িকা তোমাকে চুমু খাওয়ার প্রস্তাব দেয় তাহলে তুমি কি করবে? তুমি কি তার এ প্রস্তাবে রাজী হবে?"[১৭৯]

এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর শুভ পরিণাম ডেকে আনবেনা জেনে, প্রেমিক কৌশলে অন্য বিষয়ে মনযোগী হয়ে বলেন : وهل من الأدب أن ارفض قبلة تعرضها سيدة-

"ম্যাডামের চুমু খাওয়ার একটি নির্দেশকে অমান্য করা কি ভদ্রতা হবে? এমন উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়ে, সে বলল, রাখো তোমার ভদ্রতা? আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম তোমার মনের আগ্রহ ও ইচ্ছাকে জানতে যে, তুমি এরকম একটি অফার পেলে তুমি কি করতে?" **প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি দেখে আবার তামাশা ও কৌতুকচ্ছলে বলল:** أما إن كنت أمثل معها على الستار الأبيض - فأنت تعلمين أن الفيلة لا غنى عنها, تلك واجبات الفن يا صديقى- ولا تتم الفنون إلا ببعض التضحية-

অর্থাৎ "হে আমার প্রেমিকা, তুমি জান যদি আমি তার সাথে বড় পর্দায় কাজ করতাম তাহলে এ চুমু খাওয়ার কোন অর্থ নেই। কেননা এগুলো সিনেমা শিল্পের কর্তব্য কাজ মাত্র। আর ত্যাগ ও বিসর্জন ছাড়া কোন শিল্পই পূর্ণতা পায় না। (দুনিয়ার বাস্তবতায় উত্তীর্ণ হতে হলে অনেক কিছুই ত্যাগ করতে হয়। এগুলো হল শিল্পের জন্য শিল্প, তথা Art for Art.)

---

[১৭৯]. আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ, আল্-মাজমু'আ আল-কামেলা' লি মুআল্লাফাতি, (দারুল কিতাব আল্ লুবনানি, বৈরুত), খণ্ড-২৩, পৃষ্ঠা-১২৯-১৩০।

Dhaka University Institutional Repository

ছোট একটি বাক্য দিয়ে জীবনের বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন সুনিপুন ভাবে। যেমন তিনি বলেন, لا تتم الفنون إلا ببعض التضحية

তিনি আরো বলেন:

"প্রত্যেক এমন চুমু যা নিজের প্রিয়জন ব্যতিরেখে অন্যকে দিতে হয়, সেটাই تضحية বা বির্সজন। যদিও তুমি তা কৌতুক মনে কর। তিনি তার এ বাক্য দ্বারা বুঝতে চেয়েছেন যে, নিজের প্রিয়জনের বাইরে যত কাজই করতে হয় তার পিছনে রয়েছে ত্যাগ বা বির্সজন। তার এমন বাস্তববাদী উত্তরে, **প্রেমিকার মনের অবস্থাকে বর্ণনা করেছেন এভাবে:** وأحبت أن تشعر أنه لا يقبل تلك الممثلة الجميلة إذا اتيح له تقبيلها

"সুন্দরী নায়িকার চুমুর প্রস্তাবকে" সে গ্রহণ করবে না। যা ছিল, বাস্তবতার উল্টো। তার মনের এ উপলব্ধিকে বুঝতে পেরে তিনি বর্ণনা করেছেন উল্লেখিত ভাষায়ঃ [১৮০] وقالت وهى تضحك : لقد نجوت ! إن قبلة تتمناها لهى خيانة فى الضمير, ولا فرقه بين خيانة الضمير, وخيانة الواقع إلا التنفيذ-

"প্রেমিক হেসে হেসে বলল, মুক্তি পেলাম! চুমু খাওয়ার যে আশা করেছিল, তা 'হৃদয়ের বিশ্বাসঘাতকতা' বাস্তবায়ন ছাড়া মনের বিশ্বাসঘাতকতা এবং বাস্তবের বিশ্বসঘাতকতার সাথে কোন পার্থক্য নেই।"

ঔপন্যাসিক প্রেমিকার ভাষায় এখানে বুঝাতে চেয়েছেন যেঃ "কোন সুন্দরী নায়িকার চুমুর প্রস্তাব কেবলই প্রতারণা। প্রকৃত প্রস্তাব নয়। প্রকৃত প্রস্তাব তাই হবে যা বাস্তবায়ন যোগ্য। নায়িকাকে চুমু খেতে হলে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। নতুবা এমন সহজ প্রস্তাব প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।"

প্রেমিকারা অনেক সময় নিজেকে নিয়ে অনেক চিন্তা-ফিকির করে, প্রেমিক প্রবর একমাত্র তাকেই ভালবাসে না অন্য কাউকে ভালবাসে। আমিই কি হব তার জীবন সঙ্গীনী না অন্য কেউ? অনেক সময় চিন্তার জগতের এ কথাগুলো সে নোট

---

[১৮০] . প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩০-১৩১।

Dhaka University Institutional Repository

করে রাখে। **নিমোক্ত বিবরণ থেকে আমরা এরূপ একটি প্রসঙ্গ উপলব্ধি করতে পারি:**[১৮১] كتبت مرة وقد شهدا رواية المرأة المترجلة : هل أعجبتك رواية المرأة المترجلة ؟ أما أنا فسأكون لك إمرأتك فقط

একবার সিনেমায় পুরুষের বেশে কোন এক মহিলাকে দেখে, তা সে নোট বুকে লিখছে যে,"সিনেমার সে মহিলা কি তোমাকে বিমুগ্ধ করেছে? না আমিই হব তোমার একমাত্র জীবন সঙ্গীনী"। সিনেমার ম্যাকআপ পরিহিত মহিলাকে দেখে সে লিখেছে সিনেমা ছাড়া বাস্তবে যেন এমন মহিলাদের আর না দেখে। বাস্তবে যেন অমুখের মত (নিজের দিকে ইংগিত করে লিখেছে) একনিষ্ট হয়।[১৮২] আলোচ্য বর্ণনায় ঔপন্যাসিক প্রেমের ব্যাপারে একনিষ্ঠতাকে কামনা করছেন। প্রেম যেন হয় অকৃত্রিম এবং নিখাঁদ। প্রেমিক-প্রেমিকা যেন পরস্পরকে নির্ভেজাল ও খাঁটি মনে ভালবাসে।

অভ্যাসের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে:

মেয়েদের সাধারণ অভ্যাসকে চিত্রিত করেছেন নিমোক্ত ভাবেঃ

"এমন ঘটনা খুবই বিরল যে, সিনেমা দেখার প্রাক্কালে সিনেমা সম্পর্কে সামান্যতম ভনিতা ও ন্যাকামি ছাড়া মনের গভীর থেকে কোন মর্মকথা ও মন্তব্য থাকবে না। এমন প্রতুৎপন্নমতিত্ব ফলে নারী চরিত্রকে পরিহাস করা হয়। যা নারীদের সংকোচতাকে বাড়িয়ে দেয়।" আলোচ্য মন্তব্য দ্বারা ঔপন্যাসিক সাধারণ নারী চরিত্রকে অত্যন্ত সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কেননা নারীরা সাধারণত চঞ্চলমতি হয়। অনেক সময় এ চঞ্চলতা তাদেরকে পরিহাসের পাত্র বানিয়ে দেয়। যে চরিত্রটি তার প্রেমিকার মধ্যেও ছিল।

---

[১৮১]. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩১।
[১৮২]. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩১।

Dhaka University Institutional Repository

বিপ্লবী জীবনে ব্যাথিত-পীড়িত এবং শত্রু ভয়ে বিতাড়িত এমন সকল দুঃখ ব্যাথা ও বেদনা কোন অকৃত্রিম প্রেম-ভালবাসার নরম স্পর্শে সেরে ওঠে এমন একটি জীবনের চিত্রকে এঁকেছেন। **নিম্নোক্ত ভাষায়:** [১৮৩]

أنهما شهدا رواية من روايات الثورات- يبدو فيها طريد جريح مهدد الحياة بجراحه, ومهدد الحياة بمطاردة أعدائه وقد لاذ بأحد البيوت فأكرمه أهل البيت, وكتموا أمره – وتعهدته بالعلاج فتاة فيما دون العشرين من العمر سليمة القلب, وسيمة الطلعة, ممشوقة القوام-

একদা উভয়ে তারা একটি বিপ্লবাত্মক চলচ্চিত্র অবলোকন করছিলেন। তাতে আহত, বিতাড়িত এক যুবককে দেখা যায়। যে আহত ও শত্রু দ্বারা বিতাড়িত হওয়ার দরুন নিজের জীবনের উপর ভীত ছিল। এমতাবস্থায় সে কোন এক ঘরে প্রবেশ করে। ঘরবাসী তার এ করুন অবস্থা দেখে তাকে খুব খাতির-যত্ন করে এবং তার অবস্থাকে গোপন রাখে। আর বিপ্লবী যুবকের সেবায়ান্তে নিয়োজিত হয় ২০ বছরের কম বয়সী এক যুবতী মেয়ে, যার শারীরিক গঠন বর্ণনা করে বলেনঃ[১৮৪] فتاة فيما دون العشرين من العمر سليمة القلب, وسيمة الطلعة, ممشوقة القوام-

"২০ বছরের কম বয়সী একটি মেয়ে যে, পবিত্র মন, সুন্দর গড়ন ও আর্কষণীয় দেহের অধিকারী।" একটি ষোড়শী যুবতী নারীর শারীরিক গঠনকে কতইনা উত্তম ও আর্কষণীয় ভাষার বর্ণনা করেছেন। মেয়েটি পবিত্র মনের অধিকারী, রয়েছে সততা, উদারতা ও আন্তরিকতা। ষোড়শী হওয়ার দরুন স্বাভাবিকতই তার দেহ ছিল সুন্দর, আকর্ষণীয় ও মনোরম, যা যে কোন যুবকের মনকে দোলা দেয়। একজন সুন্দরী যুবতী নারীর সংস্পর্শে এসে আহত, পীড়িত ও বিতাড়িত যুবক সকল দুঃখ, কষ্ট ও ব্যাথাকে অতিক্রম করে একে অন্যকে ভালবেসেছে। অবশেষে প্রেমের আলিঙ্গনে একে অপরের সাথে মিলিত হয়েছে। যা বর্ণনা

---

[১৮৩]. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩২।
[১৮৪]. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩২।

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন খুবই রোমান্টিক ভাষায়:[১৮৫] فمالت إليه شفقة ثم مالت إليه حبا, ثم تمالك نفسه بعد طول العلاج, حتى انفردا فى بعد الجلسات, فبلغ من سرورها به وسروره بها- أن نظر اليها- ونظرت إليه- وعيونهما تومض بالمحبة ثم اعتنقا فى قبلة طويلة جارفة-

প্রথমে দয়াপরবশ হয়ে, অতঃপর ভালবেসে সে আহত যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। যুবকটি আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত তার এ ভালবাসাকে সে প্রকাশ করা থেকে বিরত থেকেছে। সুস্থ হওয়ার পর তারা, নির্জনে দীর্ঘ আলাপচারিতায় মিলিত হয়েছে। এসব আলাপচারিতা তাদেরকে আনন্দের চুড়ান্ত সীমায় পৌঁছিয়ে দিয়েছে। তারা পরস্পর পরস্পরের দিকে এমন অপলক দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো, যেন তাদের চোখে মুখে প্রেম চমকাচ্ছিল। অবশেষে একে অপরকে আলিঙ্গনে জড়িয়ে প্রবল উত্তেজনা সহকারে চুমু খাচ্ছিল।[১৮৬]

আলোচ্য বর্ণনায় লেখক প্রেমকে শুভ পরিণতির দিকে নিয়ে গিয়েছেন রোমান্টিক বর্ণনার মধ্য দিয়ে। লেখক এখানে প্রেমকে অমোঘ মহৌষধ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তিনি উপলব্ধি করাতে চেয়েছেন যে, অবস্থা যতই নাযুক হোক না কেন, প্রেম ভালবাসা দিয়ে যে কোন প্রতিকুল অবস্থাকে মোকাবেলা করা সম্ভব।

প্রেমিক-প্রেমিকাদের মিলন স্থলের বর্ণনাঃ

প্রত্যেক প্রেমিক-প্রেমিকার একটি নির্ধারিত মিলন স্থল ও সময় থাকে, যখন তারা উভয়ে একত্রে মিলিত হয়। আমাদের বর্তমান সময়ের এমন অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। যেমন, কথা থাকে প্রতিদিন বিকালে ক্লাস শেষে, টি এস সি বা ফুলার রোড ইত্যাদি জায়গায় দেখা হবে। আমাদের ঔপন্যাসিক 'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ-এর মিলনস্থল ও অবসরে অধিকাংশ আনন্দ উপভোগের মিলনস্থল ছিল সিনেমা হল এবং রাস্তা। প্রেমের ডোরে আবদ্ধ হওয়ার পর থেকে এ প্রেমের বাইরে অন্য কোন জীবনের চিন্তা-ই ছিলনা তাদের। সিনেমা হল-ই ছিল তাদের

---

[১৮৫]. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩২।
[১৮৬]. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩২।

Dhaka University Institutional Repository

একে অপরকে উপলব্ধি ও পর্যবেক্ষণ, আবেগ-অনুরাগের আলোচনা এবং স্মৃতির স্মরণের একমাত্র মিলনস্থল।[১৮৭]

প্রত্যেক প্রেমেরই রয়েছে বিরহ। প্রেমিকার বিরহের এ দিনগুলোয় তার উপলব্ধি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ তাদের আনন্দঘন এই দিনগুলো বেশী দিন বলবৎ থাকেনি। সিনেমা হলে যাতায়াত একে অপরের জানা, পিছনের স্মৃতির মন্থন, আবেগ-অনুরাগের আদান প্রদান প্রভৃতির মাঝে একদিন চিড় ধরে। তারা আর সিনেমা হলে যায় না। পূর্বের সে সব ঘটনা প্রবাহ আজ তাদের কাছে খুবই কঠিন। সেগুলোর স্মরণে আজ তাদের কাছে দুঃখের পাহাড় মনে হয়। দুনিয়ার প্রত্যেকটি স্থানকে বিক্ষুব্ধ শয়তানের ঘাটি এবং হিংস্র উপত্যাকা মনে হয়। সে পথ থেকে বেঁচে থাকা আজ তাদের কাছে অধিকতর নিরাপদ এবং অধিকতর সর্তকতার কাজ।

ঔপন্যাসিক তার নিজের এ অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন:[১৮৮] فلما وقعت الجفوة بينهما, وانقطع طريقهما إلى تلك الدار وكانت كل خطوة فى تلك الطريق كأنما تثقل النفس بأكام فوق أكام من الذكريات والألام, وكانت كل زاوية من الزوايا كأنما تخفى فيها رصدا من الشياطين الثائرة, والعقبان الكاسرة-

উপর্যুক্ত স্থানে জীবনবোধ ও শিল্পকে চিত্রিত করেছেন উপমার দ্বারা আকর্ষণীয় ভাষায়।

দীর্ঘ বিরহের পর প্রেমিক প্রেমিকার মিলনের অবস্থাকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ

উভয়ের মধ্যে কয়েক মাস ধরে নিরবচ্ছিন্ন বিরহ চলতে থাকল, কারো সাথে কারো কোন যোগাযোগ নেই। কিন্তু মনের মধ্যে বিরহ দারুন মর্মপীড়া সৃষ্টি করেছিল। এমতাবস্থায় একদিন রাস্তায় বারবার ইতস্ততঃ পায়চারী করছিল। তিন চারবারের বেশী হবে না রাস্তার এদিক ওদিক হাঁটাহাটি করতে গিয়ে,

---

১৮৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩২।
১৮৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

অপ্রত্যাশিতভাবে প্রেমিকাকে দেখতে পেয়ে বিস্ময়াভিভূত হয়ে ওঠল। যা ছিল ধারণার বাইরে।

সর্বশেষ সাক্ষাতের পর বিরহের এ দীর্ঘ সময়ে উভয়ের মধ্যে কোন সাক্ষাত হয় নি। অনেক দিন ধরে উভয়ের মধ্যে কোন মাধ্যমে কোন যোগাযোগ নেই, কিন্তু অন্তরে প্রেমের বহ্নিশিখা জ্বলছিল, তা প্রশমনের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করবার কালে অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রেমিকার সাক্ষাত হয়ে যায়। তারই প্রকাশ করতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক উপর্যুক্ত বর্ণনায়।

ঔপন্যাসিক প্রেমিকার সাথে সাক্ষাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ[১৮৯]

فلما عبر الشارع المهجور تلك الليلة مطرقا كعادته حين يسير على غير قصد الى مكان معلمو سمع من جانبه صوتا يناديه : صوتا يعرفه بين ألف صوت, بل بين جميع ما خلق الله من الاصوات والاصداء : صوتها هي بعينها يهتف به : أهو أنت ؟

সে রাতে পাশের কোথা হতে সম্বোধনের আওয়াজ শুনতে পায়। এটা কোন পরিচিত জনের সম্বোধন এর আওয়াজ। বরং আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিকৃত সম্বোধনের সকল আওয়াজ থেকে পরিচিত এ আওয়াজ। যাকে হাজারো আওয়াজ হতে চেনা যায়।

সে ডেকে বলছেঃ (أ أنت هو) তুমিই কি সে জন? (যার বিরহে আমি হাজারো দিবস-রজনী অতিবাহিত করছি) এ কথাটি সে দুবার উচ্চারণ করেছে। উচ্চারিত কথা দুটিকে ভূমিকম্প বা প্রবল বাতাসের ফলে প্রবাহমান নৌকার সাথে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের আঘাতের ফলে সৃষ্ট ধ্বনির ন্যায় মনে হচ্ছিল। উচ্চারিত কথা দুটি বারবার মনে আন্দোলিত ও ধ্বনিত হচ্ছিল। ভূমিকম্প অথবা প্রবল বাতাসে তরঙ্গায়িত সমুদ্রে নৌকার তলদেশের পানিতে আঘাতের ফলে সৃষ্ট ধ্বনির সাথে লেখক তার অনুভূতিকে তুলনা করেছেন। ভূমিকম্প বা প্রবল ঝড়ের ফলে সমুদ্রে উত্তাল ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়, সে ঢেউয়ের সাথে প্রবাহমান নৌকার আঘাতের ফলে সৃষ্টি ধ্বনির সাথে ঔপন্যাসিক নিজের অবস্থাকে তুলনা করেছেন। এ কলকল

---

১৮৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

ধ্বনি যেমন দূর থেকে সু-মধুর শোনা যায়, দীর্ঘ বিরহের পরে প্রেমিকার আকস্মিক সম্বোধনও ঔপন্যাসিকের কাছে তেমন মনে হয়েছে।

ঔপন্যাসিক তার নিজের অবস্থানকে বর্ণনা করেছেন নিম্নোক্ত ভাষায়:[১৯০] فأحس لهما صدى كانفغار الهاوية تحت السفينة فى اللجى من أثر عاصفة أوزلزال-

নিজের অনুভূতির বর্ণনা দিতে গিয়ে আরো বলেনঃ মনের মধ্যে প্রতিরোধ ও চিন্তার এমন তুফান আরম্ভ হল যার বর্ণনার ভাষা খুঁজে পাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

তার কথার স্বপক্ষে তিনি বলেন:[১৯১]

لان اللغات الإنسانية لا تستطيع أن تضع إسما لألوف من النقائض والمفاجات التى يجتمع فيها الرعب والسرور الشوق والنفور, والهيام والاشمئزاز, وتريد فيها النفس أن تقف, وتريد فيها القدم أن تسير, بل تريد فيها النفس أن تقف, لأنها لا تقوى على أن تريد-

দীর্ঘদিন বিরহে কাটানোর পর অকাস্মাৎ সাক্ষাতে নিজের অবস্থা বর্ণনা করে বলেনঃ তার অকস্মাৎ আওয়াজ শুনার পূর্বেই যদি তাকে দেখতে পেত, তাহলে সম্মুখে কে বা কার আগমন ঘটেছে তা বুঝতে পেত এবং তার সাথে সর্ম্পক ছিন্ন করার ব্যাপারে যা সহায়ক, তার প্রস্তুতি পূর্বেই নিতে পারত। আর নিজের অবস্থানে অনঢ় থাকতে সক্ষম হত। আর মন যখনই নম্রতা, ক্ষমা, ভুল সিদ্ধান্তের দিকে ঝুঁকেছে, তখনই মন অন্যমনস্ক হয়েছে। কি বলবে বুঝতে না পেরে কিছু সময় মনের অজান্তে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে। প্রেমিকাও কিছু না বুঝতে পেরে দাঁড়িয়ে থাকে। তার কথার দ্রুত উত্তর না শুনতে পেয়ে সে লজ্জা পেয়ে যায়। তার এ ভয়ও ছিল, না জানি কি উত্তর শুনি? পাশে দাঁড়ানো একটি টেক্সি দেখতে

---

১৯০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৪।
১৯১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

পেয়ে উভয়ে ওঠে রওনা হয়ে যায়। উভয়ে পাশাপাশি বসা, কারো সাথে কোন কথা নেই । এরই মধ্যে প্রেমিকা বলতে আরম্ভ করল ঃ[১৯২]

هذا خير من أن يرانا الناس مشدوهين كالصنمين

এটা ভালই হয়েছে যে মানুষ আমাদেরকে মুর্তির ন্যায় নির্বাক দেখতে পারেনি। মানুষের সহজাত অভ্যাস হল কারো সাথে রাগ–অভিমানের কিছু ঘটলে, তা সহজে ভুলতে পারেনা। আবার তা যদি হয় প্রেমিক–প্রেমিকার রাগ–অভিমান। তাদের কেউ কারো কাছে নতি স্বীকার করতে রাজী হয়না। উভয়ের ধারণা জন্মে; যে আগে কথা বলল সে–ই পরাজিত হল। ঔপন্যাসিক অনূরূপ অবস্থাকেই উপর্যুক্ত বর্ণনায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

গাড়ি চলছে উভয়ে পাশাপাশি বসা, কিন্তু কোন কথা নেই। কিছুক্ষণ চলার পর ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল কোন দিকে যাব জনাব? কোন উত্তর না পেয়ে (প্রেমিকা) ফিসফিস করে বলল ঃ ড্রাইভার কে উত্তর দাও? প্রতি উত্তরে বলল ঃ যে দিকে ড্রাইভার চায়। এমন উত্তর শুনে মনে হল সে আবার লজ্জিত হয়েছে, আরোহন, সাক্ষাৎ এবং পূণরায় প্রশ্নের উত্তরের জন্য। উভয়ের মধ্যে আবার নিরবতা নেমে এসেছে, কোন কথা নেই। নিরবতা দির্ঘায়িত হচেছ। ঔপন্যাসিক এখানে মেয়েদের চঞ্চলতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন।[১৯৩]

ঔপন্যাসিক নিজের দীর্ঘ নিরবতার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন ঃ দীর্ঘ নিরবতার কারণ এটা নয় যে, সে নিরব থাকতে চেয়েছে বা কথা বলতে সে অনাগ্রহ ছিল। বরং দুনিয়ার সকল কথা সে অনুসন্ধান করছিল, কিন্তু কোন কথাই তার স্মরণ আসছিল না। সবকিছুই যেন তার থেকে অদৃশ্য হয়ে যাচিছল। অথবা তার কাছে কঠিন ও দুঃসাধ্য মনে হচিছল। কোন কিছুই তার আয়ত্বে আসছিল না। আর যে কথা বলতে সে ইচছা করছিল তা হল ঃ আগামী দিন কোন স্থানে মিলিত হবে তার প্রতিশ্রুতি, সেখানে দু'জনে কি বলবে, কোন কথা গুলোর

---

১৯২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৪।
১৯৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

পুনরাবৃত্তি করতে হবে, কৈফিয়ত, ক্ষমা, ভর্ৎসনার জন্য কি প্রস্তুতি নিতে হবে ইত্যাদি। তবে যে কারণে কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল না তা হলঃ[১৯৪]

يمنعه ان يفوه به مانع الكبرياء- ومانع الخوف من تجديد مافات, ومانع الشك فيمن تصاحب وفيما تضمر, وفيما عسى أن تلقى به كلامه فى دخيلة نفسها من الرزايا والاستخفاف-

অহমিকা, পুরাঘটিত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি, বন্ধুত্ব, মনের গভীরে সুপ্ত ও প্রচ্ছাদিত বিভিন্ন বিষয়ের বিপর্যয়, অবমাননার আশঙ্কা, নানাবিধ বিষয় তাকে কথা বলতে নিবৃত রেখেছিল।

উপর্যুক্ত বক্তব্যে ঔপন্যাসিক বুঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি এমনিতেই চুপ থাকেনি; বরং সামনের করণীয় কথা ও কাজকে সাজিয়ে নিয়েছেন, মনের ভিতরের জিঘাংসাকে প্রকাশ করেছেন এবং নিজের আত্মমর্যাদাবোধকে প্রকাশ করেছেন। সাথে সাথে তিনি বর্তমানের আয়নায় ভবিষ্যতের প্রেম ও ভালবাসাকে প্রকাশ করেছেন।

নিরবতা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছিল। এ দীর্ঘ সময়ে উভয়ে একে অন্যের সম্পর্কে অনেক কিছুই কল্পনা করছিল। প্রেমিক মনে মনে এ কল্পনা করছিল যে, প্রেমিকার সাথে কোন কথা বা তার থেকে কোন কথা শুনার পূর্বে সে গাড়ি থেকে অবতরণ করবে না। প্রেমিকাও মনে মনে এ অভিপ্রায় পোষণ করছিল যে, প্রেমিককে কোন প্রকার হুমকি বা হুমকি প্রকাশক কোন আচরণ করবে না। আবার এ ধারণাও করছিল যে, এরূপ আচরণে হয়তঃ কোন চ্যালেঞ্জ নিতে হবে। যার পরিণতি হবে সে গাড়ি থেকে নেমে যাবে। প্রেমিক ছিল রোমান্টিকতায়, প্রেমিকা ছিল বাস্তবতায়।

ঔপন্যাসিক নিজের রোমান্টিক অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ[১৯৫] সম্ভবত এবার সে হিসেব নিকেশে ভুল করেছে, প্রেমিকা তার পাশে বসা, তার (প্রেমিকার) শরীরের উষ্ণ পরশ, কোমল ত্বকের স্পর্শ, কপোলের উপর প্রেমিকার উষ্ণ নিশ্বাস, কথার প্রতি একান্ত মনোযোগ, প্রভৃতি বিষয় দীর্ঘ বিরহের

---

১৯৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৫।
১৯৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

পর তাকে এমন আকৃষ্ট ও মোহবিষ্ট করে তুলে, যেমন ঘুম আকৃষ্ট ও মোহবিষ্ট করে তুলে; কোন ব্যাক্তিকে, দীর্ঘ বিনিদ্র রজনী যাপনের পর।

প্রকৃতিগতভাবেই কোন যুবতীর পাশে একান্তে কোন যুবক উপবিষ্ট থাকলে তাদের মধ্যে রোমান্টিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। ঔপন্যাসিক নিজের সে রোমান্টিক অবস্থাকে বর্ণনা করেছেন আকর্ষণীয় বর্ণনার মাধ্যমে। যদিও তাদের মধ্যে বাহ্যিক কোন বাক্যালাপ হচ্ছিল না, কিন্তু লেখক মনে মনে সে অবস্থাকে অতিশয় উপলব্ধি করেছেন।

দীর্ঘ বিরহের পর উভয়ের সাক্ষাত হয়, উভয়ে পাশাপাশি বসে টেক্সিতে আরোহণ করে দীর্ঘপথ ভ্রমণ করল, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে কোন কথা নেই। অবশেষে টেক্সি হতে অবতরণের পূর্বে উভয়ে প্রেম নিবেদনের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ সমাপ্ত করল। নামার আগে পরস্পরে এ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল যে, আগামী দিন বিকাল ৫ টার পূর্বেই فارقته على موعد اللقاى في الساعة الخمسة موعدنا القديم ! وكأنما كانت كلمة الموعد القديم (পূর্বনির্ধারিত মিলনস্থলে) মিলিত হবে।

এতকিছুর পর পূর্বের নির্ধারিত মিলনস্থলে সাক্ষাত, মনের গভীরে জমে থাকা মান-অভিমানের আদান প্রদান।

প্রেমিক প্রেমিকার মনের এ অনুভূতি কে ঔপন্যাসিক নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণনা করে বলেনঃ[১৯৬]

وكأنما كانت كلمة الموعد القديم وحدها طلسما ساحرا نقله من حالة الى حالة, وأخرجه من الحذر والتردد الى الراحة والاستبشار

পূর্বের নির্ধারিত মিলনস্থলে সাক্ষাত হবে, এ কথার উপর সে (প্রেমিকা) তার (প্রেমিক) থেকে আলাদা হল। الموعد القديم بل المواعيد القديمة শব্দটি যেন "যাদু" যা তাকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায়

---

১৯৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তিত করেছে। তাকে ভয় ও শংকা থেকে আনন্দিত ও উৎফুল্ল করছে। তার থেকে সমস্ত সন্দেহ ও কষ্ট দূর হয়ে গিয়েছে। এ অবস্থাকে ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেছেন উল্লেখিত বর্ণনায়ঃ[১৯৭]

وما كانت تحتويه من سرور ومتعة وصفاء, وذكريات لا تزال مرتسمة في الذهن, سارية في الجوارع كأنها وظيفة من وظائف الاعضاء-

সে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। বরং পূর্বের সেসব মুহূর্তগুলোর স্মরণ হচ্ছে, যেগুলোতে তারা প্রতিদিন মিলিত হত। পূর্বের আনন্দঘন, উপভোগ্য ও হৃদ্যতায় পরিপূর্ণ মুহূর্তগুলোর স্মরণ সবসময় তার স্মৃতিতে উদ্ভাসিত হচ্ছে। যেন এগুলোই এখন শরীরের অংগ-প্রত্যঙ্গের কর্তব্য কাজ।

নিজের এমন অবস্থার আরো বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ[১৯৮]

ومن عجائب العاطفة الإنسانية أنها أبدا مولعة بالمراسم والشعائر, فلا تستولي على النفس حتى ترسم لها طقوسا وعادات تذكر الإنسان بطقوس العقائد والعبادات-

টেক্সি থেকে নেমে প্রফুল্ল চিত্তে ধীর পায়ে এমনভাবে হেঁটে যাচ্ছিল, যেন সে কাউকে চেনে না এবং ঘণ্টা খানেক বা এর চেয়ে আরো কম সময় আগে যারা তাকে দেখেছে তারাও যেন তাকে চেনে না। সাধারণতঃ প্রেমিক-প্রেমিকা যুগলদের ক্ষেত্রেই শুধু নয়, অন্যদের বেলায়ও কোন নির্দিষ্ট সময়ে মিলিত হওয়ার কথা থাকলে, কখন মিলিত হওয়া যাবে সে দিনক্ষণ পার হতে থাকে। এমনকি সেখানে মিলিত হয়ে কোথায় বসা যাবে, বসার উপযুক্ত স্থান কোনটি হবে।

---

[১৯৭]. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৮।
[১৯৮]. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

এমনই একটি অনুভূতির কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ

وانطلق من المركبة خفيف الخطى موفور النشاط يكاد لا يعرف احدا, ويكاد لا يعرفه من كان يراه قبل ذلك بساعة أو أقل من ساعة,

وأول ما خطر له أن يدخل في ذلك المساء دار الصور المتحركة التى كانا يلتقيان فيها معظم الاوقات, كأنها باب كان موصدا أمامه ففتح على مصراعيه, أو فاكهة ممنوعة رفع عنها المنع والحرمان.

'প্রথমে যে বিষয়টি তার মনে উদিত হল, তা হল, আগামী দিন বিকেলে 'সিনেমা হলে' প্রবেশ, পূর্বে যেখানে তারা বেশিরভাগ সময় মিলিত হত। তার কাছে সিনেমা হলটি যেন একটি বন্ধ দরজা। এখন এর উভয়ডালা যেন একসাথে তার সামনে খুলে যাচ্ছে। অথবা এটি ছিল কোন কারণে নিষিদ্ধ একটি ফল, যার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে।[১৯৯] আলোচ্য বর্ণনায় ঔপন্যাসিক বিরহের পর সিনেমা হলকে নিষিদ্ধ স্থানের সাথে তুলনা করেছেন।

ঔপন্যাসিক নিজের অনুভূতি বর্ণনার সাথে সাথে মানুষের চিরাচরিত আবেগ অনুভূতিরও বর্ণনা করেছেন। কেননা মানুষের আবেগ ও অনুভূতিকে একমাত্র ধর্মই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অন্য কোন কিছুর কতৃত্ব তাতে চলে না। তিনি বলেনঃ "মানুষের আবেগ অনুভূতির বিস্ময়কর ব্যাপার হল, মানুষ সবসময় কোন শিল্পীর শিল্প বা কোন ভাস্করের ভাস্কর্যের প্রতি অনুরক্ত হয়ে থাকে। ধর্মীয় বিধি–নিষেধ, ধর্মীয় বিশ্বাস ও ইবাদাত ছাড়া অন্য কোন কিছু তার উপর কতৃত্ব করতে পারেনা"।[২০০]

নির্ধারিত মিলনস্থলে সাক্ষাত হবে উপর্যুক্ত বর্ণনায় ঔপন্যাসিক ধর্মীয় মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি নিজেও ছিলেন ধর্মের ধারা প্রভাবিত। মানুষকে তার সকল আবেগ-অনুভূতির উপর ধর্মকে প্রাধান্য দিতে হবে। কেননা মানুষের সকল কাজ-কর্ম ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আর মানুষ স্বভাবতই সুন্দরের প্রতি আকৃষ্ট, কিন্তু সকল সুন্দরের উপর ধর্মকে প্রাধান্য দিতে হবে। ধর্মীয় মূল্যবোধকে অগ্রাধিকার

---

[১৯৯]. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৮।
[২০০]. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে সুন্দরের প্রতি আকৃষ্ট হতে হবে। ধর্ম যে সুন্দরকে গ্রহণ করবে, তাকে গ্রহণ করতে হবে। যাকে গ্রহণ করবেনা তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রেমিকা কথা দিয়েছিল, সিনেমা হলে মিলিত হবে, কিন্তু সে কথা রাখেনি। ঔপন্যাসিক সে অবস্থাকে বর্ণনা করে বলেনঃ[২০১] كأن موعد التمثيل هو موعد اللقاء المنظور অর্থাৎ যেন সিনেমা হলে সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি, প্রত্যাশিত সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতিতে পরিণত হয়েছে। প্রেমিকা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আসেনি। এদিকে সিনেমার পর্দা শুরু হয়ে গিয়েছে, এমতাবস্থায় নিজের অবস্থা বর্ণনা করে বলেনঃ[২০২] وليس في خلد من ذالك شئ إلا كما يرى الناعس المهوم ما حوله من الأشباح, أو يسمع ماحوله من الأصداء- অর্থাৎ ইতোপূর্বের ঘটনাবলীর কিছুই তার মনে নেই, কেবল তন্দ্রাচ্ছন ব্যক্তির ন্যায় চতুষ্পার্শ্বের সবকিছু তার কাছে অস্পষ্ট ছায়া মুর্তি মনে হচ্ছিল। অথবা চতুস্পার্শ্বের সবকিছু তার কাছে অনুধ্বনি মনে হচ্ছিল। আলোচ্য বর্ণনায় ওপন্যাসিক প্রেমিক-প্রেমিকার সাক্ষাতের বরখেলাকে মনের অবস্থাকে বিবৃত করেছেন যথোপযুক্ত ভাষায়। ঔপন্যাসিক প্রেমিকার সাক্ষাতের বিরহে নিজেকে তন্দ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তির সাথে তুলনা করেছেন। এক পর্যায়ে তার মনের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ঔপন্যাসিক নিজের সে অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ[২০৩] فارتفع كابوس ثقيل عن صدر صاحبنا, وأحب أن يعتقد أن الكلام البائع خليق أن يزيل من نفسه جميع الشكوك, لا مجرد الشك الذي خامره عن زيارة السيدة لدار الصور المتحركة في ذلك اليوم. الا أنها طمأنينة عاجلة لم تلبث أن ذهبت، كما جائت في طرفة عين, واذا بصاحبنا يناجي نفسه ذلك النجاء الذي كان غائبا عن خاطره منذ فترة وجيزة, يا عجبا ! اني لاجتنب هذه الدار كأنها تجمع شياطين الارض كلها في حيز واحد...

---

২০১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৯।
২০২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৯।
২০৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রেমিক-প্রেমিকার সাক্ষাত না হলে যেমন একে অপরের প্রতি নানা সন্দেহ দানা বেঁধে ওঠে, প্রত্যাশিত সাক্ষাত না হওয়ায় ঔপন্যাসিকের মনেও তদ্রুপ সন্দেহ দানা বেঁধে ওঠেছিল। তিনি বলেনঃ[২০৪]

لو كان قلبها خاليا من هوى اخر لما استطاعت ذالك, ولفعلت كما فعلت انا الى ذالك المساء-

তিনি নিজের প্রেমকে খাঁটি প্রমাণ করেছেন, প্রেম করতে গিয়ে তিনি প্রতারণার আশ্রয় নেননি। এজন্যই তিনি বলেছেন, যদি তার অন্তরে অন্য কারও প্রেম না থাকত তাহলে সে এমনটি করতে পারত না। অন্য কাউকে মন দিয়েছে বলেই এমনটি করতে পেরেছে। সে অন্য কাউকে মন দিয়েছে বলেই আমার মত একনিষ্ঠ মন নিয়ে হাজির হতে পারেনি। ঔপন্যাসিক এখানে নিজের প্রেমকে খাঁটি ও নির্ভেজাল প্রমাণ করেছেন। আর প্রেমিকাকে প্রতারক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

ঔপন্যাসিকের সাথে এক ফেরিওয়ালার সাক্ষাত হয়। ফেরিওয়ালাদের কাজই হল তোষামোদ করে খাতির জমানো এবং নিজের মাল বিক্রি করা। এসব লোকেরা সাধারণত, সিনেমা হল, লঞ্চঘাট, রেলস্টেশন, বাসস্টপেজ, ইত্যাদি পাবলিক প্লেসে মাল বিক্রি কালে অনেক কিছু লক্ষ করে। ওদের নিজস্ব আলাপচারিতায় বুঝা যায় ওরা অনেক কিছু জানে এবং বুঝে। ঔপন্যাসিককে হয়তঃ ফেরিওয়ালা পূর্বে তার প্রেমিকার সাথে দেখেছে। সেদিন ঔপন্যাসিককে একাকী পেয়ে ফেরিওয়ালা অনেক কথা বার্তা বলে। যেগুলো ঔপন্যাসিকের সন্দেহকে আরও বাড়িয়ে দেয়। এ অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেনঃ بأن عنده سرا وأنه يستطيع ان يبوح بأكثر مما قال- এক লাইন পরে আবার তিনি নিজের ধারণাকে খণ্ডন করে বলেনঃ[২০৫] أنما هى عادة هذه الطبقة عندما تتحدث لرجل عن إمرأة, أو عندما تتحدث فى كل شأن بين رجال ونساء- অর্থাৎ এ শ্রেণীর লোকদের সাধারণ অভ্যাস হল, তারা যখনই কোন পুরুষের সাথে কোন মহিলা বিষয়ে আলাপ করে অথবা প্রত্যেক বিষয়েই

---

২০৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৪০।
২০৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৪১।

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষ ও মহিলাদের মাঝে আলোচনায় লিপ্ত হলে একই ধরণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়।

প্রেমের বিরহের বর্ণনায় বলেনঃ[২০৬]

ولم ينقذه مما استغرق إليه الا انتهاء التمثيل وزحام الخروج ولقاء بعض الاصحاب وسهرة فيها الشواغل وطال الحديث.

ونام تلك الليلة أثر انفضاض السهرة وكان يقدر أنه لن ينام.

ولكنه لو قضى الليل كله ساهرا لما عمل في اليقظة الا الذي علمه وهو نائم. حلم وتفكير وهواجس وخيالات تضطرب وتصطخب ويتبع بعضها بعضا, ولا تميل الى جانب الرضا لحظة حتى تعود الى جانب الوسواس والمنغصات.

সিনেমার পর্দা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নানা চিন্তা, কল্পনা এবং হাসি কান্নার বিবিধ ঘটনা পরিদর্শনে কাটল। রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায়। পরদিন কাজে বিঘ্ন ঘটবে বিধায় ঘুমাতে চেষ্টা করেন, কিন্তু একের পর এক স্বপ্ন, চিন্তা, আশঙ্কা, কল্পনা তাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে তোলে। এক মুহূর্তের জন্যও শান্তি মিলেনি। নানা সন্দেহ-সংশয় মনে আন্দোলিত হচ্ছিল। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে, নিজেকে এমনভাবে প্রশ্ন করছিলেন যেন কোন আগন্তুক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হয়। যে স্ব-ইচ্ছায় জেনে বুঝে নিজের সবকিছু হারিয়ে ফেলেছে! তুমি কি তার সাথে নির্ধারিত প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য অপেক্ষা করতে ইচ্ছা কর?

পরক্ষণেই মনে হল এ এক অদ্ভুত প্রশ্ন, অপেক্ষার পালা এখানেই শেষ করে দেয়া যুক্তিযুক্ত। ঔপন্যাসিক নিজেকে একজন খাঁটি প্রেমিক হিসেবে, প্রেমিকার বিরহে কতটুকু কাতর ওঠেন তা প্রকাশ করেছেন শৈল্পিক ভঙ্গিতে। একজন খাঁটি প্রেমিকের শয়নে স্বপনে শুধুই যে প্রেমিকার কল্পনা ভেসে ওঠে তা বর্ণনা করেছেন, সাথে সাথে মুক্তির উপায়ও বর্ণনা করেছেন।

---

২০৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৪১।

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমে রয়েছে সন্দেহ মানসতা। প্রেমিক- প্রেমিকা একে অপরকে সামান্য ব্যাপারে সন্দেহ করে। প্রেমের এ সন্দেহপ্রবণতাকে প্রকাশ করেছেন নিম্নোক্ত ভাষায়ঃ[২০৭]

من النادر جدا أن يتواعد محبان على اللقاء, بعد فراق طويل ثم لا يسرعان الى موعد اللقاء بلهفة شديدة واشتياق عظيم, إن لم يكن حبا أو حنينا أو رغبة في المتعة والسرور, فعلى الاقل من قبيل الفضول والاستطلاع والرغبة الملحة عند كل منهما في الوقوف على أخبار صاحبة وأحواله أيام الغياب الطويل : هل أحبت غيره ؟ وهل أحب غيرها ؟ وهل سلت ؟ وهل سلا ؟ وبماذا يشعر أن في الحب الجديد ؟ أو ماذا بقي عندهما من الحب القديم ؟ وماذا تقول له حين تخلوبه ؟ وماذا بيدر من كلامه حين يخلوبها ؟ وأشباه ذلك من الاسئلة التي يلقيها كلاهما على نفسه ويحسب أنه فس أشد الحاجة الى الوقوف على جوابها. فربما كان هذا الفضول من أقوى مظاهر الحب, ومن أوثق روابط الاتصال بين كثير من الناس محبين كانوا أو غير محبين.

সন্দেহ প্রকাশ পেলে উভয়ের অবস্থা বর্ণনা করে বলেনঃ[২০৮]

فاذا حدث غير ذلك واجتهد أحد العاشقين أو كلاهما في اجتناب الموعد المنتظر بعد طول العزلة والجفاء, فلا بد أن يكون بينهما شبح قائم من الآلام والاكدار يغطي على جميع المشوقات والمرغبات, ويعكس الفضول والاستطلاع فيستحيل الى صمم ونفور, ويصبح كل شئي أهون من تجديد تلك الحالة المكروهة والعودة الى ذلك الشبح المرهوب.

---

২০৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৪৭।
২০৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৪৭-১৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমিকার সন্দেহ প্রবণতাকে অন্ধকার কারাগারে দেয়াল আখ্যায়িত করে বলেনঃ[২০৯]

كانت شكوكا مريرة لا تغسل مرارتها كل أنهار الارض وكل حلاوات الحياة : كانت كأنها جدران سجن مظلم ينطبق رويدا رويدا ولا يزال ينطبق وينطبق وينطبق حتى لا منفس ولا مهرب ولا قرار, وكثيرا ما ينتزع ذلك السجن المظلم طبيعة الهرة اللئيمة في مداعبة الفريسة قبل التهامها. فينفرج وينفرج وينفرج حتى يتسع اتساع الفضاء بين الارض والسماء, ثم ينطبق دفعة واحدة حتى لا يمتد فيه طول ولا عرض ولا مكان للتحول والانحراف : بطل المكان فلا مكان ولا أمل في المكان, ووجب البقاء حيث أنت في ذلك الضيق والظلام فلا انتقال ولا رجاء في الانتقال.

আলোচ্য বর্ণনায় প্রেমিকার সন্দেহকে অন্ধকার কারাগারের দেয়ালের সাথে তুলনা করেছেন।

ঔপন্যাসিক প্রেমিকার সন্দেহে নিজের অবস্থার বর্ণনা দিয়ে বলেন ঃ[২১০]

وكان صحبنا كالمشدود بين حبلين يجذبه كلاهما جذبا عنيفا بمقدار واحد وقوة واحدة, فلا الى اليمين ولا الى اليسار, ولا الى البرائة ولا الى الاتهام .. بل يتساوى جانب الاتهام فلا تنهض الحجة هنا حتى تنهض الحجة هناك, ولا تبطل التهمة في هذا الجانب حتى تبطل التبرئة من ذلك الجانب, وهكذا الى غير نهاية والى غير راحة ولا اتسقرار.

---

২০৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৪৮।
২১০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

এক পর্যায়ে তাদের সন্দেহ চলে যায়। নিজেদের এরূপ অবস্থার বর্ণনা দিয়ে ঔপন্যাসিক বলেনঃ[২১১]

ثم انقطعت هذه العلاقة على الرغم منها و على الرغم منه, وتمادت بها الوحدة وهي في دهشة مخيفة فجعلت تلتفت الى شاب وسيم من الجيران, ثم تمعن في الالتفات اليه حتى أصبح انتظاره وهو عائد الى منزله في الهزيع الا خير من الليل شغلا لها شاغلا في اليقظة والمنام, وأخذت تحاسبه في طويتها على هذه السهرات وتتخيل مع من تكون وكيف تكون.. اويزيدها ذلك لجاجة في الولع ولحاجة في الانتظار, ولم يلبث هذا الالتفات منها أن أدى الى الالتفات منه ثم الى التحية ثم الى لقاء جنوني في المنزل الذى يحيطها فيه الآل والاقربون, وكانت هذه المغامرة العجيبة هي العلاج الباتر لذلك الجنون العجيب.

তারা আবার প্রেমের পূর্বের আলোচনায় লিপ্ত হয়। কিভাবে তাদের প্রেমের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথমে তারা কোথায় মিলিত হয়েছিল। তাদের প্রথম সাক্ষাত কতটুকু দীর্ঘায়িত হয়েছিল। ইত্যাদি ইত্যাদি ঃ[২১২]

وراح صاحبنا يذكر كيف اجتمع بها أول مرة, ويذكر ما تحدثت به اليه في أول خلوة. لم يطل بهما الجلوس يومئذ حتى استأذنت في الانصراف لانها ذاهبة الى موعد مع صديق, وأرته خطابا من ذلك الصديق يقول لها فيه انه يشتري في ذلك اليوم سيارة ويحب أن يستأنس برأيها وبذوقها في اختيار واللون والطراز. فاذن لها صاحبنا وهو يقول مازحا : هذا موعد يرشحك لصناعة مفيدة ... فلا تهملية ...

আবার তাদের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। একে অপরকে কথা দিয়ে কথা রক্ষা করে না। একজন অন্য জনের জন্য অপেক্ষমান থাকে। এরূপ নিজেদের

---

২১১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৫১।
২১২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৫১।

Dhaka University Institutional Repository

অপেক্ষার অবস্থাকে ডাক্তারের রোগীর জন্য অপেক্ষার অবস্থার সাথে তুলনা করে বলেন ঃ[২১৩]

لم يشعر ذلك اليوم وهو ينتظرها بخداع ولا باستغفال ولا احتقار. ولكنه شعر بخسارة وأسف, وانتظرها كما ينتظر الطبيب مريضا يلجأ اليه, واستقبلها عاطفا عليها متطلعا الى ما وراء حديثها مستعدا للتسامح في الاصغاء اليها. فدخلت وهي تقول في غير احتجاز ولا امتناع : لا قبلات ولا تحيات حتى تعرف قصتي وأعرف رأيك.

সন্দেহ নিরসন হচ্ছিল না। ঔপন্যাসিক নিজেদের সন্দেহ নিরসনের ব্যর্থতাকে চিত্রিত করেছেন নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ[২১৪]

اسمع يا فلان. اني لا أؤمن بصداقة المرأة للمرأة ولا عزاء لي في معاشرة الصديقات المزعومات على الاطلاق, فان لم يكن الى جانبي رجل أهابه واحبه واعتمد على سنده فانا في وحشة الهالكين, وأنا ضعيفة ضعيفة ضعفية لا طاقة لي على دفع الغواية. وقد افترقنا يائسين ليس لك حق عندي وليس لي حق عندك, وأنا لا احاسبك على شطحاتك في مصيفك ان كانت لك شطحات, ولكني اسمح لك أن تحاسبني على الصغيرة والكبيرة وأبوح لك بأنني زللت في المصيف وانغمست في صلة غرامية ليس فيها غرام في الحقيقة, ولم أحضر اليك اليوم بل لم ارس اليك الصور الا وقد قطعت تلك الصلة وهيأت نفسي لاستئناف مودتنا القديمة. هأنذا الساعة بين يديك فماذا أنت قائل ؟ هل تقبلني.

ঔপন্যাসিক প্রেমের বিরহকে মৃত ব্যক্তির সাথে তুলনা করেছেন নিম্নোক্ত বর্ণনায় ঃ[২১৫]

مواجهة الحقيقة من أصعب المصاعب في هذه الدنيا.

---

২১৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৫৪।
২১৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৫৫।
২১৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

(أولا) لاننا في الغالب لا نعرف ما هي الحقيقة.

و(ثانيا) لاننا في الغالب لا نحب أن نعرفها الا مضطرين, حين نيأس من قدرتنا على جهلها ونشك ثم نشك ثم نرى اخر الامر أن الشك أصعب وأقسى من مواجهة الحقيقة والصبر عليها.

و(ثالثا) لأننا إذا عرفناها ففي الغالب- أيضا – أنها تكلفنا تغيير عادة من العادات, وليس أصعب على النفس من تغيير ما اعتادت ... فالموت نفسه لا صعوبة فيه لولا أنه يغير ما تعودناه, وفراق الموتى لا يحزننا لولا أنه تغيير عادات كثيرة.

দীর্ঘ বিরহেও তাদের সন্দেহ দূরীভূত হয়নি। দীর্ঘ বিরহের পর উভয়ের সাক্ষাতের অবস্থা বর্ণনা করেছেন ঔপন্যাসিক নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ[২১৬]

وقد كانت الحقيقة انهما- أي صاحبنا وصاحبتنا – قد تغيرا كثيرا بعد أن مضت عى صحبتهما برهة من الزمن, ولكنهما لبثا برهة أخرى من الزمن وهما لا يريدان أن يعترفا بهذا التغيير.

تغيرا فلا سرور لهما في اللقاء, وقد كان القاء عندهما أكبر سرور يشعر به الإنسان.

দীর্ঘ বিরহেও তাদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। তাদের সাক্ষাতে কোন আনন্দ ছিলনা। যদিও এরূপ দীর্ঘ বিরহের পর তাদের আনন্দিত হওয়ার কথা ছিল। যেমনটি হয় অন্য সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে। সন্দেহ দূরীভূত না হওয়ায় তারা একে অপরকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। যেমনটি অন্য সাধারণ প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে হয়ে থাকে। তবে তাদের এ অবস্থার মধ্যেও ভালবাসার ক্ষেত্রে যে মান অভিমান চলে তা বিদ্যমান ছিল।

---

২১৬. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

ঔপন্যাসিক এরূপ অবস্থাকে বর্ণনা করেছেন নিম্নোক্ত ভাষায়ঃ[২১৭]

وتبجيل لأنه يخالف في حياته الخاصة ما يعظ به الناس في حديث بعض (الائمة النساك) مرة فقال لها : لست على يقين أن مولانا هذا يحب السماء والآخرة. ولكني على يقين من حبه الارض والدنيا ... ألا تعلمين ذلك ؟ ... قالت أعلم كل العلم. بل أعلم أنه يحب فلانة وفلانة وفلانة ... غلطان أنتب يا صديقي ان حسبت أنك تغض من (مولانا) بما اتهمته. ان خفاياه تلك لهي التي تعجبني منه وتكبرة في نظري وتحملني على تقبيل يديه.

এতক্ষণ পর্যন্ত ঔপন্যাসিক 'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ নিজেকে নামপদে উল্লেখ করেছেন। উপন্যাসের এ অংশে এসে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন ''হুমাম'' নামে। আর প্রেমিকার পরিচয় দিচ্ছেন "সারা" নামে। আর ''সারা'' নামেই তিনি এ উপন্যাস-এর নামকরণ করেছেন।[২১৮]

أم ان صاحبنا – وليكن اسمه (هماما) وليكن اسمها منذ الآن (سارة) لتيسير الكلام عنهما

খাঁটি বন্ধুত্বে কোন অসততা ও প্রতারণা নেই। দুনিয়াতে প্রকৃত বন্ধু পাওয়া খুবই কঠিন। তবে এমন অনেক বন্ধু পাওয়া যায়, যারা বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত ও জীবন উৎসর্গ করে। ঔপন্যাসিকের মতে হুমাম তথা নিজে বিশ্বস্ত ও ওয়াদা রক্ষাকারী বন্ধু। যার মত বন্ধু পাওয়া যায় কদাচিৎ হাজারে একজন।

ঔপন্যাসিক এ ভাবটি ফুটিয়ে তুলেছেন নিম্নোক্ত বর্ণনায়।[২১৯]

نعم لا ينفع فيها الا رجل يعنيه أن يعرف الحقيقة ويؤمن قبل ذلك بأنها حقيقة تستحق عناءها ! فكم عندك يا همام من أمثال هذا الصديق ؟ مئات ؟؟ عشرات ؟؟ أحاد ؟؟ ان الناس يحسبون

---

২১৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৬৯।
২১৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭০।
২১৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭৮-১৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

(الضيق) محك الصداقة الذي لا يكذب ولا يخيب. والناس في ذلك مخطئون, لأن الصديق الذي ينجد صديقة في الضيق قد يتخلى عنه وينقلب عليه فى أعماق السريرة. وليست المعونة الصادقة هي المعونة التي تدخل في رقابة العرف او في رقابتك أنت بينك وبين صديقك, ولكنها المعونة التي لا حسيب عليها غير الضمير, ولا باعث لها غير اتفاق الهوى وامتزاج الشعور كثير من الاصدقاء يعينون أصدقاءهم في الضيق لان العرف يحمد لهم هذه المعونة ويتخذهم مثالا للامانة والوفاء وجميل الفداء. وكثير من الاصدقاء يعينون المرء على الشئون التي يشعر هو بمعونتهم أو بتقصيرهم فيها, لانه يحمد لهم ما صنعوا ويجزيهم بما أسلفوا ويرد لهم ما اقرضوا.

ঔপন্যাসিকের বন্ধু আমিন। আমিনের বন্ধুত্বের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধকে ফুটিয়ে তুলেছেন এখানে। আমিনের মতে, প্রকৃত বন্ধু সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে বন্ধুত্বের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে অগ্রাধিকার দেয়। তার মতে, বন্ধুত্বের মধ্যে খেয়ানত পবিত্র স্থানসমূহে পাপাচারের চেয়েও কঠিন। এ ভাবটিই ফুটিয়ে তুলেছেন নিম্নোক্ত ভাষায়।[২২০]

لم يكن همام قدنسي أمينا في مشكلة الرقابة, وليس أمين بالصديق الذي ينسى في مشكلة من قبيلها, لأنه يؤمن بالواجبات الشعرية اشد من ايمانه بجميع الواجبات الانسانية, وهو ذو اريحية ومروءة وصدق لسان وصراحة شيمة, ويحسب ان خيانة الصديق في العشق لا تق عن الخيانة في اقدس الحرمات.

নিম্নোক্ত বর্ণনায় ঔপন্যাসিক বন্ধু আমিনের সাধারণ উপমা ও দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। আসলে হুমাম বলতে তিনি নিজেকেই বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ তার মতে, প্রকৃত বন্ধুত্বের মধ্যে কোন প্রতারণা নেই। আর আমিনের মত বন্ধু পাওয়াও

---

২২০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৮১।

Dhaka University Institutional Repository

কঠিন। আমিন ছাড়া এমন বন্ধু পাওয়া বর্তমান জগতে কঠিন। ঔপন্যাসিক এ ভাবটিই ফুটিয়ে তুলেছেন নিম্নোক্ত আলোচনায়।[২২১]

تلك نماذج غير منتقاه من سهوات السيد امين حديثها وقديمها, نضعها الى جانب اخلاصه واستقامة طبعة فنفهم المركب الذي ركبه همام من تفويض الرقابة اليه, واصدق ما يوصف به انه كالسفينة التي لها شق متين يكافح الامواج والرياح وشق هزيل محلول الدسر والالواح, ولا مناص من السفر عليها ولا امان في البقاء على الساحل.

فأما الرقابة فلا حيلة غير ها.

وأما الرقيب فغير أمين لا يوجد.

মানুষ সাধারণত অতীত বা বর্তমান কোন কাল থেকেই শিক্ষা নিতে চায় না। যদি বর্তমান ও অতীত কে বিবেচনায় রেখে কাজ করত তাহলে দুনিয়ার জীবন আরও সহজ ও সুন্দর হয়ে যেত। দুনিয়ার জীবন হয়ে যেত স্বপ্নময়। মানুষ অতীত বা বর্তমানকে বিবেচনায় নিয়ে কাজ করে না বলেই অনেকের কাছে দুনিয়ার জীবন হয়ে ওঠে বিষময়। দুনিয়ার জীবনে হাসি-কান্না, চিন্তা-ভাবনা, দুঃখ-বেদনা সবই রয়েছে। কিন্তু মানুষ দুনিয়ার রং-তামাশায় লিপ্ত হয়, দুঃখ-বেদনা দূর হয়ে যাওয়ার পরে। আর দুনিয়াকেই মানুষ তার প্রকৃত ঠিকানা মনে করে। ঔপন্যাসিক দুনিয়ার বাস্তবতাবোধকে এমনিভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন আলোচ্য বর্ণনায়।[২২২]

سواء كان هذا او ذلك يخطئ من يظن ان عبرة الايام تعلمنا الاستخفاف بالحاضر كما نستخف بالماضي. فانما هي تعلمنا الاستخفاف بالماضي ولا زيادة ولو علمتنا ان ننظر الى حوادث اليوم كما ننظر الى حوادث الأمس لحلت نسج الحياة وفكت خيوطها ومسحت اصباغها وتركتنا امام حياة لا لون لها ولا مادة ! كما

---

২২১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৮৫।
২২২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৮৬-১৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

تجتمع الوان الصورة الزيتية مرة واحدة بدلا من تتفرق في مواضعها, فلا ملامح اذا اجتمعت ولا اشكال ولا الوان !

ان خير ما يتاح لابناء الفناء ان يقلقوا ويضكوا من القلق بعد فواته فيأخذوا الدنيا طبيعية فنية على هذا المنوال : طبيعية حين يعيشونها ويقلقون بشواغلها, وفنية حين ينظرون اليها على البعد ذلك كما ينظرون اى روايات الخيال.

ঔপন্যাসিক এখানে প্রেমের সম্পর্কচ্ছেদের কারণগুলো উল্লেখ করেছেন। আসলে কি কি কারণে এবং কার জন্য প্রেমের এ পরিণতি হয়েছে। ঔপন্যাসিক এমন কারণগুলো বর্ণনা করেছন আলোচ্য বর্ণনায়।[২২৩]

اولم يقل همام انه لن يفرط في هوى سارة ولن ينفصل عنها الا وهو واثق كل الوثوق من خيانتها, وعاجز كل العجز عن صيانتها.

او لم يقل انها حلية مونقة ان غلت سومت بكنوز الارض وذخائر البحار, وان رخصت هانت عن السوام والصيان.

او لم يقل ذلك ويعتزم العزم كله ويستجمع النية كلها على ان لا فراق ولا قطيعة الا وقد عرف ما تساويه من قيمة وما تستحقه من غيرة وضنانة.

ঔপন্যাসিকের প্রেমিকার নাম "সারা"। দীর্ঘদিন যাবত ঔপন্যাসিকের সাথে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তিনি তার (প্রেমিকার) প্রকৃত চরিত্র ও আভ্যন্তরিণ রূপকে চিনতে পারেন নি। তার সাথে অনেক আলাপচারিতা হয়েছে। দীর্ঘদিন যাবত প্রেমের বিরহও ঘটেছে। আবার মিলনও হয়েছে। কিন্তু তিনি "সারা"

---

২২৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

নামক মহিলাটির আসল রূপকে চিনতে পারেন নি। ঔপন্যাসিক নিজের এমন অবস্থাকেই বর্ণনা করেছেন নিম্নোক্ত বর্ণনায়।[২২৪]

من هي سارة ؟

من هي الفتاة التي مشينا معها هذا الشوط ولا نعرفها, والتي رأينا منها خطوطا ولم نرمنها صورة, والتي قرأنا عنها كلمات كثيرة ولكنها كلمات بينها كثير من الفواصل, وحروفا كثيرة ولكنها حروف يعوزها كثير من الاعجام. هي شيء يعرف ولا يعرف ..

اتتكلم بلسان الصوفية ؟ كلا. بل بلسان العرف المقرر والمشاهدات اليومية, فان سارة بنت من بنات الواقع الحي الملموس ... وبنات الواقع هن اللواتي نعرفهن جيدا, ولو كانت من بنات الخيال لما بقى منها شيء مجهول.

আসলে ঔপন্যাসিক তাঁর প্রেমিকার প্রকৃত চরিত্র ও আভ্যন্তরিণ রূপের চেয়ে বাহ্যিক রূপের প্রতি বেশি মুগ্ধ ছিলেন। তাই তিনি প্রেমিকার আসল রূপ চিনতে পারেন নি। এখানে তিনি প্রেমিকার বাহ্যিক রূপের বর্ণনা দিতে ভুলেননি। তিনি প্রেমিকার রূপ বর্ণনায় বলেন, "সে কল্পনাতিত সুন্দর ছিল। যত রমনীকে হুমাম তাঁর জীবনে দেখেছে তার মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ রমনী ছিল "সারা"। চাই তা প্রেম নিবেদনের দিক থেকে হোক বা অন্য কোন দিক থেকে হোক। সে যে একজন মনোরম ও আকর্ষণীয় রমনী ছিল যার রূপের তুলনা অন্য কোন রমনীর সাথে হয় না। তার রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, তার শরীরের রং ছিল মধুর মত নির্মল, কোথাও কোন দাগ ছিল না। একই সাথে তার মধ্যে যে কোন রঙ্গের কল্পনা করা যায়। এভাবে একে একে প্রত্যেক অঙ্গের বর্ণনা তুলে ধরেছেন নিম্নোক্ত ভাষায়।"[২২৫]

هي جميلة : جميلة لامراء, ليست اجمل من رأى همام فى حياته ولا أجمل من رأى في أيام فتنته وشغفه, ولكنها جميلة جمالا لا يختلط

---

[২২৪]. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২০৩।
[২২৫]. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২০৪।

Dhaka University Institutional Repository

بغيره في ملامح النساء. فلوعمدت الى ترتيب الف امراة هي منهن لنظمتهن واحدة بعد واحدة في مراتب الجمال امألوف, ونحيت سارة عن الصف وحدها .. وان كنت لا تنكر – ولا تبالي ان تنكر – أنها تأتي بعد مئات.

لونها كلون الشهد المصفى يأخذ من محاسن الالوان اليضاء والسمراء والحمراء والصفراء في مسحة واحدة.

وعيناها نجلاوان وطفاوان, تخفيان الا سرار ولا تخفيان النزعات : فيهما خطفة الصفر ودعة الحمامة.

وفمها فم الطفل الرضيع لولا ثنايا تخجل العقد النضيد في تناسق وانتظام, ولها ذقن كطرف الكمثرى الصغيرة, واستدارة وجه وبضاضة جسم لا تفترقان عن سمات الطفولة في لمحة الناظر. وبين وجهها النضير وجسمها الغضير جيد كأنه الحلية الفنية سبكت لتنسجم بينهما وفاقا لتمام الحسن من كليهما. فليس هو جيداً كأي جيد ولكنه الجيد الذي يواثم بين ذلك الوجه وذلك القوام.

'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ ছিলেন মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের অগ্রদূত। এজন্য তিনি তাঁর উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের আলোচনা করেছেন বেশি। প্রত্যেক মানুষ তার খুব কাছের মানুষকে কেমন কল্পনা করে, একজন প্রেমিক তার প্রেমিকাকে বা একজন প্রেমিকা তার প্রেমিককে কেমন করে ভাবে তারই আলোচনা করেছেন নিম্নোক্ত আলোচনায়।[২২৬]

ولقد يخيل الى الانسان في احايين ان يتمم مخلوقا ببضعة من مخلوق وان يسوي تكوينا بتكوين, ويمزج عنصرا من الابدان بعنصر, فامرأة يتممها رجل, وأدمي يتممه حيوان, وطلعة فتاة يتممها قوام وأبوة احرى ان تنتقل الى امومة, واشباه ذلك من اخيلة المزج والتركيب.

---

[২২৬]. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২০৫।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে ঔপন্যাসিক তার প্রেমিকা "সারা"-র প্রকৃত রূপ-চরিত্রকে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, প্রকৃতিগতভাবে "সারা" খুবই আশ্চর্য রকমের যুবতী নারী। হুমাম তার থেকে যা শুনেছে, তার খুব কমই বুঝতে পেরেছে। যদি কোন মহিলাকে না চেনা যায়, তাহলে তাকে অনুধাবন করা খুবই কঠিন। এমনভাবটি ফুটিয়ে তুলেছেন নিম্নোক্ত বর্ণনায়।[২২৭]

والحق ان هذه الفتاة كانت في معرفتها بطبيعتها الا نثوية اعجوبة, وكان همام يسمع منها ماقل ان تفهمه أمرأة وان سعرت به, وقل ان تقوله وان فهمته, وقل ان تحسن التعبير عنه وان ارادت ان تقوله. اذ المهود في المرأة أنها تشعر ولا تفهم شعورها, أو أنها تفهمه ولا تعمد الى الصراحة فيه, أو أنها تعمد الى الصراحة فيه ولكن لا تحسن التعبير. أما هذه الفتاة فعلم الانوثة عندها كعلم الحساب عند بعض الأطفال الذين يجمعون ويضربون عشرات الاعتساف ولا تعليم !

ঔপন্যাসিক এখানে পুরুষ ও মহিলাদের একে অপরের প্রতি সাধারণ ধারণাকে তুরে ধরেছেন। তিনি বলেন, প্রকৃত বুদ্ধিমান পুরুষ যথা সম্ভব মহিলাদের থেকে দূরে থাকে। তাদের পেছনে নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয় না। যদি নিজের প্রতি কোন মহিলার অবহেলাকে বুঝতে পারে তখন তাদের কাছে প্রেম নিবেদন থেকে দূরে থাকে। যদিও মহিলার রূপ-যৌবন তাকে আকৃষ্ট করে। যেসকল পুরুষ মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে তারাও ধ্বংসের সম্মুখীন। এখানে ঔপন্যাসিক পুরুষের প্রেম নিবেদনের ক্ষেত্রে মহিলার অবহেলাকে, পুরুষের ধ্বংসের সাথে তুলনা করেছেন। এমনি একটি মনস্তাত্ত্বিক অবস্থাকে তুলে ধরেছেন নিম্নোক্ত বর্ণনায়।[২২৮]

والرجل الخبير بالنساء يشبع منهن فيزهد فيهن ولا يتهالك عليهن, فاذا احست المرأة بالفتور منه في الطلب والمغازلة خشيت ان تكون هي المعيبة المجفوة في نظره بالقياس الى من عرف من النساء, ولم

---

২২৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২০৭।
২২৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২০৭।

Dhaka University Institutional Repository

تنهمه في ذوقه بل اتهمت نفسها في جمالها و(جاذبيتها) كما هو دأب المرأة من سوء الظن بنفسها امام هؤلاء الرجال, ونشأة عندها الرغبة في اجتذابه واستطلاع رايه, واستلمت له في سهولة وطواعية, لعلمها ان الحيلة معه لا تخفى عيه, بعدما شهد الكثير من حيل النساء.

فالرجال الذين يشبهون النساء لا يستحقون منها حتى نظرة الزراية لانها لاتشعر لهم بوجود, وما عدا هؤلاء من رجال فهم نماذج عدة تبلغ المئات ولكنهم مشمولون جميعا في رجولة واحدة خلاصتها القوة والثقة والبروز.

চারিত্রিক সৌন্দর্য, বুদ্ধি-বিবেচনা মানুষের এমন একটি গুণ, যা মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। আভ্যন্তরীণ রূপ প্রকাশ হওয়ার পূর্বেই এগুলোর প্রকাশ ঘটে। মানুষের প্রকৃতিগত এসব গুণগুলো কখনও দূর হয়না। কিন্তু মানবিক এমন কিছু গুণ রয়েছে যেগুলো বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তিত হয়। মানুষের এরূপ মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের উপর আলোচনা করেছেন ঔপন্যাসিক নিম্নোক্ত ভাষায়।[২২৯]

ومما لا ريب فيه ان سمات الأخلاق والإفهام شيء يستكن في النفس قبل أن يبدو على أسارير الوجوه, وأنها شيء لا يزول من النفس وإن زال أثره الظاهر في بعض الأحيان.

ঔপন্যাসিক বিভিন্ন দৃষ্টান্তের মাধ্যমে "সারা" নামক যুবতিটির বহুরূপী চরিত্রকে চিত্রিত করেছেন। তিনি তার খোভ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, কোন সময় তুমি তাকে ছোট বাচ্চার ন্যায় খেলাধুলায়রত দেখবে। ছোখগুলো বড় বড় করে রেখেছে কোন ধরণের গর্ব অহংকার ব্যাতিত। কোন সময় তুমি তাকে প্রতারক বৃদ্ধা হিসেবে দেখতে পাবে।

---

২২৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২১৯।

Dhaka University Institutional Repository

এমনভাবে হাসছে যেন তার কোন কামনা-বাসনা নেই। সারার এমন চরিত্রকেই ফুটিয়ে তুলছেন ঔপন্যাসিক নিম্নোক্ত ভাষায়।[২৩০]

وسارة كانت من ذوات الملامح والوجوه اللواتي لا يطالعنك بمنظر واحد في محضرين متواليين : تراه مرة فأنت مع طفلة لاهية تفتح عينيها البريئتين في دهشة الطفولة وسذاجة الفطرة بغير كلفة ولا رياء, وتراها بعد حين – وقد تراها في يومها – فأنت مع عجوز ماكرة افنت حياتها في مراس كيد النساء ودهاء الرجال. وتضحك ضحكة فتعرض لك وجها لا يصلح لغير الشهوات, وضحكة اخرى – وقد تكون على أثر الاولى-

'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ প্রেমিক প্রেমিকার বিরহ-বিচ্ছেদ ও মিলনের কাহিনীকে বর্ণনা করেছন সাহিত্যের তুলিতে। তিনি বিপদে পতিত ব্যক্তির ধৈর্য বা নীরব না থেকে কাজ করাকে উত্তম ও জরুরী মনে করেছেন। তাঁর মতে, 'প্রয়োজনীয় কাজ করার মধ্যেই শান্তি নিহিত।'

তিনি বন্ধুত্ব সম্পর্ককে ফুটিয়ে তুলেছেন এভাবে-"বন্ধুত্বের কষ্টিপাথর হল তাতে কোন মিথ্যা, ধোঁকা ও প্রতারণা থাকবে না। কিন্তু মানুষ এ বিষয়ে খুবই ভুল করে। বিপদে কোন বন্ধুকে সাহায্য করলে পরবর্তীতে সে বন্ধু পরিত্যাগ করে এবং অন্তিম কালে মুখ ফিরিয়ে নেয়।"

অন্যত্র জীবনবোধ ও শিল্পকে ফুটিয়ে তুলেছেন এভাবে- "প্রেমিক- প্রেমিকার মধ্যে দীর্ঘ নীরবতার পর তাদের হঠাৎ সাক্ষাতে প্রেমিকার অবস্থাকে বর্ণনা করে বলেন- যেন সে রাষ্ট্রদূত হিসেবে পাশ্চাত্যের কোন দেশে প্রবেশ করেছে অথচ সে জানে না যুদ্ধাবস্থা না সন্ধি অবস্থা চলছে। সে নিজের দেশের শক্তিকেও প্রকাশ করতে চাচ্ছে না এবং দূর্বলতা প্রকাশ হওয়ারও ভয় পাচ্ছে। সে ভ্রু-কুচকায়, কিন্তু তা প্রসারিত ও উদ্ভাসিত করতে পারে না।"

---

২৩০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২১৯।

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমিকার পক্ষ থেকে ভালবাসার বন্ধনকে ছিন্ন করে এক লম্বা বক্তৃতা দেয়া হলে তিনি তার এ বক্তব্যকে "গণকের সম্মুখে কোন কিছু গোপন না করে সাদাসিদা বক্তব্য উপস্থাপনের" সাথে তুলনা করেছেন। অতঃপর নিজের অবস্থাকে বর্ণনা করেছেন এভাবে- "হে অমুক! আজ রাতে তোমার এই বক্তব্যের দিতে পারব না। যদি আমি তোমার কথায় সম্মত হই বা প্রত্যাখ্যান করি তবে উভয় অবস্থাতেই আমার লজ্জিত হওয়াকে বিশ্বাস করি না।" অন্যত্র তিনি "কোন জ্ঞানী ব্যক্তির কথা, উপদেশ ও হেদায়েত গ্রহণ করারে কাপড় পরিধানের সাথে তুলনা করেছেন।" কাপড় পরিধান করে যেভাবে মানুষ রোদ-বৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্ম থেকে বেঁচে থাকে তেমনি জ্ঞানীর উপদেশ গ্রহণ করে মানুষ নিজেকে বিপদ ও ধ্বংস থেকে রক্ষা করে। সর্বপরি তিনি প্রেমের দর্শন বর্ণনা করেছেন এভাবে, " প্রেম বিভিন্ন প্রকার আবেগের সমষ্টি। এগুলোর মধ্যে রয়েছে পিতৃসুলভ সহানুভূতি, সুহৃদ ও প্রিয়জনের হৃদ্যতা, বিনিদ্র সতর্কতা, শিষ্ট ও সহনশীলের ভ্রষ্টতা, সততা, কল্পনা, স্বার্থপরতা-আত্মম্ভরিতা, অগ্রাধিকার-পারার্থপরতা, অভিলাষ-অভিপ্রায়, বাধ্যবাধকতা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, নীচতা-লাঞ্চনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, নিরাশা-হতাশা, সুখ-উপভোগ, শাস্তি-নির্যাতন, দায়মুক্তি, পাপ-অপরাধ ইত্যাদি।" এভাবে তিনি বাক্যের পরতে পরতে শিল্পকে চিত্রিত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

আরবী ভাষা পৃথিবীর প্রাচীন এবং সমৃদ্ধ ভাষা সমূহের অন্যতম। ভাষার পাশাপাশি আরবী সাহিত্যও পৃথিবীর যে কোন সমৃদ্ধ সাহিত্যের সাথে প্রতিযোগীতায় অবতীর্ণ হওয়ার যোগ্যতা রাখে। আরবী সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য শাখা আধুনিক উপন্যাস। ভাষা ও সাহিত্য শিল্পে সমৃদ্ধ আধুনিক উপন্যাস আন্ত র্জাতিক মানের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হিসেবে পরিগণিত।

বিশ্বসাহিত্যের অন্যান্য ভাষার ন্যায় আরবী ভাষার শিল্প সমৃদ্ধ উপন্যাস সাম্প্রতিক কালের সৃষ্টি হলেও এ ভাষায় উপন্যাসের ক্রমবিকাশের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। প্রাক ইসলামী যুগের সাহিত্যেও অনেক গল্প বা উপন্যাসের উৎস খুঁজে পাওয়া যায়। পবিত্র কুরআনেও অনেক গল্প বা নবীদের কাহিনী রয়েছে। উমাইয়া যুগে এ সাহিত্যের তেমন উন্নতি হয়নি। তবে আব্বসী যুগে অনেক গল্প লেখা হয় এবং অন্য ভাষা হতে আরবীতে অনেক গল্প অনুবাদ করা হয়।

আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁ যুগে (খৃঃ ১৭৯৮-) আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা পত্র-পল্লবে সুশোভিত হতে শুরু করে। এ সময়কার গল্প-উপন্যাসে আরবদের রাজনৈতিক, সামাজিক, ব্যবহারিক, ধর্মীয় চেতনা, প্রগতিশীল মুক্ত জীবনদর্শন, প্রেম-বিরহ প্রভৃতি বিষয় ফুটে উঠেছে। 'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ তাঁর উপন্যাসে এসব জীবনবোধের আলোচনা করেছেন। তিনি তার উপন্যাসে সাহিত্য-শিল্পরূপকে কতটুকু ও কিভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা তুলে ধরা হয়েছে। যাতে বাংলা ভাষা-ভাষী পাঠক, সাহিত্যিক, গবেষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আরবী উপন্যাস তথা মিশরীয় জীবনবোধ, শিল্পরূপ ও সংস্কৃতি ফুটে উঠে।

Dhaka University Institutional Repository

'আব্বাস মাহমুদ আল-'আক্কাদ-এর উপন্যাসে নারী এসেছে চরিত্র, উপাদান ও প্রেমাস্পদ হিসেবে। প্রেমের রমনীকে তিনি তাঁর উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন অকৃপণ ভাবে। তিনি প্রেমিকা নারীকে অন্ধকারের আলো, বাগানের গন্ধ ছড়ানো ফুল এমনকি পৃথিবী হিসেবে কল্পনা করেছেন। তিনি উপন্যাসে সংস্কার ও পরিশোধনকারী বৈজ্ঞানিক শৈলির অনুসরণ করেছেন। তাঁর রচনাশৈলীর মূল বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে স্বীয় এ মন্তব্যে: "আমি পাঠকের নিকট নেমে যেতে পারবনা, পাঠকই আমার নিকট উঠে আসতে হবে।" তিনি আরো বলেন, "আমি অলস ও নিদ্রিত ব্যক্তির পাখা হতে পারবনা।" স্বীয় সত্ত্বাকে লিখন শিল্পের জন্য আর স্বয়ং লিখন শিল্প তার জন্য উৎসর্গ ছিল। সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায় কলম চালিয়েছেন তিনি যোগ্যতার সাথে। সফলও হয়েছেন নিষ্ঠা ও শৈল্পিক প্রক্রিয়ায়।

আধুনিক আরবী সাহিত্যে এ সব্যসাচী লেখককে "আল-'আবকারী" (প্রতিভাবান), "ইমলাক আল-আদব আল-'আরাবী", (আরবী সাহিত্যের দৈত্য/অসূর) "আল-কাতিব আল জাব্বার" (মহা শক্তিধর লেখক) ইত্যাদি খেতাবে ভূষিত করা হয়। তাঁর সমসাময়িক লেখক ও সাহিত্যিক ইব্রাহীম 'আবদ্ আল-আদব আল-মাযিনি (খৃ. ১৮৮৯-১৮৪৯) স্বীয় বন্ধু আল-'আক্কাদকে "আল-বাহারু বিলা ইন্তিহা" (অসীম সাগর) অভিধায় অভিহিত করে মূলত তাঁর বহুমুখী প্রতিভাকে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

"সারা" উপন্যাস, কায়রো, ১৯৩৮ খৃ.।

আল-মাজমু'আহ আল কামিল, বৈরুত, ১৯৭৩ খৃ.।

ড. আবদ আল-মুহসিন ত্বহা বদর, তাতাওওর আল-রিওয়াইয়াহ আল-আরাবিয়্যাহ আল-হাদীসাহ ফি মিশর, কায়রো।

ড. শাওক্বী দায়ফ, তারিখ আল-আদাব আল-আরাবী, বৈরুত।

ড. শাওক্বী দায়ফ, আল-আদাব আল-আরাবী আল মু'আসির ফী মিশর, দার আল মা'রিফ, কায়রো।

ড. আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ, আনা, কায়রো, দার-আল মা'আরিফ, ১৯৮২।

ফী আল-আদাব আল-হাদীস, ওমর আল-দাসুকী, দার আল ফিকর, কায়ারো।

হান্না আল-ফাখুরী, তারিখ আল-আদাব আল-আরাবী, বৈরুত, লেবানন।

ফাতহি রিদওয়ান, আসরুন ওয়া রিজালুন (কায়রো, ১৯৬৭)।

আহমাদ হাসান যায়্যাত, তারীখ আল-আদাব আল-আরাবী, বৈরুত।

জুরজী যাইদান, তারীখ আল-আদাব আল-লুগাত আল-আরাবিয়াহ, ৪র্থ খন্ড, দার আল হিলাল, কায়ারো।

আবদুস সাত্তার, আধুনিক আরবি সাহিত্য, মুক্তধারা, ঢাকা।

আধুনিক আরবী কথা সাহিত্যে তিন দ্রষ্টা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪।

আরব জাতির ইতিহাস, মুহাম্মদ রেজাই করীম, ঢাকা, ১৯৭২।

আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দিন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, ইফাবা, ১৯৯৫ খৃ.।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা বিশ্বকোষ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

আধুনিক মুসলিম বিশ্বের ইতিহাস।

ড. ইব্রাহীম আবদুহু, তারীখ আল ওয়াকিয়া আল-মিশরিয়া।

R.A. Nicholson, A Literary History of the Arabs, London, 1979.

M.M. Badawi, Modern Arabic Literature, London, 1992.

পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী :

এ.বি.এম. ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী, "আরবী গদ্য সাহিত্যের বিকাশ ধারায় ইবনুল মুকাফ্ফার অবদান" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ঢাকা, ১৯৯৬।

আধুনিক আরবী গদ্য সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আবদুল মা'বুদ, মুহাম্মদ, "আরবী সাহিত্যে আধুনিক রেনেসাঁর পটভূমি", সোনার বাংলা, ঢাকা।

শাওক্বী, আলী হায়কল, মা'মা-আল আক্কাদ ফি বায়তিহি, আল-হিলাল, মিশর, এপ্রিল।